উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,০৬৩.৩৪ (-৩৭৬.২৮)

নিফটি : ২৬,১৭৮.৭০ (-৭১.৬০)

আবার একসঙ্গে ঋতুপর্ণা-প্রসেনজিৎ! জল্পনা টলিউডে ৮

‘আমায় অপহরণ করা হয়েছে’ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ২৪° সর্বোচ্চ / ৯° সর্বনিম্ন | ২৫° সর্বোচ্চ / ১০° সর্বনিম্ন | ২৫° সর্বোচ্চ / ১০° সর্বনিম্ন | ২২° সর্বোচ্চ / ১০° সর্বনিম্ন |

পদ্মের আইটি সেলের অ্যাপে এসআইআর ৫

২২ পৌষ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 7 January 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 229

উত্তরের অরণ্যে

## নিঃশব্দ ঘাতক

- অন্য গাছকে সরিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দখল নিতে শুরু করেছে ম্যালিং বাঁশ
- নেওড়া, সিঞ্চল ও সিঙ্গালিলা তিন বনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে ওই বাঁশ
- অরণ্যের স্বাভাবিক পুনর্জন্ম বা ‘ন্যাচারাল রিজেনারেশন’ প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে
- মাটির উপরিভাগে এমন এক দুর্ভেদ্য চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে যে, বড় গাছের বীজ মাটিতে পৌঁছালেও অঙ্কুরিত হতে পারছে না

## বিপদ ম্যালিং বাঁশে

**পূর্ব হিমালয়ের ওই নিভৃত রত্নভাণ্ডার যেন এক রূপকথার রাজ্য। কিন্তু ওই আদিম অরণ্যের সবুজ হৃদয়ে এক নিঃশব্দ ঘাতকের ছায়া ঘনীভূত হচ্ছে, যার নাম ‘ম্যালিং বাঁশ’।**

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** গোধূলির আলো নিভু নিভু। দূরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসে সেই বিকট ডাক- ‘ওঁয়া-আ-আ’। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে বারকয়েক সেই আওয়াজ শুনে পিলে চমকে যাওয়ার দশা। কুয়াশার চাদরে মোড়া নিস্তব্ধ নির্জন পাহাড়ের ঢালে নেওড়াভ্যালির জঙ্গল ঘেঁষা হোমস্টেতে তখন কারও গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। অপরূপ দেখতে স্যাটার ট্রগোপান পাখির ডাক যে অমন হাড়হিম করা তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি কলকাতার পর্যটকদল। তবে তাদের আগের দিন সন্ধ্যার আতঙ্ক কেটে যায় পরের দিন সকালে ঝোপের আড়াল থেকে নেমে আসা কয়েকটা ফায়ার টেইলড সানবার্ড দেখে।

এখন পর্যন্ত দুশো প্রজাতির বেশি পাখি দেখা গিয়েছে নেওড়ার জঙ্গলে। রেকর্ড হয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ঢোল, রেড পান্ডা সহ ৩১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব। ১৮৩ থেকে ৩২৩০ মিটার উচ্চতার নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ১৫৯.৮৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মিলেছে ৬৮০টিরও বেশি প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ২৩-এর বেশি প্রজাতির ফার্ন, দুশোর বেশি প্রজাতির প্রজাপতি, প্রায় ৪৩৭ প্রজাতির মথ, ২০১ প্রজাতির মাছি, ২৬১টির বেশি প্রজাতির মাকড়সা, ৬৯ প্রজাতির পিঁপড়ে, ২০ প্রজাতির সরীসৃপ ও উভচর। এটা এখনও পর্যন্ত আয়োজিত পাঁচটি জীববৈচিত্র্য নিরীক্ষণ শিবিরের তথ্য। গবেষকরা নিশ্চিত, নেওড়ার অভ্যন্তরে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আরও গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

পূর্ব হিমালয়ের ওই নিভৃত রত্নভাণ্ডার যেন এক রূপকথার রাজ্য। কিন্তু ওই আদিম অরণ্যের সবুজ হৃদয়ে এক নিঃশব্দ ঘাতকের ছায়া ঘনীভূত হচ্ছে, যার নাম ‘ম্যালিং বাঁশ’। *এরপর দশের পাতায়*

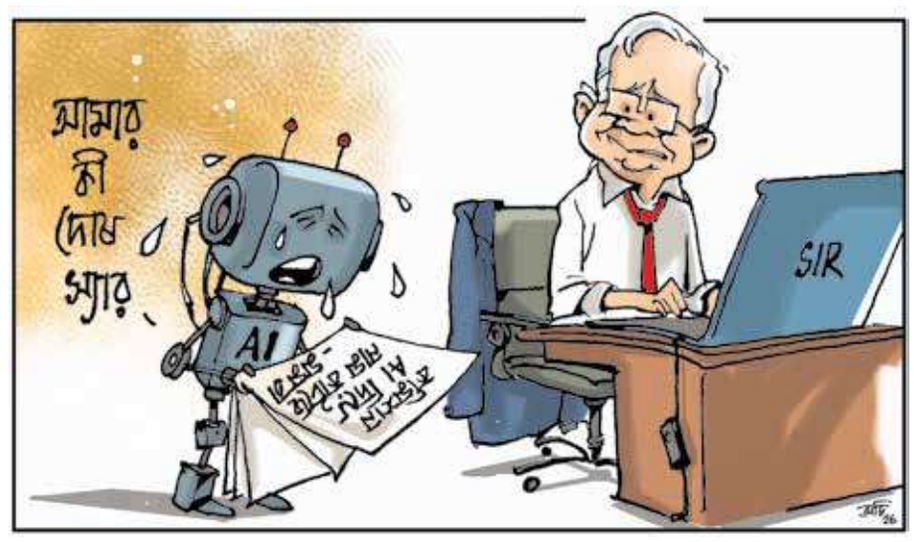


বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে

## শঙ্কায় লক্ষাধিক পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের ১৩টি সিমেস্টারের পরীক্ষা নিয়ে আগেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা ৫২টি কলেজ, দুই ক্যাম্পাস এবং দূরশিক্ষা- সব মিলিয়ে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বে রয়েছে একটি সংস্থা। তাদের প্রাপ্য তিন কোটি টাকার বেশি বকেয়া না মেটানোয় কাজ করা সম্ভব নয় বলে আগেই জানিয়েছিলেন সংস্থার কর্তারা। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আধিকারিক এবং শিক্ষককে নিয়ে সংস্থার এমডি’র সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলে সরব হন এমডি ডি মণ্ডল। তাঁর সঙ্গে কয়েকজনের তর্কাতর্কিও হয়। তারপরই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, টাকা না পেলে পরীক্ষার কাজ তো করবেনই না, বরং ইতিমধ্যেই কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরের যেসব পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে সেইসব পরীক্ষার ফল প্রকাশ সংক্রান্ত কোনও কাজেও তাঁরা হাত দেবেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দপ্তর গুটিয়ে চলে যাওয়া এবং প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও হুমকি দিয়েছেন তিনি।

- পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বে রয়েছে একটি সংস্থা
- বকেয়া না মেটানোয় কাজ করা সম্ভব নয় বলে আগেই জানিয়েছিলেন সংস্থার কর্তারা
- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দপ্তর গুটিয়ে চলে যাওয়া এবং প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও হুমকি দিয়েছেন তিনি

২০২৫-এর ডিসেম্বরে নয়া শিক্ষানীতি অনুসারে এফওয়াইইউজিপি পদ্ধতিতে কলেজগুলিতে স্নাতকস্তরের তৃতীয়, পঞ্চম (রেগুরাল) এবং ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সিমেস্টার (ক্যাজুয়াল)-এর পরীক্ষা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ফলাফল প্রকাশ হওয়ার কথা। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কাজ বন্ধ করে দিলে কোনওভাবেই ফল প্রকাশ করা যাবে না। পরীক্ষার পর উত্তরপত্র তাদের কাছেই জমা হয়। তারা উত্তরপত্র না দিলে সেগুলি যাচাইয়ের কাজও হবে না। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে স্নাতকস্তরের একাধিক সিমেস্টারের পরীক্ষা হওয়ার কথা। ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষাও ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়ার কথা। এখন সেই পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপের সময়। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কাজ বন্ধ করায় আজ পর্যন্ত কোনও কলেজেই ফর্ম পৌঁছায়নি। অর্থাৎ কলেজগুলিতে একদিকে ছাত্রছাত্রীদের ফল প্রকাশ, অন্যদিকে পরীক্ষা- সব কাজই বন্ধ।

৬ জানুয়ারি থেকে স্নাতকোত্তরের প্রথম ও তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। তার আগে তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার হওয়ার কথা। আইনের পাঁচটি এবং দূরশিক্ষা বিভাগের চারটি সিমেস্টারের পরীক্ষারও সময় পার হয়ে গিয়েছে। সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে পরীক্ষাগুলো আপাতত হচ্ছে না। কোনও রাখঢাক না রেখে সমস্যা তৈরির জন্য সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এমডি। তাঁর কথা, ‘অগ্রিম নয়, কাজ করার পর টাকা চেয়েছি। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বলছেন, উপাচার্য না এলে টাকা দেওয়া যাবে না।

*এরপর দশের পাতায়*

## ফেন্সিংয়ের খুঁটি ওপড়াল দুষ্কৃতীরা

**সুভাষ বর্মন**

**ফালাকাটা, ৬ জানুয়ারি :** ফালাকাটার কুঞ্জনগরে শক্তপোক্ত ফেন্সিং লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। সেই অনুযায়ী ফেন্সিংয়ের পাকা খুঁটি বসানোর কাজও চলছে। তবে সোমবার রাতে দুষ্কৃতীরা পাকা খুঁটি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। খুঁটির নীচে থাকা সিমেন্টের ঢালাই ভেঙে দেওয়া হয়। অন্তত ৬-৭টি খুঁটি নষ্ট করেছে দুষ্কৃতীরা।

কুঞ্জনগরে ফেন্সিং হোক, এটা চাইছেন এলাকার মানুষও। কারণ, ওই ফেন্সিং হলে বন্যপ্রাণীর উপদ্রব কিছুটা হলেও কমবে। কিন্তু ফেন্সিং হলে সমস্যায় পড়বে বালি, পাথর পাচারকারীরা। কারণ পাশ দিয়েই বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। সেই নদীর বালি, পাথর অবাধে পাচার করে দুষ্কৃতীরা। ফেন্সিং হলে সেই পাচার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বন দপ্তরের অনুমান, পাচারকারীরা খুঁটি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কুঞ্জনগরের ভারপ্রাপ্ত বিট অফিসার বিপ্লবকুমার রায় বলেন, ‘ফেন্সিংয়ের কাজ যখন থেকে শুরু হয় তখন থেকেই কেউ কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে এলাকার অধিকাংশ মানুষ এই ফেন্সিংয়ের পক্ষে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ৬-৭টি লোহার খুঁটির ঢালাই ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। বিষয়টি দপ্তরের উপরমহলে জানিয়েছি। তবে আমরা ফেন্সিংয়ের কাজ চালিয়ে যাব।’

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কুঞ্জনগর এলাকায় এবারই প্রথম ঝুলন্ত ফেন্সিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এরকম ফেন্সিং চিলাপাতায় করা হয়েছে। তাতে সাফল্যও মিলছে। তাই একই কায়দায় কুঞ্জনগরেও লোহার খুঁটি পুঁতে তৈরি হবে ঝুলন্ত ফেন্সিং। এখানে প্রায় তিন কিমি এলাকাজুড়ে সৌরবিদ্যুৎচালিত তার ঘন আকারে এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটি পর্যন্ত ঝুলে থাকবে। তাতে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে বের হতে পারবে না। কিন্তু কুঞ্জনগরে ফেন্সিংয়ের ভিতর এলাকা হয়ে বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। আর এই নদীর বালি, পাথর দোদার পাচার করে দুষ্কৃতীরা।

এতদিন ফেন্সিং না থাকায় সেই পাচারে কোনও সমস্যা হয়নি। এবার ফেন্সিং দিলে বন্ধ হবে বালি, পাথর পাচারও। তাই ফেন্সিংয়ের বিপক্ষে পাচারকারীরা। আগেও পরোক্ষভাবেই কেউ কেউ বাধা দিয়েছে। আর এবার লোহার খুঁটির ঢালাই ভেঙে দিতে চাইছে। গ্রামবাসী শশাঙ্ক বর্মনের কথায়, ‘ফেন্সিং হোক, আমরা এটাই চাই। কারণ গতবার হাতির হানায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়। ফেন্সিং থাকলে বন্যপ্রাণীর হামলা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ হতে পারে।’ স্থানীয় কৃষক পবিত্র দাস বলেন, ‘হাতির হানায় অনেক সময় জমির ফসল নষ্ট হয়। তাই ফেন্সিংয়ের পক্ষে আমরা সবাই।’

**বুড়িতোর্ষা নদীর বালি, পাথর পাচার বন্ধ হবে**

*ডুয়ার্সকন্যার আন্দোলনস্থল থেকে দেখা যাচ্ছে ডুয়ার্স উৎসবের আলো।*

বকেয়া মজুরির দাবিতে ধর্না

## উৎসবের পাশে ভুখা শ্রমিকদের হাহাকার

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** দূর থেকে মাইকে ভেসে আসছে গান। ঠিকমতো শোনা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে কোনও বাংলা গান বাজছে ডুয়ার্স উৎসবের মঞ্চে। অন্যদিন ডুয়ার্সকন্যার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে স্পষ্ট বোঝা যায় কী গান হচ্ছে। মঙ্গলবার সেটা শুনতে না পাওয়ার কারণ ডুয়ার্সকন্যার সামনে আরেকটি মাইক বাজায়। সেখানে অবশ্য কোনও গান বাজছে না। সেখানে শাড়ির উপর চাদর জড়িয়ে মহিলা শ্রমিক চিৎকার করে নিজেদের কথা বলছিলেন সাদরি ভাষায়। বক্তব্যের মূল অর্থ হল, বকেয়া মজুরির সমস্যা না মিটলে আন্দোলন হবেই। কিছুক্ষণ পরপরই হাততালিতে ওই ‘ভুখা’ শ্রমিকদের মনের জোর যেন আরও বাড়ছিল।

সোমবার থেকে জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে উৎসব মঞ্চ আর ধর্না মঞ্চ অদ্ভুত বৈপরীত্যের ছবি আঁকছিল। ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও এদিন সন্ধ্যাতেও শ্রমিকরা নিজেদের জায়গা থেকে সরেননি। ডুয়ার্সকন্যা এত বছরে অনেক আন্দোলন দেখছে। তবে এমন আন্দোলন আগে কখনও হয়নি বলেই মনে করছেন অনেকে।

মেরিকো টি কোম্পানির বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা সোমবার থেকে ডুয়ার্সকন্যার সামনে ধর্না দিচ্ছেন। সোমবার হাড়কাঁপানো শীতে সেখানেই রাত কাটিয়েছেন তাঁরা। সাতটি পাক্ষিক মজুরি মেটানোর দাবিতে শ্রমিকরা যখন চিৎকার করে নিজেদের কথা তুলে ধরছিলেন তখন ডুয়ার্স উৎসবের আসরে সার দেওয়া ঝলমলে দোকান, নাগরদোলার রঙিন আলোকেও যেন আর উজ্জ্বল মনে হচ্ছে না। শ্রমিকদের কয়েকজন বলেই দিলেন, উৎসবের রঙিন আলোগুলো আমাদের কাছে গাঢ় অন্ধকারের মতো।

ধর্নাস্থলের একপাশে বসেছিলেন তুলসীপাড়ার শ্রমিক সাওলা ওরাওঁ, শাহিদ কুজুররা। শীতের কামড় থেকে বাঁচতে কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করে আগুন ধরিয়ে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছিলেন তাঁরা।

*এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

## অনুনয়ন আর গোষ্ঠী কাঁটায় বিদ্ধ দুই ফুলই

**প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে তুফানগঞ্জ**

**শিবশংকর সূত্রধর ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য**

**তুফানগঞ্জ, ৬ জানুয়ারি :** বড্ড ঠান্ডা। রায়ডাক নদীর উপর ধোঁয়ার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশা। বেলা কিছুটা গড়িয়ে যাওয়ার পর কুয়াশা ভেদ করে মোটরবাইকে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ালেন দুই বন্ধু। ততক্ষণে ঘাটে দাঁড়িয়ে আরও জনাকুড়ি মানুষ। সবাই নৌকার অপেক্ষায়। নৌকা ছাড়া পারাপারের উপায় নেই যে।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে এক বন্ধু সময় দেখে নিলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে টুক করে যখন চাকরি চলে যেতে পারে, তখন কি না নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ব্যাজার মুখে বাইকচালক পিছনের সিটে বসা বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘কী রে তোর দিদি নাকি উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কোথায় গেল জালধোয়া সেতু?’

পেছনের তরুণ মুহূর্তে রেগে কাঁই। তাঁর তড়িঘড়ি জবাব, ‘দিদির কথা পরে বলিস। আগে বল তোরা যে এখানে বিজেপির সাংসদ, বিধায়ককে জেতালি, তা ওঁরা সেতু বানাতে পারলেন না কেন?’ বোঝাই গেল, দুই বন্ধু দুই দলের সমর্থক। নদীর পাড়ে এই তর্কবিতর্কে অপেক্ষারত অন্য যাত্রীদের কেউ কেউ ফুট কাটলেন। একজনের কথায়, ‘বেঁচে থাকতে জালধোয়া সেতু দিয়ে আমাদের পারাপার হবে না।’

*এরপর দশের পাতায়*

## পরীক্ষা দেবে মেয়ে, ঘুম নেই গ্রামের

**বুধুরাম বনবস্তি থেকে কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেনি। সেই গ্রাম থেকেই ইতিহাস গড়তে চলেছে এক কিশোরী।**

**শুভদীপ শর্মা**

**ময়নাগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** এই অপেক্ষা শুধু একটা পরীক্ষার নয়, এ যেন ইতিহাস তৈরির অপেক্ষা। জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জঙ্গলঘেরা ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রত্যন্ত জনপদ বুধুরাম বনবস্তি। এ গ্রাম থেকে আজও কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেনি। সেই গ্রাম থেকেই ইতিহাস গড়তে চলেছে এক কিশোরী।

গ্রামেরই এক কৃষক পরিবারের মেয়ে সুমিলা ওরাওঁ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধুরাম বনবস্তি থেকে গরুমারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে প্রায় প্রতিদিন সাতসকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুমিলা। বাড়ি থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে পানবাড়ি ভবানী হাইস্কুলের ছাত্রী সে।

কেমন লাগে স্কুলে যেতে। বছর পনেরোর মেয়েটা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ‘জঙ্গলের রাস্তায় প্রতিদিনই হাতি, গন্ডার বা বাইসন থাকে। অপেক্ষা করি, কখন ওরা সরে যায়। বুক টিপটিপ করে।’ গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা বুধুয়া ওরাওঁ বলেন, ‘এই গ্রাম থেকে আগে কেউ মাধ্যমিক দিতে পারেনি। অভাবই আমাদের সবাইকে থামিয়ে দিয়েছে। তবে আমাদের আশা সুমিলা থামবে না।’

গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর পানবাড়ি ভবানী হাইস্কুলে ভর্তি হয় সুমিলা। সংসারে অভাব থাকলেও পড়াশোনায় কোনওদিন ছেদ পড়েনি। বাবা মঞ্চাল ওরাওঁ ও মা রূপালি দুজনেরই পড়াশোনা থেমে গিয়েছিল প্রাথমিকের গণ্ডিতে। নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন মেয়ের মধ্যেই দেখতে চেয়েছেন তাঁরা। মঞ্চাল বললেন, ‘আমরা তো পড়াশোনা করতে পারিনি। মেয়েটা যদি পারে, সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া।’

*সাইকেল নিয়ে স্কুলের পথে সুমিলা।*

স্কুল করার পাশাপাশি পানবাড়িতে একটি টিউশন পড়তে যায় সুমিলা। সকাল সাতটা নাগাদ কোনওদিন খেয়ে, কোনওদিন না খেয়েই বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। আগে টিউশন, তারপর স্কুল করে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যায়। আগে স্কুলের মিড-ডে মিল ছিল ভরসা। এখন বাজার থেকে সামান্য কিছু খেয়ে নেয়।

বনবস্তির মেয়ের এই লড়াইয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন রামশাইয়ের বাসিন্দা ও ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ পদ্মমণি রায়। তিনি বলছেন, ‘সুমিলার পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।’ তবে, এটা বাস্তবে যে কতটা হবে, তা জানেন না বুধুরাম বনবস্তির বাসিন্দারা।

এ গ্রামে বাড়ির উঠোন দিয়ে হেঁটে যায় হাতির পাল। তাই দিনের আলো কমে এলেই দুশ্চিন্তা বাড়ে গ্রামের সকলের। সেই চিন্তা শুধু নিজেদের জন্য নয়। গ্রামের একটা মেয়ের জন্য। সন্ধ্যা নামার মুখে গা-ছমছমে গভীর জঙ্গলের পথ ধরে সুমিলা বাড়ি ফিরবে যে।

রূপালি বলেন, ‘জঙ্গলের রাস্তা নিয়ে ভয় তো থাকেই। তবু ওর পড়াশোনা যেন থামে না-সেইটুকুই চাই।’ লড়াই কতটা কঠিন সুমিলা সেটা জানে। খুব শান্তভাবে সে বলল, ‘ভয় লাগে, কিন্তু পড়াশোনা ছাড়তে চাই না। আমি তো মাধ্যমিক পাশ করে গ্রামের নাম উজ্জ্বল করতে চাই।’

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

## আসছেন মন্ত্রী, এক সপ্তাহ আগে থেকেই তদারকি

# রেলের ওয়াররুম মালদায়

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ৬ জানুয়ারি :** বন্দে ভারত স্লিপারের পথ চলাকে কেন্দ্র করে 'ওয়াররুম' মালদায়। আগামী ১৭ জানুয়ারি দেশের প্রথম সেমি হাইস্পিড স্লিপারকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তাকে কেন্দ্র করে এখন মালদা টাউন স্টেশনে রেলকর্তাদের আনাগোনা চলছে প্রত্যেকদিন। মঙ্গলবারও দিল্লির একটি বিশেষ দল স্টেশন পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় খুঁটিয়ে দেখেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উদ্বোধনের অনেক আগে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো মালদায় পা রাখবেন বলে রেল সূত্রে খবর। ক'দিন আগে আসার সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেওউস্কার সহ রেল বোর্ডের পদস্থ কর্তাদের।

হাতে আর মাত্র ১০টা দিন। এরপরই উত্তরবঙ্গের মাটি ছুঁয়ে ছুটবে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার। যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে প্রাপ্তির পারদ। রেল সূত্রে খবর, ট্রেনটিকে সবুজ পতাকা দেখানোর পাশাপাশি বাংলার জন্য একগুচ্ছ রেলপ্রকল্পের ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির সফরকে কেন্দ্র করে এক সপ্তাহ আগেই ওয়াররুম তৈরি করছে রেল। এখানে থেকেই এক সপ্তাহ ধরে সমস্ত কিছু তদারকি করবেন রেলকর্তারা। দফায় দফায় আসার কথা রয়েছে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের। রেলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ১৭ জানুয়ারি সেমি হাইস্পিড স্লিপার চালু হলেও তার একদিন আগেই মালদায় পৌঁছে যাবেন রেলমন্ত্রী বৈষ্ণো। তবে তিনি মালদায় থাকবেন না মালদা থেকে অন্যত্র যাবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধনকে মেগা ইভেন্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে।



- ১৭ জানুয়ারি বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে আগাম ওয়াররুম মালদা টাউনে
- প্রত্যেকদিনই স্টেশনটিতে আসছেন পদস্থ রেলকর্তারা, আগাম আসার সম্ভাবনা রেলমন্ত্রীর
- ট্রেনের উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রীর সফর থেকে ফায়দা তুলতে প্রচারে জোর তৎপর বিজেপির

> বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধনকে মেগা ইভেন্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে। ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলেছে মালদা।
>
> -পূর্ব রেলের এক আধিকারিক

ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলেছে মালদা।' চলতি সপ্তাহে স্লিপারের দুটি রেক মালদায় পৌঁছে যাবে বলে রেল সূত্রে খবর। ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকবে রেক দুটি। যে কারণে ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি এই দুটি প্ল্যাটফর্মে আপ-ডাউনের কোনও ট্রেন যেমন দাঁড়াবে না, তেমনই এখান থেকে ছাড়বে না। প্রধানমন্ত্রী সবুজ পতাকা দেখানোর পর বন্দে ভারত স্লিপার দুটি রওনা দেবে কামাখ্যা এবং হাওড়ার উদ্দেশে। যদিও রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি বলছেন, 'এখনও কোনও পূর্ণাঙ্গ লিখিত নির্দেশ আমাদের কাছে আসেনি। তাই এখনই কিছু বলা যাবে না।' তবে রেল সূত্রেই খবর, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের ঘোষণার পাশাপাশি দূরপাল্লার অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু করতে পারেন মোদি।

এদিকে, বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রীর সফরের পুরো ফায়দা তুলতে প্রচারে জোর দিতে তৎপর বিজেপি। ১৭ জানুয়ারি ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুর এলাকার সংযোগস্থল মাধাইপুর থেকে বন্দে ভারতকে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যার জন্য জনসভার মঞ্চের পাশে পৃথক একটি মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'এখন পর্যন্ত ঠিক রয়েছে সভাস্থলে দুটি মঞ্চ হচ্ছে। একটি মঞ্চ সরকারি। সম্ভবত সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী সবুজ পতাকা নেড়ে স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। অপর মঞ্চ থেকে তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।' ভারতের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি রেলপ্রকল্পের ঘোষণা এবং উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন বলে মনে করছেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।


**Quotation Notice**

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites Quotation vide APAS Quotation No : APAS - 12 (25-26)

Memo No. : 5108/JM dt. 06.01.2026

Last Date of bidding (dropping) : 19.01.2026 up to 15.00 Hrs (3.00 P.M.)

For details please visit : Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

**Tender Notice**

E-tenders are invited for: Temporary and contractual engagement of 1 (one) skilled outsourced Driver for Food Safety on Wheel for the CMOH, Kalimpong, GTA. Tender ID: 2026_HFW_984154_1 (Last Date: 20.01.2026) within 03:00 PM.

For details visit: www.wbtenders.gov.in. The CMOH Office, Kalimpong, Email : cmohkalimpong1@gmail.com

Sd/-
CMOH & member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

**বোগী ফ্রেমের উপাংশ এবং এলএইচবি কইল স্প্রিংয়ের শট পিনিং, পেইন্টিং**

টেন্ডার নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এলবিকিউএস-৫৯১ তারিখঃ ০২-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে সমগ্র পরিবহন সহিত ডাম্পারের পেইন্টিং ও ওয়াটার জেট ক্লিনিং ও এয়ার স্প্রিঙের পেইন্টিং, পরিষ্কারকরণ, বোগী ফ্রেমের উপাংশ এবং এলএইচবি কইল স্প্রিংয়ের শট পিনিং, পেইন্টিং। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৪৭,২৮,৮৫৫.১৬/- টাকা। জামানত রাশিঃ ৯৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের হাসি মুখে পরিষেবায়"

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O. DINHATA, DIST-COOCHBEHAR, P.S-DINHATA, PIN-736135

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No. Din-I/BDO/APAS/11/25-26 (2nd call), dated-19.12.2025 & NIT No.Din-I/BDO/02/25-26 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block under APAS & ICDS fund. The Last date for submission of tender upto 14.01.2026 at 5.00 P.M. NIT No.Din-I/BDO/APAS/12/25-26 (2nd call), dated-31.12.2025, NIT No. Din-I/BDO/APAS/13/25-26 (2nd call), dated-31.12.2025, NIT No. Din-I/BDO/APAS/14/25-26 (2nd call), dated-31.12.2025, of the BDO, Dinhata-I Dev. Block under APAS fund. The last date for submission of tender upto 17.01.2026 at 3.00 P.M. Details are shown in www.wbtender.gov.in.

Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
Dinhata : Coochbehar

**TENDER NOTICE**

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders as per given NITs under AMRUT (PH-II). The tender details as given below: WBMAD/JAL/AMRUT/eNIT-3/2025-26 (Tender Id:2026_MAD_983977_1) & WBMAD/JAL/AMRUT/eNIT-4/2025-26 (Tender Id: 2026_MAD_984004_1) Bid Submission End Date:-31-01-2026 At 05:00 PM. Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from

www.wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

**সংযোজিত কোচ বগি এবং চাকা সেট পরিবহন**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭০৬৪৯০৪; তারিখ ঃ ০২-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ দুই (২) বছরের জন্য নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ থেকে কাটিহার ডিভিশনের মনোনীত কোচিং ডিপোতে অ্যাসেম্বল করা কোচ বগি এবং হুইল সেট পরিবহন এবং সড়কপথে নিউ বঙ্গাইগাঁওতে ফেরত পাঠানো। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৭১,২৭,০৩৩.৪০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৩৫,৬৫০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-০১-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১১:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবায়

**শিক্ষা**

বাড়িতে গিয়ে টিউশন পড়াই প্রথম থেকে দশম, স্থান দিনহাটা শহর। M-8016645544. (D/S)

**কর্মখালি**

শিলিগুড়িতে ২টি দেশি গোরু দেখাশোনা করার জন্য ১ জন কর্মঠ লোক চাই (সর্বক্ষণের জন্য)। থাকার ব্যবস্থা আছে। (M)-9733066255 (C/119755)

•

অফিসে কাজের জন্য মেয়ে চাই। বেতন 6K-8K। ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। বেতন-13,500/-। সরাসরি জয়েনিং। M :-8653609553. (C/119755)

•

Sales এর কাজের জন্য ছেলে, মেয়ে চাই। (বাইক/স্কুটি আবশ্যক) 13000/- ও গার্ড চাই (থাকা ফ্রি) 11000/-। M-9832489908. (C/119754)

**অ্যাফিডেভিট**

আমি মনা মোহন্ত 17/11/2025 জলপাইগুড়ি E.M, কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা মনা মোহন্ত থেকে তুলসী মোহন্ত হয়েছি। (C/119754)

•

আমি সুপ্রিয়া দাস পিতা সুনীল দাস ৬/০১/২৬ ইং তারিখে নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা সুপ্রিয়া সাহার পরিবর্তে সুপ্রিয়া দাস হইলাম। (D/S)

•

আমি নিবেদিতা মন্ডল আমার জন্মের প্রমাণপত্রে মায়ের নাম ভুল থাকায় 3/1/2026 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছবি মন্ডল থেকে ঠাকুরদাসী মন্ডল করেছি। (C/119754)

**ত্যাজ্যপুত্র**

আমি অমর সরকার, S/o বিনোদ সরকার। ঠিকানা দক্ষিণ ভারত নগর, ওয়ার্ড নং-24 পোঃ শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করার কারণে আমার একমাত্র পুত্র অরিন্দম সরকারকে ৬/১/২৬ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা ত্যাজ্য ঘোষণা করলাম এবং আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। (C/119754)

**কর্মখালি**

1 Post of AT in English (Short Term), Qual- B.A, B.Ed. Apply before 17/01/2026 to the Secretary, Ideal High Madrasah, Vill- Kamalpur, P.O.- Meherapur, P.S.- Mothabari, Malda- 732207. Mob : 9933828004. (C/119930)

**অ্যাফিডেভিট**

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 1997 0943927 আমার বাবার নামের বানান ভুল এবং আমার জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 29-12-25, E.M, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Manoranjan Ghosh এবং Monoranjan Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেব প্রতিষ্ঠিত হলেন। আমার জন্ম তারিখ 29-12-1972 এর পরিবর্তে 29-12-1973 হলো। খড়িমালা খাগড়াবাড়ী, নীলকুঠি বাবুরহাট, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার। (C/118979)

•

আধার কার্ড নং 7068 9983 2691 আমার নাম ভুলবশত Alo Rani Das নথিভুক্ত হয়েছে। গত 31-12-25 নোটারী পাবলিক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Alo Sutradhar Das এবং Alo Rani Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম+পোঃ কামাতফুলবাড়ী, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (C/118978)

•

I, Mistu Sudeshna Poddar, D/o- Late Santosh Poddar, Residing at B.G. Road, P.O.- Mokdumpur, P.S.- English Bazar, Dist.- Malda- 732103, (W.B.) declare that Mistu Sudeshna Poddar (correct name) & Sudeshna Poddar Das (recorded in my S.B. A/C No.- 50170010872426) is the same & one identical person vide affidavit (No.- 182) sworn before the Notary Public, Malda, Dated- 17/12/2025. (C/119932)

**ভাড়া**

শিলিগুড়ির বিধান রোডে 1st ফ্লোরে 1200 sqft & 900 sqft ফ্রন্ট সাইডে, অফিস ভাড়ায় দিবো। M : 95934 49707. (C/119742)

**বিক্রয়**

ফালাকাটার মাদারী রোডে সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পেছনে বাড়ি বিক্রয়। যোগাযোগ : 8250341459. (C/119933)

**অ্যাফিডেভিট**

I, Chaitali Das @ Chaitali Sarkar (Old Name), W/o- Kamal Krishna Sarkar, R/O- Vill- Ukilpara, P.O & P.S- Raiganj, Dist- Uttar Dinajpur, Shall henceforth be known as Chaitali Das Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Raiganj, Uttar Dinajpur vide Affidavit Sl. No. 100 Dt. 05.01.2026. That Chaitali Das @ Chaitali Sarkar (Old Name) and Chaitali Das Sarkar (New Name) all are same and one identical person. (C/119929)

•

আমি Radha Rani Das, W/o- Goutam Das, Malda Jail Qutr. No- 12, Green Park (Near Police Line) P.O- Mukdumpur, P.S- English Bazar, Pin- 732103, Dist.- Malda, আমার নাম Radha Rani Das. Malda Municipality Office-এ আমার ছেলের Birth Certificate (Registration No- 5095)-এ আমার নাম ভুল থাকায় গত 31 July 2025-এ 1st Class Judicial Magistrate কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করে Radha Das থেকে Radha Rani Das করা হয়। এমত অবস্থায় Radha Rani Das ও Radha Das একই ব্যক্তি হয়। (C/119931)

**জিএসডি পাণ্ডু ডিপোর জানুয়ারি/২০২৬ মাসের ই-নিলাম কর্মসূচি**

জিএসডি পাণ্ডু ডিপোর আওতাধীন এলাকায় ই-অকশনের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রয়ের জন্য জানুয়ারি/২০২৬ মাসের আসন্ন ই-অকশনের সময়সূচী নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে:-

| ক্র. নং. | মাস/বছর | নিলামের সময়সূচী নং. | নিলাম শুরুর তারিখ/সময় |
|---|---|---|---|
| ১ | জানুয়ারি/২০২৬ | GSDPNO25N2626 | ১২-০১-২০২৬/১১:০০:০০ |
| ২ | | GSDPNO25N2627 | ১৯-০১-২০২৬/১১:০০:০০ |
| ৩ | | GSDPNO25N2628 | ২৭-০১-২০২৬/১১:০০:০০ |

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, পাণ্ডু

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবায়


# ম্যানড্রিল শাবকের জন্ম



**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** রাজ্যে প্রথম ম্যানড্রিলের সফল প্রজনন হল শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে। জানা গিয়েছে, নতুন বছরের শুরুতেই একটি শাবকের জন্ম দেয় ম্যানড্রিল যুগল।

রাজ্যে একমাত্র শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কেই রয়েছে ম্যানড্রিল। ২০২৩ সালে জামশেদপুরের টাটা স্টিল জুলজিকাল পার্ক থেকে এক জোড়া ম্যানড্রিল আনা হয়েছিল সাফারি পার্কে। তাদের জন্য প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এনক্লোজার। সেখানেই ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দিয়েছে ম্যানড্রিল দম্পতি। আপাতত মা এবং সন্তান দুজনকেই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুজনেই সুস্থ রয়েছে। মায়ের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। অতিরিক্ত শীত থেকে বাঁচতে হিটার, পোয়াল, চটের বস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'সাফারি পার্কে এভাবে একের পর এক প্রাণীর সফল প্রজনন আমাদের আরও উৎসাহিত করছে। মা এবং শাবককে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছে। যেহেতু ওরা (ম্যানড্রিল দম্পতি) রাজ্যের একমাত্র জুটি তাই একটু চিন্তায় ছিলাম। প্রজনন সফল হবে কি না সেটা নিয়েও চিন্তা ছিল। কিন্তু অবশেষ সব ভালোমতো হয়েছে।'

বিষ্ণু ও নিয়তি নামে এই দুই ম্যানড্রিল জুটিকে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আনার পর একসঙ্গে রাখা হয়েছিল। সাফারির পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পর দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হয়। এরপর গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে অন্তঃসত্ত্বা হয় নিয়তি। সেই থেকে তাঁর বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছিল। যেহেতু রাজ্যে একমাত্র ম্যানড্রিল এই জুটি তাই বিশেষ যত্ন ও নজর দেওয়া হয়েছিল।

## রাজ্যে প্রথম

২৪ ঘণ্টা সিসিটিভির নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। নিয়মিত ওষুধ দেওয়া হত। এরপর নতুন বছরের শুরুতেই আসে সুখবর। নিয়তি জন্ম দেয় একটি শাবকের। আপাতত মা এবং সন্তান দুজনকেই ক্রলে রাখা হয়েছে। শাবক এখনও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকায় তার লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে, নিয়তির খাবারের সঙ্গে গরম সুপ এবং বেশি প্রোটিন জাতীয় সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। নিয়মিত ভিটামিন ওষুধও দেওয়া হচ্ছে। আপাতত শাবক মায়ের দুধই পান করছে। বাঘ, লেপার্ড, ভালুকের পর ম্যানড্রিলের সফল প্রজনন আরও একবার সাফারি পার্কে স্থানীয় প্রজনন কেন্দ্র তৈরির দাবি জোরালো করেছে।

# চলতি মাসেই নবম টি ফোরাম

**শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** জেন জেড-রা ঝুঁকছে বিদেশি পানীয়ের দিকে, তাদের চা-মুখী করতে হবে। এছাড়াও দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কীভাবে চা-এর বাজার আরও উন্নত করা যেতে পারে তা নিয়ে আয়োজিত হতে চলেছে নবম ইন্ডিয়া টি ফোরাম। আগামী ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি নিউ চামটা চা বাগানে আয়োজিত হতে চলা এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নানা প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সিআইআই-এর তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানানো হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন সঞ্জয় টিব্রুয়াল, প্রবীর শীল, রবি আগরওয়াল, সতীশ মিত্রুকা সহ অন্যরা।

## থাকবেন বিদেশের অতিথিরা

সঞ্জয় বলেন, 'চা ব্যবসা এখন এক সংকটজনক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। চাহিদার থেকে উৎপাদন অনেক বেশি। আমরা উৎপাদন কমাব না। বরং বাজারকে কী করে আরও বৃহত্তর করা যায় সেদিকে নজর দেব।'

টি ফোরামে দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ব্রিটিশ হাইকমিশনার, জার্মানি থেকেও প্রতিনিধিরা আসতে পারেন বলে এদিন জানানো হয়।

# মউ স্বাক্ষর

**নিউজ ব্যুরো**

**৬ জানুয়ারি :** শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি) সম্প্রতি টয়োটা কির্লোস্কার মোটর প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মউ স্বাক্ষর করেছে। শিল্পের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে এই চুক্তি করা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি ক্যাম্পাসে টয়োটা টেকনিকাল এডুকেশন প্রোগ্রাম (টি-টিইপি) চালু হতে চলেছে। এরফলে শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্পভিত্তিক, আধুনিক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে ব্যবহারিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করা। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।


Indian Bank
ALLAHABAD

জোনাল কার্যালয় শিলিগুড়ি : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন নং : ০৩৫৩-২৫২৫৫৩৮, ফ্যাক্স – ০৩৫৩-২৪৩১১৭৬

**সংশোধনী**

মেসার্স সদানন্দ রাধিকা মঙ্গল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের স্থাবর সম্পত্তির জন্য ০৩.০১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম নোটিশটি ০৬.০১.২০২৬ তারিখে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে ভুলবশত উল্লেখিত 'দার্জিলিং শাখার পরিবর্তে শাখার নাম শিলিগুড়ি প্রধান শাখা হিসেবে পড়তে হবে।

অনুমোদিত আধিকারিক

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Quotation item wise rate are invited from bonafide resourceful Contractor/Bidder for NIQ No-Din-I/Quotation/01/25-26 (3rd call), dated-16.12.2025 & NIT No-Din-I/P.S./08/25-26, dated-16.12.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity out of RGSA & School Education Deptt. Fund. Details are shown in www.wbtender.gov.in. The last date of submission of tender upto 14.01.2026 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭৩০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭৯৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩১১৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৪৫৮০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৪৫৯০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


**NOTICE**

My Clients (1) Sri Rajesh Kumar Rungta and (2) Smt. Veena Rungta of Kurti Tea Bagan, P.O. Nagrakata, P.S. Nagrakata, PIN-735225, District Jalpaiguri, West Bengal, have lost the Original Deed of Assignment No. 3833 for the year 2013, registered at the office of the ADSR, Siliguri-II at Bagdogra, District Darjeeling (W.B.), relating to a residential flat bearing Unit No. UTR030204, being a residential unit measuring about 1580 sq.ft. (including super built-up area), being Flat No. 04 on the 2nd Floor, Tower- 3, along with one covered car parking space bearing No. 27 (T-3) measuring about 134 sq.ft., recorded in HIG - The Residency Complex, Uttorayon - The New Township situated within the jurisdiction of Matigara Police Station, District Darjeeling, West Bengal and to that effect, a General Diary has been lodged at Nagrakata Police Station, Nagrakata, vide GDE No. 111 dated.03.01.2026.

As per the client, the aforesaid deed has/have not been mortgaged with any bank or financial institution and the aforesaid property is free from all encumbrances. If any person/s has/have any claim regarding the aforesaid property, kindly contact the undersigned within 15 days. Also, if anyone finds the aforesaid Deed, then please contact the undersigned.

Sd/-
RAMAN AGARWAL, ADVOCATE
Office No.1 A, 2nd Floor, Goyal Plaza Lane Opp. Hotel Sachitra, Sevoke Road, Siliguri, Cell No. 9002037733

**কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৩/৬৭-২০২৫/কে/১৩৩৬ তারিখঃ ০২-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার নং. [illegible] আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] ... বায়না রাশিঃ [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনিয়র ডিইই/জি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের হাসি মুখে পরিষেবায়"

**আর্থওয়ার্কের অবশিষ্ট কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৫/ডিসেম্বর/১১ তারিখঃ ৩১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছেঃ টেন্ডার নং. সিই-সিওএন-কেকে-ইপিসি-২০২৫-০৯। কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) কাটিহার-কুমেদপুর দ্বৈতকরণ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ইপিসি মোডে কুরেথা-কুমেদপুর খণ্ডের মধ্যে কুমেদপুর স্টেশনের বিদ্যমান ১৬ টি কোয়ার্টার ভেঙে ফেলা, ১৬ টি টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ, কুমেদপুরে ০১ টি আইসোলেটেড পিএফ, পিপি শেডের, সমীপবর্তী পথের সঙ্গে চতুর্দিকের এলাকার নির্মাণ, ছোট সেতু/আরইউবি ৫ এ, ৬এ, ৬বি, ৯এ, ১১এ, ১১বি এবং ১১সি (বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত ডিএল উভয়ের জন্যে সেতু নং. ১১ সি) এর অবশিষ্ট কাজ, ১২.৪০০ থেকে ১৩.৬০০, ১৭.৮০০ থেকে ১৮.০০, ১৯.১০০ থেকে ২২.৫২০, ২৩.৭০০ থেকে ২৪.৫০০, ২৭.৯০০ থেকে ৩০.৩০০ কিলোমিটার পর্যন্তর মধ্যে (সর্বমোট ৮.০২ কিলোমিটার) সুরক্ষা কাজ এবং ফরমেশন, ব্ল্যাকেটিংয়ে আর্থওয়ার্কের অবশিষ্ট কাজের সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক রাশিঃ ১১২,৩০,৭৮,৭৬৪.৮০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৬,১৫,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"গ্রাহকদের প্রথম পরিষেবা"

**TENDER NOTICE**

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Construction/Repair/Up-gradation of Rural Roads** details of which are mentioned below, vide eNIT No. **WBSRDA/RR/21 of 2025-26 (1st Call).**

| Sl. No. | Name of the work | Amount put to Tender (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Mahason House to Sonorai Via Palihar FP School More. (Length : 2.000 Km) | 8170627 |

Details can be viewed in http://www.wbtenders.gov.in. on & from 07.01.2026 at 10:00 Hours. Last date for e-submission stands 20.01.2026 up to 17.00 Hrs for the aforesaid eNIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division


## আজ টিভিতে



খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ যমুনা ও প্রজাপতি রহস্য (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ রাবণ, বিকেল ৪.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, সন্ধে ৭.১৫ সংগ্রাম, রাত ১০.১৫ রংবাজ

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ জীবন নিয়ে খেলা, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ সূরয়া, সন্ধে ৭.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ প্রেমী

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ মা ভবানী মা আমার

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

**জি সিনেমা :** বেলা ১১.১৩ আতিশ : দ্য ওয়েপন, দুপুর ১.২৩ এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যান, বিকেল ৪.০৭ গদর-এক প্রেমকথা, সন্ধে ৭.৫৯ ভীমা, রাত ১০.৩২ দবং

**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.১৩ সাম্বা, দুপুর ১.৪১ ধরতীপুত্র, বিকেল ৪.২৪ গঙ্গাজল, সন্ধে ৭.৩০ কটিরা, রাত ১০.৪৯ ডি ব্লক

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি :** দুপুর ১২.৩৮ ম্যায় মেরি পত্নী অওর উওহ, ২.৫২ সেলফি, বিকেল ৫.১৮ সঞ্জু, রাত ৮.০০ মাদ্রাজ ক্যাফে, ১০.১৪ ইয়মলা পগলা দিওয়ানা ফির সে

**সোনি ম্যাক্স টু :** দুপুর ১.৩৬ রং, বিকেল ৪.৩৯ ময়দান-এ-জঙ্গ, রাত ১০.২৫ অভিমন্যু

**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড :** বেলা ১১.৫০ গুলাম-এ-মোস্তাফা, বিকেল ৩.১০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ করিশমা কালী কা

**শীতের গরম ধোঁয়া পর্ব**





শ্রাবণী দত্ত রাঁধবেন মেক্সিকান রাইস এবং চিংড়ি লেবুর সুপ। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**



মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা



সেলফি দুপুর ২.৫২ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাজকর্মে বাধা থাকলেও বিকেলের পর তা কেটে যাবে। কর্মসংস্থান বদলানোর আগে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। বৃষ : উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা আজ মিটতে পারে। কর্কট : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ভালো চাকরি পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ সাফল্য পেতে চলেছেন। সিংহ : ধর্মীয় কোনও কাজে অংশ নিয়ে আনন্দ পাবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কন্যা : বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য কেটে যাবে। ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যলাভ। প্রিয়জনের ব্যবহারে অপমানিত হতে পারেন। তুলা : সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসাপ্রাপ্তি। নার্ভ ও হার্টের সমস্যায় ভোগান্তি। ভুল সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বিরোধ, বিতর্ক হতে পারে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা সাফল্য পাবেন। ধনু : অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকে প্রচুর অর্থলাভের সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে মানসিক চাপ কমবে। প্রেমে শুভ। মকর : ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপে মানসিক চিন্তা বাড়বে। কুম্ভ : অতি চালাকিতে কোনও কাজ সমাধা করতে গিয়ে অপদস্থ হতে পারেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য পাবেন। মীন : বহুদিনের কোনও বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে আনন্দ। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ পৌষ, ৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২ পুহ, সংবৎ ৪ মাঘ বদি, ১৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।৩। বুধবার, চতুর্থী দিবা ১০।৪৭। মঘানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৭। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ১০।৫৪। বালবকরণ দিবা ১০।৪৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৩৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈরঋতে, দিবা ১০।৪৭ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৯।৪ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৪ গতে ৪।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪। ৭ মধ্যে নবশয্যাশনাদ্যুপভোগ শান্তিশ্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ১০।১ গতে ১১।২৮ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৪।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১১ গতে ৮।৫৭ মধ্যে ও ২।১ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৭ গতে ১০।৩২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজনীতির অন্তরাল

# দুর্দিনের কর্মী অভিমানে এখন সন্ন্যাসে

বামেদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি কুমারগ্রাম ব্লকে ফুটিয়েছিলেন ঘাসফুল। অন্য দল থেকে তৃণমূলে আসা নেতাদের জন্য এখন অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন। মিটিং, মিছিল বাদ দিয়ে তাই মন দিয়েছেন ব্যবসায়।

**নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

**কুমারগ্রাম, ৬ জানুয়ারি :** কট্টর বামপন্থী পরিবারের ছেলে হয়েও ছাত্রজীবন থেকে ডানপন্থী রাজনীতির প্রতি একটা আলাদা টান ছিল খোয়ারডাঙ্গার ধীরেশচন্দ্র রায়ের। আলিপুরদুয়ার কলেজে পা রেখে বাবলু করের সঙ্গে পরিচয়। তারপর মৃদুল গোস্বামীর সান্নিধ্যে আসা। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই দলটা করেন।

বিভিন্ন সময় সাংগঠনিক নানা পদে দায়িত্ব সামলে ২০১৯ সালে দলের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি হন। ছন্দপতন ঘটে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে। দল সুদয় নার্জিনারিকে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে ধীরেশ রাজনীতি থেকে একপ্রকার 'সন্ন্যাস' নেন। মিটিং, মিছিল, সভা ভুলে নিজের কাঠমিলের ব্যবসায় মন দেন।

বাম জমানায় তৎকালীন শাসকদলের নেতাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে স্রোতের প্রতিকূলে বুক চিতিয়ে ডানপন্থী রাজনীতি করতেন ধীরেশ। সেই সুবাদে ২০০১ সালে খোয়ারডাঙ্গা-১ ও ২ অঞ্চল আহ্বায়ক, ২০০২ সালে ব্লক সাধারণ সম্পাদক হন ধীরেশ। কঠিন লড়াই করে ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে খোয়ারডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথমবার তৃণমূলের তিন প্রার্থীর জয়লাভের কৃতিত্বও এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ধীরেশের। এরপর থেকে দলে তাঁর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ২০০৭ সালে ব্লক সহ সভাপতির দায়িত্ব পান। ২০০৮ সালে দলের টিকিটে ভোটে লড়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সিপিএম প্রার্থী তারামণি কার্জিকে হারিয়ে ফের নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

তাঁর নেতৃত্বে ২০১৩ সালে তৃণমূল নিরঙ্কুশ ভোটে জয়ী হয়ে খোয়ারডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে। সেবার তাঁর স্ত্রী বিউটি দেবনাথ রায় তৃণমূলের টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়ী হন। ২০১৮ সালে ব্লকের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট পদ পান। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর ভরাডুবির পর দায় স্বীকার করে দুলাল দে অব্যাহতি চাইলে দল ধীরেশকে ব্লক সভাপতির আসনে বসায়। এরপর ২০২৩ সালে দলের টিকিটে জয়ী হয়ে কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হন।

দুর্দিনে দলকে সময় দিয়েছেন। আর এখন তো দল ক্ষমতায় রয়েছে। তাহলে আচমকা রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন কেন? ধীরেশের সাফ জবাব, '২০১৬ সালে আরএসপি ছেড়ে মোহন শর্মার হাত ধরে তৃণমূলে আসেন বিপ্লব নার্জিনারি। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের রাশ তাঁর হাতে থাকায় আদি তৃণমূলের কেউই ভোটে লড়ার টিকিট পায়নি। অভিমানে আমার মতো

- বাম জমানায় শাসকদলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ডানপন্থী রাজনীতি করতেন ধীরেশ
- ২০০১ সালে তৃণমূলের খোয়ারডাঙ্গা-১ ও ২ অঞ্চল আহ্বায়ক, ২০০২ সালে ব্লক সাধারণ সম্পাদক হন ধীরেশ
- ২০০৮ সালে ভোটে লড়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তারামণি কার্জিকে হারান

দলের অনেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিল।'

আক্ষেপের সুর স্পষ্ট ধীরেশের গলায়। বললেন, 'দলে থেকে নব্য তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সংগঠনকে শক্তিশালী করা যায় না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো জেলা এবং ব্লক স্তরে সাংগঠনিক কাজকর্ম কেন হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না।' ২০২৪ সালের লোকসভায় জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার বুথে তৃণমূল ৯৩টি ভোট পেয়েছে। আর অঞ্চলে ৮ হাজার ভোটে পিছিয়ে। এই দায়ভার কার? দলকে কী দিয়েছেন নবাগত গঙ্গাপ্রসাদ? প্রশ্ন তুললেন ধীরেশ।

## জোড়া মৃত্যুতে হইচই, এসআইআর আতঙ্ক-যোগ

**প্রসেনজিৎ সাহা ও অমিতকুমার রায়**

**দিনহাটা ও হলদিবাড়ি, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার কোচবিহারে দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে। যদিও মৃতদের পরিবারের দাবি, এসআইআর আতঙ্কে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ফলিমারি এলাকায়। আরেক ঘটনা ঘটেছে হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পৃথক দুটি মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসু বলেন, 'যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। কিন্তু তাকে নিয়ে তৃণমূল যেভাবে রাজনীতি করছে তা কোনওভাবেই মানা যায় না।' পুলিশ দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

### কোচবিহার

ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ফলিমারির বাসিন্দা পেশায় গৃহশিক্ষক সুভাষচন্দ্র বর্মনের (৪৫) স্ত্রীর ২০০২ সালের নথিতে বাবার নামের পরিবর্তে তাঁর দাদার নাম নথিভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন থেকেই মানসিক চাপে ছিলেন সুভাষ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত তিনটে নাগাদ হঠাৎ সুভাষ শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিন সকাল হলে বাড়ির এক সদস্য সুভাষকে বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপর পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের বাবা শচীনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'ওর স্ত্রীর নথিতে 'সামান্য ভুল' ছিল। সেটি সংশোধনযোগ্য হলেও তা নিয়ে প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তা করত সুভাষ। এই ভাবনা থেকেই ছেলে এই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে।'

এদিকে, এসআইআর শুনানিতে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষিফার্ম সংলগ্ন এলাকার মলিন রায় (৫৬)। পরিবারের দাবি, সেই মানসিক অবসাদ সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন মলিন। পরিবার জানিয়েছে, ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে তাঁর নাম ছিল না, সেই কারণে এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন মলিন।

## আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বিজ্ঞপ্তি

# ১১২ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

**ভাস্কর শর্মা**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন সহ যাবতীয় কাজ পরিচালনার জন্য ফের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের তরফে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত বছরও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলেই প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। কোনও অভিযোগ না ওঠায় এবার বাকি স্কুলগুলিতেও এই নিয়োগ শুরু করতে চলছে ডিপিএসসি। স্কুলগুলির হাল ফেরাতে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'এর আগে আমরা ৫৫৫ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেছিলাম। তারপর নতুন শূন্যপদ তৈরি হয়। আগের কিছু পদও খালি ছিল। সব মিলিয়ে আমরা ফের ১১২ জনের মতো প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে চলছি। এই নিয়োগ হয়ে গেলে জেলার প্রায় সব স্কুল প্রধান শিক্ষক পেয়ে যাবে। নিয়োগে সব ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে।'

৫ জানুয়ারি থেকেই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর জন্য চাকরিরত শিক্ষকদের অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনকারী শিক্ষকদের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ থেকে ৩০ জানুয়ারির মধ্যে। সেখান থেকেই আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট সার্কেলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

এদিকে, ফের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হতে চলায় খুশি বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'নিয়মিত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আমরা খুশি। তবে আমাদের দাবি, আগে পুরোনো প্রধান শিক্ষকদের বদলি প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। তারপর নতুন করে স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। না হলে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি কৌশিক সরকারের মন্তব্য, 'অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এই নিয়োগে স্কুলগুলির পঠনপাঠন সহ যাবতীয় কাজকর্ম চালাতে সুবিধা হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৮৩৮টি প্রাথমিক স্কুল আছে। পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাত মোটামুটি ঠিক থাকলেও বেশিরভাগ স্কুলেই প্রায় নয় বছর ধরে প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। ফলে গত বছর প্রায় সাড়ে ৫০০ প্রধান শিক্ষক স্কুলগুলিতে নিয়োগ পান। এবার আবার ১১২ জন নিয়োগ হতে চলেছেন। ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে খবর।

- ৫ জানুয়ারি থেকেই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত
- চাকরিরত শিক্ষকদের অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
- আবেদনকারী শিক্ষকদের খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে ২১-৩০ জানুয়ারির মধ্যে

> এই নিয়োগ হয়ে গেলে জেলার প্রায় সব স্কুল প্রধান শিক্ষক পেয়ে যাবে। নিয়োগে সব ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে।
>
> – পরিতোষ বর্মন
> চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ

## কলেজে আলোচনাচক্র

**জয়গাঁ, ৬ জানুয়ারি :** জয়গাঁ ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে বহু বিষয়ে জ্ঞান প্রসঙ্গে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে পড়ুয়া এবং গবেষকদের মধ্যে একটি বহুল আলোচিত বিষয় হল 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বা বহু বিষয়ক শিক্ষা।' জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবিত এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি ভারতীয় চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের রূপরেখা তৈরি করেছে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, ন্যাক অধীনস্থ ইন্টারনাল কোয়ালিটি আসুরেন্স সেলের বিশিষ্ট সদস্য সরোজ কুমারী শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সেমিনার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ডঃ বিনয়কুমার প্যাটেল। সেমিনারটি মূলত একটি উদ্বোধনী অধিবেশন এবং দুটি কারিগরি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর সমকালীন সময়ে পরিবেশ ভাবনা প্রসঙ্গ উপনিষদ, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়। সিন্ধু সভ্যতা ও নগর পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়।

## চোলাই নষ্ট করল পুলিশ

**জটেশ্বর, ৬ জানুয়ারি :** ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরুগাঁও চা বাগান এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রায় ৫০ লিটার চোলাই খুচরোভাবে বিক্রি করা হত এলাকায়। মঙ্গলবার খবর পেয়ে সরুগাঁও চা বাগানে হানা দিয়ে সেই মজুত চোলাই নষ্ট করল জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন চোলাই নষ্টের পাশাপাশি এলাকার মানুষকে চোলাই পান না করার বিষয়ে সতর্ক করেন পুলিশকর্মীরা। এদিন চোলাই বাজেয়াপ্ত হলেও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি বলে জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব জানিয়েছেন।

## গ্রেপ্তার নাবালক

**গোপালপুর, ৬ জানুয়ারি :** মানব সরকার (৪৫) এবং যাদব সরকার (২৫)-এর খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ মঙ্গলবার এক নাবালককে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় পুলিশ এর আগে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। গতবছরের ২৫ ডিসেম্বর প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদের জেরে হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বালাসি এলাকায় কাকা (মানব) এবং ভাইপো (যাদব) খুন হন। এদিন ধৃত নাবালককে মাথাভাঙ্গা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে কোচবিহার জুভেনাইল হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

## সচেতনতা শিবির

**ফালাকাটা, ৬ জানুয়ারি :** ফালাকাটা কলেজে ছাত্র সপ্তাহ চলছে। মঙ্গলবার কলেজের সেমিনার রুমে পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে সাধারণ আইন বিষয়ে এক সচেতনতা শিবির হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুভাষচন্দ্র দাস, অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায়, অধ্যাপিকা গঙ্গামায়া তামাং, কণিকা আচার্য প্রমুখ।

## বিধাননগরে আটক নিরাপত্তারক্ষী

# ব্যাংকে ছররা গুলিতে জখম ৫

**সৌরভ রায় ও রাহুল মজুমদার**

**ফাঁসিদেওয়া ও বিধাননগর, ৬ জানুয়ারি :** নিরাপত্তারক্ষীর দোনলা বন্দুকের (১২ বোর ডিবিবিএল) ছররা গুলিতে জখম হলেন এক কিশোরী ও মহিলা সহ পাঁচজন। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বিধাননগরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায়। রক্তাক্ত হয় মেঝে। আতঙ্কের জেরে শুরু হয়ে যায় ছোটাছুটি। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র ও ঘোষপুকুর ফাঁড়ির বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মানিক রায় নামে সেই নিরাপত্তারক্ষীকে আটক করা হয়েছে।

প্রথমেই আহতদের উদ্ধার করে বিধাননগরের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে, পরিবারের সদস্যরা মেডিকেল থেকে তাঁদের শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এদিন বিকেলে আহতদের অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সোনালি নাগ (১৪), সোনালির মা মেরি নাগ (৩৭), মহম্মদ নুরুল হক (৩৫), সঞ্জিতা পাহান (৪১) এবং বিপ্লব সিংহ (৩০)। এসডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌমজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'জখমদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

আর পাঁচদিনের মতোই স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওই শাখায়। বেশ কয়েকজন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাকিরা বসে ছিলেন। দুপুর ১২টা ২০ নাগাদ ব্যাংকের ভেতরে বিকট শব্দ হয়। গ্রাহকরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েকজন আর্তনাদ করতে থাকেন। আহতরা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে শুয়ে ছিলেন। দেখা যায়, অধিকাংশের পা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তখন পাশেই মাটিতে পড়ে ছিল ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষীর দোনলা বন্দুকটি।

অভিযোগ, ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে চেয়ারের ওপর নিজের বন্দুকটি রেখেছিলেন মানিক। দাবি করা হচ্ছে, কোনও কারণে সেটা নীচে পড়ে যেতেই বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। ঘটনার পর ব্যাংক থেকে গ্রাহকদের বের করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মূল গেটটি। ওই শাখার ম্যানেজার ঋতঙ্কর সরকারের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'ব্যাংকের ভেতরে গুলি চলার ঘটনায় পাঁচজন জখম হয়েছেন।'

মানিককে আটক করেছে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই নিরাপত্তারক্ষী গ্রাহকদের সাহায্য করতে মাঝেমধ্যেই ভেতরে যেতেন। অথচ গেটে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের কথা তাঁর। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই নাকি এভাবে কাজ চলছে শাখাটিতে।

দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বললেন, 'প্রশিক্ষণ ছাড়া নিরাপত্তারক্ষীর হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিলে এমন ঘটবেই। কারও মৃত্যু হলে, দায় কে নিত? নিয়োগের আগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের পর তবেই বন্দুক সহ নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে।' এদিকে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের মানিক একজন প্রাক্তন জওয়ান।

বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার বিশ্বজিৎ দত্ত জানালেন, জখমদের বেশিরভাগেরই পায়ে গুলি লেগেছে। কিশোরী বাদে বাকি চারজনের গুরুতর অবস্থা। সুরিগছের বাসিন্দা মহম্মদ মোস্তাফার অভিজ্ঞতায়, 'ছেলে নুরুল টাকা তুলতে এসেছিল, তখনই ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছাই। বড় অঘটন হতে পারত।'

মহম্মদ সাইবুলের ভাইয়ের পায়ে গুলি লেগেছে। তাঁর দাবি, কী এবং কীভাবে ঘটনাটি ঘটল, তার দ্রুত তদন্ত শেষ হোক।

# উন্নয়নের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ বিধায়কের

**সুভাষ বর্মন**

ফালাকাটা, ৬ জানুয়ারি : ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এখন তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে তর্জা চরমে। এই গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। কয়েক মাস আগে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা বরাদ্দে যোগেন্দ্রনগর মৌজার নেপালিবস্তিতে একটি কালভার্ট তৈরি হয়। কিন্তু সেই কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা তৈরি হয়নি। করা হয়নি গার্ডওয়াল। মঙ্গলবার সেই কালভার্ট দেখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মন। কাজ না করে সেই টাকা কাটমানি হিসেবে শাসকদলের নেতাদের পকেটে ঢুকেছে বলে তাঁর অভিযোগ। এদিকে, বিধায়কের উন্নয়ন শূন্য বলে পালটা সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'ওখানে আগে কাঠের ভাঙাচোরা একটি সেতু ছিল। বিধায়ক বিজেপির। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতও বিজেপির দখলে। অথচ সেই কালভার্টের কাজ কেউ করেনি। তাই জেলা পরিষদ থেকে কালভার্ট করা হয়। সংযোগকারী রাস্তা ও গার্ডওয়ালের কাজও হবে।' এদিকে বিধায়কের বক্তব্য, 'কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা ও গার্ডওয়াল হয়নি। সেই টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে ঢুকেছে। এজন্য ওই কালভার্ট মানুষের কাজেই লাগছে না। ছোট চার চাকার গাড়িও যেতে পারছে না।' তবে বিধায়কের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগে মনোরঞ্জন দে বলেন, 'বিধায়ক তো পাঁচ বছরে কোনও

*কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা নেই। দেখাচ্ছেন বিধায়ক দীপক বর্মন।*

উন্নয়নমূলক কাজই করেননি। তাই পূর্ব কাঁঠালবাড়ির মানুষ এবার বিজেপির বিপক্ষে।'

ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব কাঁঠালবাড়িই হল পদ্মের শক্তঘাঁটি। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পিছিয়ে যাওয়ায় ফালাকাটায় হারতে হয়েছিল তৃণমূলকে। তাই এবারের বিধানসভা ভোটে যাতে সেখানে ভোট বাড়ে, সেজন্য জেলা পরিষদ থেকে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির গিরিয়া সেতুর কাজের সূচনা হয়। তার আগে নেপালিবস্তির এই কালভার্ট তৈরি হয়। কিন্তু এখানে সেই কালভার্ট নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা শ্যাম শর্মা বলেন, 'ক'দিন আগে গ্রামে এক বাড়িতে আগুন লাগে। ফালাকাটার দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। কিন্তু কালভার্টের সংযোগকারী রাস্তা না থাকায় গাড়িটি সেই বাড়িতে পৌঁছোতে পারেনি। এরকম অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে।'

এদিকে স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকদের বক্তব্য, বিধায়ক শুধু মুখে বড় বড় কথা বলছেন। বাস্তবে তিনি তো পাঁচ বছরে কোনও কাজই দেখাতে পারেননি। স্থানীয় তৃণমূল নেতা ধনঞ্জয় বর্মনের মন্তব্য, 'জেলা পরিষদ থেকে তবু তো কালভার্ট তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিধায়ক কোনও কাজই তো করলেন না।' দু'পক্ষের এই তর্জায় এবারের ভোটে পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে কার ফায়দা হয়, সেটাই এখন দেখার।

বক্সা বার্ড ফেস্টিভালে পাখিদের ক্যামেরাবন্দি করছেন ফোটোগ্রাফাররা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

# পাখি উৎসবে ‘ভিলেন’ কুয়াশা

## হতাশ পক্ষীপ্রেমীরা

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** সকালের আকাশে থাকছে ঘন কুয়াশা। সূর্যের দেখা মিলছে সকাল এগারোটার পর। কয়েকদিন ধরে আলিপুরদুয়ারের আবহাওয়া এমনই থাকছে। এর মাঝে মঙ্গলবার থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভে শুরু হল অষ্টম বর্ষ পাখি উৎসব। ৯ তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। কিন্তু এবছর উৎসবের সবথেকে বড় ‘ভিলেন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই ঘন কুয়াশা। পাখি উৎসবে শামিল বিভিন্ন রাজ্যের পাখিপ্রেমী, বিশেষজ্ঞ, এমনকি বনকর্তারাও একই কথা বলছেন। কুয়াশা থাকলে পাখি দেখতে সমস্যা হবে, এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও সে কথা বারবার শোনা যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে জয়ন্তীতে উৎসবের উদ্বোধন হয়। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দা, স্কুল পড়ুয়া, পর্যটক গাইড এবং বনকর্মীরা মিলে শোভাযাত্রা করেন। এরপর মূল পর্বের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় জয়ন্তী ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল (ওয়াইল্ডলাইফ) সন্দীপ সুন্দ্রিয়াল, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার কুমার বিমল, বক্সা টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর অপূর্ব সেন, অতিরিক্ত জেলা শাসক আদিত্য বিক্রম মোহন হিরানি সহ বিভিন্ন বন বিভাগের ডিএফও-রা। উৎসবের বিষয়ে সন্দীপ বলেন, ‘এবছর ১৫ জন বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি উৎসবে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন। সবাই মিলে জঙ্গলে ঘুরে পাখির বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তথ্য তালিকাভুক্ত করবেন।’

- পাখি দেখার আদর্শ সময় ভোরবেলা এবং বিকেলবেলা
- সকালের দিকে কয়েকদিন ধরে ঘন কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে যাচ্ছে
- বার্ড ফেস্টিভালের চারদিন তাই কীরকম পাখি দেখা যাবে, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়

বক্সায় এবছর মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাখিপ্রেমীরা এসেছেন উৎসবে শামিল হতে। বক্সার চারটি রুটে পাখি দেখতে নিয়ে যাওয়া হবে সবাইকে। চারদিনে বক্সায় ৩০০ পাখি দেখা ও সেটার তথ্য নথিভুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর, তবে কুয়াশার কারণে সেটা কতটা সফল হয়, সেটাই দেখার।

এদিন পুনে থেকে আসা পাখি বিশেষজ্ঞ কবিতা বান্দি বাইরাকারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বক্সায় তাঁর এবারই প্রথম। এই জায়গাটি সম্পর্কে অনেক শুনেছেন। অনেক পাখি দেখতে পারবেন, এমনটাই ভেবে এসেছিলেন। কিন্তু আবহাওয়া দেখে একটু হতাশই হয়ে পড়েছেন। তাঁর কথায়, ‘এদিন সকালে যে রকম কুয়াশা ছিল, সেরকম থাকলে মুশকিল হবে। কারণ খুব সকালে এবং বিকেলে ভালো পাখি দেখা যায়। সেই সময়টা কুয়াশায় ঢাকা থাকলে কাজটা কঠিন হবে।’

কুয়াশায় পাখিদের শব্দ শুনে সেটাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সেটার ছবি তুলতে না পারলে পাখি চিহ্নিত করা মুশকিলের। অন্যদিকে, উৎসবে শামিল রায়পুরের ম্যারি অনুজা এক্কা বললেন, ‘আমরা উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন পাখি দেখেছি। বক্সায় নতুন ধরনের কিছু পাখি দেখতে পারব বলে আশা করছি। দেখি কতটা কী হয়, আবহাওয়া কতটা সঙ্গ দেয়।’ উৎসবের চারদিন বন দপ্তরের তরফে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি পাখি নিয়ে পাওয়া তথ্য নিয়ে চলবে আলোচনা।

## সমাবেশ

**কালচিনি, ৬ জানুয়ারি :** ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের তরফে নানা দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতার রানি রাসমণি রোডে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। ওই সমাবেশে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির ১৫ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জেলা সম্পাদক গোবিন্দ মারান্ডি বলেন, ‘কালচিনি ব্লকে কলেজ নির্মাণ, লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে উন্নীত করা, রাজ্যজুড়ে ভুয়ো তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র বাতিল করা সহ একাধিক দাবি সমাবেশে তুলে ধরা হয়েছে।’

## সচেতনতা

**মাদারিহাট, ৬ জানুয়ারি :** শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে মঙ্গলবার মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলে ছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক ক্লাস করানো হয়। এসেছিলেন বালুরঘাটের অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনের ভূগোলের শিক্ষক তুহিনশুভ্র মণ্ডল। তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে সৌরশক্তি, গাছপালা, জলজ প্রাণী, জীববৈচিত্র্য, জলসংকট, বৃষ্টির জল ধরে রাখা, প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক দিক ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।

## সমবেদনা

**পলাশবাড়ি, ৬ জানুয়ারি :** গত ৩১ ডিসেম্বর বাড়িতে আগুন লেগে জখম হন পূর্ব কাঁঠালবাড়ির ব্যাংডাকি গ্রামের বৃদ্ধা গায়ত্রী রাই। পরে তিনি মারা যান। গত সোমবার ওই বাড়িতে এসেছিলেন ফালাকাটার বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই বাড়িতে আসেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়। ওই বৃদ্ধার দুই ছেলে পরিযায়ী শ্রমিক। দুজনই এখন বাড়িতে রয়েছেন। সুভাষ এদিন পরিজনদের সমবেদনা জানান।

## পরিবর্তন সভা

**সোনাপুর, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকের বীরপাড়ায় বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন সভা করা হয়। এই পথসভায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিজেপির নেতারা। এমনকি রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের ডাকও দেওয়া হয়। কনভেনার লক্ষ্মীকান্ত সরকার, বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সাধন সাহা প্রমুখ।

## বৈঠক

**পলাশবাড়ি, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিলে বৈঠক করে বিজেপির যুব মোর্চা। মেজবিল রাসমেলার মাঠেই এই বৈঠক হয়। সেখানে যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রুপন দাস উপস্থিত ছিলেন।

### ত্রাহি ত্রাহি রব তৃণমূলে, বিজেপির ভূমিকায় প্রশ্ন

# রাতভর অবস্থানে শ্রমিকরা

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও প্রণব সূত্রধর**

**বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** এ যেন বামপন্থী ছাঁচে অরাজনৈতিক বিক্ষোভ। সোমবার রাতভর জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে খোলা আকাশের নীচে শ্রমিক আন্দোলনের সাক্ষী থাকল জেলা শহর আলিপুরদুয়ার। আন্দোলনকারীদের মুখে প্রতিবাদের গান। বাজছে ধামসা-মাদল। রাতটা নিজের অফিসেই জেগে কাটালেন জয়েন্ট লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস। বিনিদ্র পুলিশ। মঙ্গলবার সারাদিন আন্দোলন চালিয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত শ্রমিকরা বসেছিলেন ডুয়ার্সকন্যা চত্বরে। তাঁদের সঙ্গে সেই সময় দেখা করেন সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে প্রমুখ। তাঁরা ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বকেয়া প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে মেরিকো টি কোম্পানির পাঁচ বাগানে বকেয়া মজুরি নিয়ে সমস্যা মেটাতে সোমবার ডুয়ার্সকন্যায় ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে গেলে শ্রমিকরা ডুয়ার্সকন্যার সামনে অবস্থানে বসেন। হাড়কাঁপানো শীতে শ-খানেক শ্রমিক সোমবারের রাত কাটান। মেঘনা ওরাওঁ (৫৩) নামে হান্টাপাড়ার এক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা শাসক আর বিমলাকে শ্রমিকরা বকেয়া মজুরি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে টাকা জমার দাবি জানান। সন্ধ্যায় জয়েন্ট লেবার কমিশনার বলেন, ‘মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। তবে এখনও সুখবর পাইনি।’

ডুয়ার্সকন্যার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অন্যদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিটিডব্লিউইউ-এর নেতারা দেখা করেননি। অবশ্য কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা শ্রমিকদের সঙ্গে বসে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন বলে জানান বিটিডব্লিউইউ-এর সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা। অরাজনৈতিক মোড়কে শ্রমিকরা আন্দোলন করার কথা বললেও আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে সিটু এবং সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন। সোমবার রাত ১২টা নাগাদ খোলা আকাশের নীচে বসে থাকা শ্রমিকদের মাথার ওপর টাঙানোর জন্য কয়েকটি পলিথিন শিট, লেপ, কম্বল, তোষক জোগাড় করে সিটু। সোম এবং মঙ্গলবার রাতে খিচুড়ি এবং মঙ্গলবার দুপুরবেলা ডিমভাত খাওয়ানো হয় শ্রমিকদের।

পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাবুল লামা, কমিটির সদস্য অনুরাধা তলোয়ার, ক্রিশ্চান খাড়িয়া, বিনয় কেরকেট্টারাও আন্দোলনে অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ গুন, চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নৃপেন খাসনবিশ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শংকর দাসরা। এদিকে, মঙ্গলবার বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক আফসারা খাতুন অভিযোগ করেন, সোমবার ডুয়ার্সকন্যায় গিয়ে আন্দোলন করায় তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। মঙ্গলবার ডুয়ার্সকন্যার সামনে চা শ্রমিক জুলিতা ওরাওঁ বলছিলেন, ‘কাজ করেছি। প্রাপ্য টাকা আদায়ে রাতভর সরকারি অফিসের সামনে বসে থাকতে হবে ভাবিনি।’ গত ডিসেম্বরে বীরপাড়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের অফিসের সামনে বকেয়া মজুরির দাবিতে পাঁচদিনের শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেন সিটু পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির নেতারা। ডুয়ার্সকন্যার সামনেও আন্দোলনে সমর্থন জোগাচ্ছে সংগঠন দুটি।

এদিকে, একদিকে বকেয়া মজুরি ইস্যুতে মেরিকো নিয়ে প্রবল চাপে তৃণমূল। তার ওপর মাথাচাড়া দিয়েছে সিটু। ফলে ত্রাহি ত্রাহি তৃণমূলে। মঙ্গলবার মাদারিহাটে আইএনটিটিইউসির সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল বকেয়া মজুরি ইস্যুতে শ্রমিক আন্দোলন। রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা এনিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।

প্রশ্ন বিটিডব্লিউইউ-এর ভূমিকা নিয়েও। এতদিন চা বাগান নিয়ে তৃণমূলকে লাগাতার তোপ দাগলেও মেরিকোর বাগানগুলিতে বকেয়া মজুরি ইস্যুতে আন্দোলনে বিটিডব্লিউইউ-এর সক্রিয়তা নেই। চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও দলীয় কাজের অজুহাতে সোমবারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক এড়ান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ। রাজেশ অবশ্য বলছেন, ‘মেরিকো নিয়ে আমরাই প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলাম। ডুয়ার্সকন্যার সামনে আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি নামে একটি রেজিস্ট্রেশনবিহীন সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছে। শ্রম দপ্তর ওদের বৈঠকেও ডাকেনি। আন্দোলনে অংশগ্রহণে এটাই সমস্যা।’

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চালকের আসনে।। শিলিগুড়ির পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির সংহতি মোড় এলাকায় ছবিটি তুলেছেন চিত্রা রায়।

## ডোবা, নালায় আবর্জনার স্তূপ শিশুবাড়িতে

**রাঙ্গালিবাজনা, ৬ জানুয়ারি :** আবর্জনা জমছে, কিন্তু সাফাই নেই। এই নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়িতে। চৌপথি, বাজার সর্বত্রই আবর্জনার স্তূপ। নিকাশিনালা, ডোবা, আবর্জনার জন্য মজে গিয়েছে। অথচ আবর্জনা ফেলার জন্য বীরপাড়ার কাছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরিতে কমবেশি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ধাপের কাজ এখনও হয়নি। এদিকে, শিশুবাড়ি সহ রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার আবর্জনা ওই প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন আগে দুটি টোটোরিকশা কেনা হয়েছিল। তবে প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় টোটো দুটি ব্যবহার হচ্ছে না।

রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুবাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। হাটের আবর্জনা অনেকসময় নিকাশিনালায় ফেলা হয়, অভিযোগ স্থানীয়দের। সাফাই না করায় আবর্জনা জমে নালা দিয়ে জলনিকাশি বন্ধ হয়ে যায়। শিশুবাড়ির মাঠপাড়ায় প্রতি বর্ষায় নিকাশিনালা উপচে বাড়ি বাড়ি জল ঢোকে। এলাকার বাসিন্দা বীথিকা কর, অঞ্জলি সূত্রধররা জানিয়েছেন, আবর্জনায় নালা মজে যাওয়ায় বৃষ্টির জল বেরিয়ে যেতে পারে না। একই সমস্যা শিশুবাড়ি চৌপথিতেও। খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার সামনে একটি ডোবা রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা মিঠু হোসেন বলেন, ডোবাটি ওয়াকফ সম্পত্তি। অবশ্য সেটি আমাদের পরিজনদের নামে পাট্টায় দেওয়া রয়েছে। স্থানীয়রা বছরের পর বছর আবর্জনা ফেলছেন। এজন্য ডোবাটি মজে গিয়েছে। মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নুর আলম আহমেদ বললেন, প্রশাসন ডোবাটি মাদ্রাসার দায়িত্বে দিলে তারজালির বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে। আবর্জনা ফেলাও বন্ধ করা হবে।

**পঞ্চায়েতকর্মী এসআইআরের কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রক্রিয়ায় একটু দেরি হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি চালু হবে।**

**বাবলি রুসদাঁ**
*পঞ্চায়েত প্রধান*

## খড়ে আগুন

**সোনাপুর, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার খড়ের গাদায় আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মনেয়ারপুল এলাকায়। এদিন ওই এলাকায় হঠাৎ খড়ের গাদায় আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত জল দিয়ে আগুন নিভিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। ওই সময় আগুন না নেভানো হলে বড় বিপদের আশঙ্কা ছিল।

## ঋতব্রতর বৈঠক

**মাদারিহাট, ৬ জানুয়ারি :** চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার মাদারিহাটের জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে বৈঠক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, সংগঠনের জেলা কার্যনির্বাহী সভাপতি নকুল সোনার প্রমুখ।

নকুল জানান, এদিন তাঁদের সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। শ্রমিকদের নিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চালু আছে, অথচ শ্রমিকদের হাজিরা দেওয়া হচ্ছে না এমন ১৪টি চা বাগানের মালিকদের চিঠি দেওয়া হবে। তবে কোনওটার তারিখ ঠিক করা হয়নি। এছাড়া বিধানসভা ভোট নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

## পুলিশের অভিযান

**কামাখ্যাগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল পুলিশ। হেলমেট ও বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বাইক চালানোর অভিযোগে পাঁচজনের কাছ থেকে ট্রাফিক ফাইন আদায় করা হয়। পাশাপাশি মদ্যপ অবস্থায় জনসমক্ষে ঘোরাফেরার অভিযোগে দুজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ওসি সুবিমল বর্মন বলেন, ‘পথ নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই অভিযান নিয়মিত চালানো হচ্ছে।’

## রাস্তার কাজের সূচনা

**ফালাকাটা, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার ফালাকাটার ভুটনিরঘাটে পথশ্রী প্রকল্পে পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হয়। এদিন ফিতে কেটে কাজের সূচনা করেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়। রাস্তাটি ভুটনিরঘাটের প্রধানপাড়া প্রাইমারি স্কুল থেকে জটেশ্বর মোড় পর্যন্ত তৈরি হবে। গোটা রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় দু'কিমি। এজন্য অর্থবরাদ্দ হয়েছে ৯৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।

# আড়াই লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত

**ফালাকাটা, ৬ জানুয়ারি :** উদ্দেশ্য ছিল বাইকে করে কোচবিহার থেকে মালদায় গাঁজা নিয়ে যাওয়া। এর জন্য রুট হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ফালাকাটা শহরকে। কিন্তু ফালাকাটার পুলিশ যে ওঁত পেতে ছিল, সে খবর ছিল না পাচারকারীদের কাছে। অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে ফালাকাটা শহরের ফরেস্ট কলোনি থেকে গাঁজা পাচারের সময় ৪ তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তাদের থেকে বাইক, মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, ‘আমাদের কাছে গোপন খবর ছিল, কয়েকজন তরুণ ফালাকাটা হয়ে গাঁজা পাচার করতে যাবে। সেইমতো আমাদের সাদা পোশাকের পুলিশ তৈরি ছিল। ধৃতদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়া তিনটি বাইক এবং চারটি মোবাইলও মিলেছে।’

সোমবার রাতে ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে এসআই সন্দীপন মিত্র, এসআই সুমিষ্ট বর্মন এবং এএসআই তাপস রায়ের নেতৃত্বে সাদা পোশাকের পুলিশ ফরেস্ট কলোনিতে মোতায়েন ছিল। ধৃতদের নাম সুজন বর্মন (৩০), চিত্তরঞ্জন বর্মন (৩২), সুশান্ত বর্মন (৩৩) এবং নবীন মজুমদার (৩৮)। চারজনেরই বাড়ি কোচবিহারের কোতোয়ালি থানা এলাকায়। বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

### বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের দুর্ভোগ শেষ হয়নি

# কনকনে শীতে তাঁবুতে বাস

**শুভাশিস বসাক**

**ধূপগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** গধেয়ারকুঠির বিধ্বস্ত এলাকায় এখনও গভীর গর্ত হওয়া জায়গায় মাটি ভরাট করেনি প্রশাসন। বাড়ি তৈরির টাকা পেয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পেলেও ওই টাকায় মাটি ভরাট করলেই সব টাকা শেষ হয়ে যাবে। তাই বাড়ি আর তাঁরা তৈরি করেননি। কনকনে শীতে এখনও তাঁবু খাটিয়েই রয়েছেন তাঁরা। সারাদিন কাজকর্ম শেষে ভেলায় করে তাঁবুতে ফিরছেন বিধ্বস্ত এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা চম্পক নাগের কথায়, ‘বন্যার জলে এলাকায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে মাটি সরে গিয়েছে এবং প্রশাসন সেটা ভরেও দেবেও বলেছে। কিন্তু এখনও তা করেনি। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও সুরাহা হয়নি।’ গত ৫ অক্টোবর ধূপগুড়ির ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ি, কুল্লাপাড়া, হোগলাপাতা এলাকা জলঢাকার জলে প্লাবিত হয়েছিল। তারপর প্রায় তিন মাস পার হয়ে গেলেও অনেকেই এখনও বাড়িঘর তৈরি করে উঠতে পারেননি। কনকনে শীতে সন্তানদের নিয়ে তাঁবুতে কাটানো সুশীল নাগের কথায়, ‘কবে সব স্বাভাবিক হবে, তা জানি না। তবে দ্রুত মাটি ভরাট করে দিলে বাড়ি তৈরি করে নিতাম। মাটির গর্তে জল জমে থাকায় ভেলায় যাতায়াত করতে হচ্ছে অনেককেই।

গর্তের জলে ভেলায় পারাপাড়। গধেয়ারকুঠিতে।

আলো নাগ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, ‘ক্ষতিপূরণের যে টাকা ঢুকেছে, ওই টাকায় মাটি ভরাট করলে তো আর বাড়ি তৈরির টাকাই থাকবে না। বাড়ি তৈরি করতে না পেরে তাঁবু খাটিয়ে এখনও থাকতে হচ্ছে। আর তাঁবুতে ফিরতে গর্তের জমা জল কনকনে শীতে ভেলায় পারাপার হতে হচ্ছে।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, তাঁবুর ভিতরে মাটির ওপরে কম্বল এবং কাঁথা পেতে শীতে কাঁপছেন মানুষজন। প্রত্যেকেই জানালেন, অনেক জায়গা থেকে, এমনকি প্রশাসনও শীতবস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু যে কনকনে শীত পড়েছে, তাতে তাঁবুতে রাত কাটানো যাচ্ছে না। দিনভর বাইরে কাজ করে বাড়ির পুরুষরা যখন এলাকায় ফিরছেন, তাঁদেরও তাঁবুতে ফেরার জন্য একমাত্র ভরসা ভেলা। এভাবে আর কতদিন চলবে, তাঁরা জানেন না। গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় রায় বলেছেন, ‘সবই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরাই তালিকা তৈরি করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। এতে সমস্যা থাকার কথা নয়।’

সভ্যতার অকারণ কোলাহল এখনও সরস্বতী বনবস্তির গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি। আলো-আঁধারের জীবনে এখানে সহাবস্থান শেখায় মানুষ-বুনো দু'পক্ষই।

# আতঙ্ক ও রোমাঞ্চ যেখানে মেশে

বনবাড়ির গল্প

**শুভদীপ শর্মা**

**লাটাগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** গ্রামের সরু কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে কয়েক বছর আগে। তাতে আধুনিক সভ্যতার কোলাহল এখনও পুরোপুরি ঢুকে পড়তে পারেনি এই জনপদে। লাটাগুড়ি নেওড়া মোড় থেকে একটি সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে যে সবুজ ঘেরা ছোট্ট গ্রাম চোখে পড়বে সেটাই সরস্বতী বনবস্তি। মানুষের বসতি আর জঙ্গল এখানে এতটাই কাছাকাছি যে প্রায় প্রতিদিনই মুখোমুখি হয় মানুষ ও বন্যপ্রাণীরা। যখন-তখন গ্রামে ঢুকে পড়ে হাতি, গন্ডার কিংবা বাইসনের দল। দুই পক্ষের এই সহাবস্থান কখনও রোমাঞ্চকর, কখনও আতঙ্কের। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে বনবস্তিবাসীর কাছে কখনো-কখনো এই বুনোদের হানা নিছকই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ।

এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নেওড়া নদী। মাল মহকুমার মেটেলি ব্লকের অন্তর্গত ওই জায়গাটির একপ্রান্তে রক্তিম সূর্যাস্ত যেমন চোখ জুড়িয়ে দেয়, তেমনই লাটাগুড়ির জঙ্গলের শাল-সেগুন গাছের ফাঁক দিয়ে নতুন ভোরের প্রথম সূর্যের আলো রোজ ছুঁয়ে যায় বনবস্তির ঘরবাড়িগুলিকে। গ্রামে ঢোকার আগে দু'পাশে চোখে পড়ে কয়েকটি রিসর্ট ও হোমস্টে। মোট ৭০টি পরিবার মিলে বনবস্তিতে বাস করেন ২৫০ জন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হয় চাষাবাদ করেন তা না হলে যোগ দেন চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে। এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এলাকাবাসীর দাবি সেটি মোটেই নিরাপদ নয়।

সরস্বতী বনবস্তি।

এক স্থানীয় বাসিন্দা সোমরা ওরাওঁ জানান, কমবেশি পাঁচবার হাতির দল স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়েছে।

বনবস্তির বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এমনকি সামান্য চা-বিস্কুট জোগাড় করতেও প্রায় এক কিলোমিটার দূরে লাটাগুড়ির নেওড়া মোড়ে যেতে হয়। লড়াই এখানে মানুষের জীবনের অঙ্গ। সঙ্গে আছে বুনোদের উৎপাত। মাসখানেক আগে একটি দাঁতাল বনবস্তির বাসিন্দা ভিনশে ওরাওঁয়ের বাড়ির উঠোনে হানা দিয়েছিল। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ভিনশে। তবে জিজ্ঞাসা করতেই হাসিমুখে বললেন, ‘এটি কোনও নতুন ঘটনা নয়। গ্রামে সাত থেকে সত্তর সকলেই কোনও না কোনওদিন বুনোর সামনে পড়েছেন। তবে কারও প্রাণহানি হয়নি।’

তবে ইদানীং গরুমারাকে কেন্দ্র করে বনবস্তির আশপাশের এলাকায় পর্যটনের প্রসার ঘটেছে। শীতের মরশুমে কাছাকাছি থাকা রিসর্ট ও হোমস্টেগুলিতে ভিড় বাড়ছে। ঘুরতে ঘুরতে বনবস্তির যে কোনও রাস্তায় চোখে পড়ে যেতে পারে ময়ূর। আবার আকাশজুড়ে উড়ে বেড়ায় রঙিন ডানার ধনেশ পাখি। তবে কোলাহল, মানুষের উচ্ছ্বাস সবই কেবল দিনের বেলায়। সন্ধ্যা নামলেই সেখানে যেন সময় থমকে যায়। পূর্ণিমার আলোয় গ্রাম কিছুটা আলো ফিরে পেলেও অমাবস্যায় আবার ঢাকে অন্ধকারে। প্রকৃতি, পর্যটন ও সংগ্রাম, সব মিলে বনবস্তিটি যেন রোজ লেখে সহাবস্থানের গল্প।

## ছাত্রীর মৃত্যু

স্কুলে যাওয়ার পথে সোনারপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর। দিদির স্কুটারে চেপে স্কুলে যাচ্ছিল সে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ুয়া ও তার দুই দিদি পুকুরে পড়ে যান।



## মোল্লা গ্রেপ্তার

সন্দেশখালিতে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত মুসা। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তারি বেড়ে দাঁড়াল ১৩।



## হুঁশিয়ারি

অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীদের পেনশন সহ অবসরকালীন সুযোগসুবিধায় কোপ পড়লে আন্দোলন হবে, হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী সহ রাজ্যের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন।



## আপত্তি নেই

ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজো দেওয়া নিয়ে আপত্তি নেই বলে জানালেন মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বললেন, 'প্রভাব খাটালে আমরা প্রতিবাদ করব।' মঙ্গলবার সভা এলাকা পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা।

# ১৩ বছরে কলকাতায় শীতলতম জানুয়ারি

**রিমি শীল**

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি : শীতকাল মানেই এক অদ্ভুত নস্ট্যালজিয়া। তবে এবার শীতের দাপটে সমতলেই এখন পাহাড়ের অনুভূতি। কলকাতায় এই শীতে যতটা পারদপতন হয়েছে, তা ১৩ বছর আগের পরিস্থিতি মনে করাচ্ছে। গত ১৩ বছরে কলকাতায় শীতলতম জানুয়ারি এটাই। ভরদুপুরেও হিমেল হাওয়া কাঁপুনি ধরাচ্ছে। তার সঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট বিকেলের আকাশকেও ঢেকে রেখেছে। সবমিলিয়ে ছুটির আমেজে শীতের ধাক্কায় জবুথবু আমজনতা। ১৮৯৯, ১৯৬৫ ও ২০১৩ সালের পর ফের রেকর্ড পারদপতন হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। গোটা রাজ্যজুড়ে উত্তর-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ ও হিমেল হাওয়ার কারণে চলতি বছরের জানুয়ারি রেকর্ড ভাঙতে চলেছে বলে মত তাঁদের। তবে 'ভিলেন' যেন পশ্চিমীঝঞ্ঝা। অন্যান্য বছরের মতো এবছর তার এখনও আগমন ঘটেনি। যা শীতের অনুভূতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে সবমিলিয়ে দূষণ এবং তার জেরে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতাকে নেপথ্য কারণ হিসেবে দুষছেন পরিবেশবিদরা।

নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই জাঁকিয়ে বসেছে ঠান্ডা। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। আবহবিদদের মতে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১১ ডিগ্রি, ২০১২ সালে ডিসেম্বরে ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। তবে ২০১৩ সালে ৯-এর ঘরে নেমেছিল তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'এর আগে ১৯৬৫ সালে কলকাতায় ৭-এর ঘরে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল। ১৮৯৯ সালেও এমনই তাপমাত্রা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, পশ্চিমীঝঞ্ঝা এখনও পর্যন্ত আসেনি। শীতকালে ভূমধ্যসাগরের উপর উৎপন্ন এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে না পড়ার ফলে রাজ্যে শীত জাঁকিয়ে বসেছে।'

আবহবিদ মলয় বোস রায়চৌধুরী বলেন, 'মূলত উত্তর-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ দোসর হয়ে উঠেছে। সোমবার থেকে বঙ্গোপসাগরের বুকে নিম্নচাপ জন্ম নিয়েছে। সমগ্র স্থলভাগের হাওয়া নিজের দিকে নিয়ে বাংলার দিকে ছুড়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি। যার ফলে আরও পারদ নামছে রাজ্যে।' এখনও কনকনে শীত আরও চারদিন থাকবে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। এদিনই বীরভূমের সিউরি ও শ্রীনিকেতন উভয় জায়গাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.২ ডিগ্রি, নদিয়ায় ৮ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ৭ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৭.৮ডিগ্রি, বর্ধমানে ৭.২ ডিগ্রি, আসানসোলে ৮.৮ ডিগ্রি, পুরুলিয়ায় ৭ ডিগ্রি, ক্যানিংয়ে ১০ ডিগ্রি, দিঘায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইতিমধ্যেই পূর্ব বর্ধমানে বৃহস্পতিবার সকাল ও বীরভূমে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বাভাবিকের চেয়ে ৪.৫ ডিগ্রি বা তারও কম থাকতে পারে কলকাতা সহ একাধিক জেলায়। পরিবেশবিদদের মতে, শীতের কুয়াশা, দূষণ, কম তাপমাত্রা ও স্থির বাতাস বায়ু দূষণকে বাড়িয়েছে। পরিবেশবিদ সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, 'লা নিনা এফেক্ট দেশজুড়ে রয়েছে। এছাড়াও জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতাও নেপথ্যে রয়েছে।' পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের মতে, 'পরিবেশের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপ না কমালে রক্ষা নেই।'



উফ কী ঠান্ডা... মঙ্গলবার মল্লিকঘাটে। - দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

- ১৮৯৯- ৭ ডিগ্রি
- ১৯৬৫- ৭ ডিগ্রি
- ২০১২- ১০.৯ ডিগ্রি
- ২০১৩- ৯ ডিগ্রি
- ২০২৩- ১১ ডিগ্রি



মঙ্গলবার সাগর থেকে কলকাতা রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী। - পিটিআই

## সুপ্রিম কোর্টে মামলা ডেরেকের

# এসআইআরে আইটি সেলের অ্যাপ : মমতা

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নবনীতা মণ্ডল**

**গঙ্গাসাগর ও নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি** : নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি পক্ষপাতিত্ব ও প্রযুক্তিগত কারচুপির অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে তৃণমূলনেত্রী বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিজেপির আইটি সেলের অ্যাপ ব্যবহার করকছে। এটা মারাত্মক অন্যায়। জ্যান্ত মানুষকে মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।' এর আগে মমতা সোমবার নজিরবিহীনভাবে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার এবং প্রয়োজনে নিজেই সওয়াল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তাঁর ওই গর্জনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এসআইআর সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সুপ্রিম কোর্টে একটি নতুন মামলা দায়ের করেছেন। ১৫ জানুয়ারি বাংলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকার জন্য দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা। আইনজীবী মহল সূত্রে জানা গেছে, এটি ডেরেকের আগেই করা মামলার সঙ্গে যুক্ত একটি নতুন ইন্টারলকুটরি অ্যাপ্লিকেশন (আইএ)। এই আবেদনে তাঁর মূল দাবি, বাংলার একজন বৈধ ভোটারের নামও যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়। বিশেষ করে ম্যাপিং প্রক্রিয়ার কারণে কোনও ভোটার বাদ পড়বে না, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। ডেরেকের বক্তব্যে পরিষ্কার, যতদিন না এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত বিভ্রান্তি, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও প্রশাসনিক অস্পষ্টতা দূর হচ্ছে, ততদিন এই সময়সীমা বজায় রাখা সংবিধানসম্মত নয়। তাঁর দাবি, সময়সীমা বাড়ানো না হলে বহু বৈধ ভোটার কার্যত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

> নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিজেপির আইটি সেলের অ্যাপ ব্যবহার করছে। এটা মারাত্মক অন্যায়। জ্যান্ত মানুষকে মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

নির্বাচন কমিশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। তাদের কার্যপদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রশ্ন তোলার অধিকার থাকলেও 'বিজেপির অ্যাপ' ব্যবহারের মতো গুরুতর অভিযোগ যদি আদালতে প্রমাণিত না হয়, তবে তা হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইনি লড়াইয়ের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা বুঝিয়ে দেয় তিনি এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। আগামী দিনে এই 'প্রযুক্তি বনাম স্বচ্ছতা'র লড়াই বাংলার রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছে। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূলের এই কড়া অবস্থান যে নির্বাচন কমিশনকে বাড়তি চাপে রাখবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যা করছে, তা অত্যন্ত বেআইনি এবং অসাংবিধানিক। বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোকেদের শুনানিতে ডেকে হেনস্তা করা হচ্ছে। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? মূল লক্ষ্য, নাম বাদ দাও। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের পাশে আছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরা সবসময় থাকব।' ডেরেকের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন আধিকারিকদের হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছে, যা আইনত অবৈধ এবং সাংবিধানিক কাঠামোর পরিপন্থী। অবিলম্বে এই ধরনের সমস্ত হোয়াটসঅ্যাপ নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে মামলায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে ডেরেক একে কার্যত 'হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন' বলেও উল্লেখ করেছেন।

## সোনালি পুত্রের 'আপন' নাম দিলেন অভিষেক

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ ছিল সদ্যোজাতের নামকরণ করার। মুখ্যমন্ত্রী এলেন না, তবে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে গিয়ে সোনালি বিবির নবজাতক ছেলের নামকরণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম রাখলেন 'আপন'। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অভিষেক জানালেন, সোনালি ও তাঁর মায়ের অনুরোধেই সদ্যোজাতের নামকরণ করলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমি সোনালিদের বলেছিলাম যেহেতু তাঁরা এত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁদেরই শিশুটির নাম রাখা উচিত। তারপরও তাঁরা জোর করতে থাকায় আমি শিশুটির নাম আপন রেখেছি। কারণ যেভাবে তাঁদের বহিরাগত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তা কল্পনা করা যায় না। এরা সবাই আমাদের আপনজন।'

রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল শেখ ও ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যান অভিষেক। তিনি জানান, সমস্তরকম নিয়মকানুন মেনেই তিনি সোনালি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। সভা থেকে আসায় যাতে সংক্রমণ না ছড়িয়ে পড়ে, সেই কারণে নবজাতকের কাছে যাননি বলেই জানিয়েছেন অভিষেক। হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রাস্তায় ও জঙ্গলে সোনালিকে কাটাতে হয়েছে। ঢাকায় পৌঁছোলে বাংলাদেশের পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তাঁর গর্ভের সন্তানকেও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। সোনালির চোখের জলের জন্য বিজেপিকে মূল্য চোকাতে হবে।' একই সঙ্গে সোনালির স্বামীকে দেশে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়ে অভিষেক বলেন, 'সোনালির স্বামী দানিশের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র সময় চেয়েছে। সম্ভবত ১৯ জানুয়ারি শুনানি। আমরা ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য যা করার করব। কয়েক মাস পরে ওঁদের বাড়িতে আবার আসব।' সোনালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা নিয়ে অভিষেকের প্রশ্ন, 'ওঁর বাবা-মায়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকার পরও কীভাবে তাঁদের জোর করে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হল?'

# কপ্টার বিভ্রাটে 'ষড়যন্ত্রের' ইঙ্গিত

## বিজেপিকে বাই, স্লোগান রামপুরহাটে

**আশিস মণ্ডল ও নয়নিকা নিয়োগী**

**রামপুরহাট ও কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : রামপুরহাটে রণ সংকল্প সভাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া কপ্টার বিভ্রাট নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা তুঙ্গে। মঙ্গলবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার ওড়ানোর অনুমতি দেয়নি অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক (ডিজিসিএ)। দুপুর পর্যন্ত বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে কপ্টারের অপেক্ষায় বসে থাকার পর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কাছে সহায়তা চাইতে হয় অভিষেককে। তারপরই তৃণমূলের নেতারা বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে অভিযোগ তোলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনগাঁ সফরের আদলেই অভিষেকের বীরভূম সফরের আগেই 'ষড়যন্ত্র' করছে গেরুয়া শিবির। শেষপর্যন্ত সব দোলাচল মিটিয়ে দুপুর আড়াইটে নাগাদ অভিষেকের কপ্টার বীরভূমের উদ্দেশে রওনা দেয়। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির পরিবর্তনও করতে হয় এই কারণে।

নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা দেরিতে রামপুরহাটের মঞ্চে সরাসরি পৌঁছেই অভিষেক বলেন, 'নির্বাচন শুরু হয়নি। দিনক্ষণও শুরু হয়নি। তার আগে থেকে বাংলাবিরোধী জমিদারদের চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার হেলিকপ্টার সকাল ১১টায় ওড়ার অনুমতি দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয়নি। আমার দশগুণ জেদ। মাঝে ভেবেছিলাম ৫ ঘণ্টার রাস্তা গাড়িতে আসব। তারপর বুঝেছি সমস্যা কোথায়। বিকল্প পথ খুঁজেছি। ধমকানি, চমকানি, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত দিয়ে আমাকে আটকানো যাবে না। মাথানত করব না।' অভিষেকের এই হুঁশিয়ারির পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রকৃত ঘটনা কী সেটা ডিজিসিএ বলতে পারবে। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীর চপার ওড়া নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছিল আসলে সেটা রাজ্য সরকারেরই ত্রুটি। রাজ্য সরকারই চপারের উড়ান সংক্রান্ত লাইসেন্স নবীকরণ করেনি। এক্ষেত্রে ঠিক কী হয়েছে, সেটা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।' রামপুরহাটের সভা থেকে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের জয় যে নিশ্চিত, তার বার্তা দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। খাদ্য, ধর্ম নিয়ে বিজেপির রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর কটাক্ষ, 'যে দল ৭০টি আসন নিয়ে গরিব ছেলেকে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছেন বলে মারধর করেছে, এরা ক্ষমতায় এলে বাংলার কী হবে। এদের শূন্য করতে হবে।' এদিন তারাপীঠ মন্দিরে পুজোও দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

শক্তিপীঠের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিগুরুর নাম ফলক থেকে বাদ দিয়েছে। মা তারাকে বলব, ২৫০ আসনে জেতাতে হবে তৃণমূলকে। বীরভূমে ৩৬০০ বুথ থেকে বিজেপিকে ভোকাট্টা করতে হবে। আজ এসআইআর করে যাঁদের ওপর অত্যাচার করছে, সেই জবাব আপনারা দেবেন কি না?'

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মনীষীদের 'অপমানজনক' মন্তব্য তুলে ধরে এদিন তৃণমূলের ১৫ বছরের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরতেও ভুললেন না অভিষেক। বীরভূমের বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা, সুনীল সোরেন, সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'কুকীর্তি' প্রকাশ্যে এনে নতুন স্লোগান বেঁধে দিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল জিতলে দুমুঠো ভাত, আর বিরোধীরা কুপোকাত। আপনাদেরও বলতে হবে বাঁচতে চাই, বিজেপি বাই।'



- বীরভূমে ১১-০ ফলে জেতার টার্গেট তৃণমূলকে
- মুখ্যমন্ত্রী থাকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও থাকবে, আশ্বাস
- বীরভূমের ৩৬০০ বুথ থেকে বিজেপিকে ভোকাট্টা করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি
- বিজেপিকে উন্নয়নের ১১ বছরের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের চ্যালেঞ্জ
- নির্বাচনের সময় বারবার শুভেন্দু অধিকারী কেন সফর করেন, প্রশ্ন

## অভিজ্ঞতার নম্বর নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : নবম-দশমের শিক্ষকদের কীসের ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশের অভিজ্ঞতার নম্বর দেওয়া যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এসএসসির নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি জানতে চান, 'এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যাঁদের নিয়োগ নবম-দশমের হলেও একাদশ-দ্বাদশেও তাঁরা পড়ান। সেক্ষেত্রে কি অভিজ্ঞতার নম্বর তাঁরা পাবেন না? এছাড়াও অনেক শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত। তাঁরা কি অন্য বিষয়ের জন্য অভিজ্ঞতার নম্বর পাওয়ার যোগ্য?' এছাড়াও দুর্নীতির দায়ে ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গ তুলে বিচারপতি বলেন, 'একপক্ষের ব্যর্থতায় সকলকে ভুগতে হচ্ছে।'

এদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য, কারা তা নিয়ে জোর সওয়াল করেন আইনজীবীরা। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবীরা দাবি করেন, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ উচ্চমাধ্যমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে নম্বরের বিন্যাস এক থাকাই যৌক্তিক। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী আশিস রায়চৌধুরী প্রশ্ন তোলেন, একজন শিক্ষক নবম-দশমের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে একাদশ-দ্বাদশের নম্বর কীভাবে পাবেন? উভয় ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা। শিক্ষাগত যোগ্যতা আলাদা। তাই নবম-দশমের প্রার্থীকে একাদশ-দ্বাদশের অভিজ্ঞতার নম্বর দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমও যুক্তি দেন, এনসিটিই অ্যাক্ট অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সংজ্ঞা আলাদা করে দেওয়া রয়েছে। এক্ষেত্রে নবম-দশম মাধ্যমিক ও একাদশ-দ্বাদশ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত। তাই নবম-দশমের শিক্ষক একাদশ-দ্বাদশে অথবা একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নবম-দশমের জন্য অভিজ্ঞতার নম্বর চাইলে তা বিভ্রান্তি তৈরি করবে। চাকরিপ্রার্থীদের আর এক অংশের আইনজীবী সুবীর সান্যালের দাবি, রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে নবম-দশমের শিক্ষকরাই একাদশ-দ্বাদশে পড়ান। সকলেই নম্বর পাওয়ার যোগ্য। তারপরই বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এক্ষেত্রে এক পক্ষের দায় অন্যদেরকে ভুগতে হচ্ছে। সকলেই চায় প্রতিযোগিতা কম হোক।'

# অমর্ত্যকে নোটিশে বিতর্ক

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : এবার নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনকেও শুনানির নোটিশ ধরাল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার রামপুরহাটের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে প্রকাশ্যে আনার পরেই তা নিয়ে হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। অমর্ত্যকে শুনানির নোটিশ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক বলেছেন, 'সংবাদমাধ্যম থেকেই বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। তবে ওঁকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিএলওকে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।' সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অমর্ত্য সেনের নামের বানানে কোনও ভুল থেকেই এই বিপত্তি। যদিও অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিকে শুনানির নোটিশ পাঠানোর মতো ঘটনায় কমিশনকে নিশানা করতে দেরি করেনি তৃণমূল।

মঙ্গলবার বীরভূমের রামপুরহাটের একটি জনসভা থেকে অভিষেক বলেন, 'বীরভূমে আসার পথে শুনলাম এসআইআরে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যিনি দেশকে গৌরব এনে দিয়েছেন নোবেল পুরস্কার জিতে, বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন, তাঁকে এসআইআরের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আহা কী দুর্ভাগ্য, ভাবতে পারেন!' এরপরেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'দাঙ্গা করে এরা ক্ষমতায় এসেছে। এদের কাছ থেকে আর কী আশা করতে পারেন?' কলকাতায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'হয়তো নামের বানানে কোনও ভুল হতে পারে। কিছু তো নিশ্চয়ই হয়েছে। নাহলে শুনানির নোটিশ যাবে কেন? ৮৫ বছরের বেশি বয়স্কদের জন্যে কমিশনের নির্দেশ রয়েছে। ওঁকে শুনানিতে আসতে হবে কেন? ইআরও, এইআরওরা বাড়িতে গিয়েই বিষয়টি মিটিয়ে নেবেন।' কমিশন সূত্রে দাবি, অমর্ত্যের পূরণ করা এসআইআর ফর্মে কোনও তথ্যগত ভুল রয়েছে। কোনও নামের বানানে ভুল থাকতে পারে। বিএলও তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেই ভুল সংশোধন করে আনবেন। অমর্ত্য যা বলবেন, সেই অনুযায়ী তথ্য সংশোধন করে দেওয়া হবে।তবে মুখে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিকে নোটিশ পাঠানোয় ফের অস্বস্তিতে পড়ল বিজেপি ও কমিশন। বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদি সরকারের একাধিক নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে বরাবরই সমালোচনা করেছেন অমর্ত্য। স্বাভাবিকভাবেই অমর্ত্যকে নোটিশ পাঠানোর খবরে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতিরই অভিযাগে উঠছে। রাজনীতিকভাবে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে তৃণমূল।

এসইউসি নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডলও একইভাবে কমিশনের শুনানিতে ডাক পেয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার তরুণ শুধু প্রাক্তন সাংসদই নন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীও। কিন্তু ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকার জেরে তাঁকেও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর আগে ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে শুনানির নোটিশ ধরানো নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিল কমিশন।



## বাগান নিয়ে শুভেন্দুর চিঠি

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : চা বাগান শ্রমিকদের শুনানিতে তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিকে বৈধ্যতা দিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে পাশে নিয়ে শুনানিতে ডাক পাওয়া চা বাগান শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ওই চিঠিতে শুভেন্দু দাবি করেছেন, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সের চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের বাসস্থান এবং পরিচিতির প্রমাণ হিসেবে কমিশন নির্ধারিত নথির অভাব রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁদের সংশ্লিষ্ট বাগানের পরিচালন কমিটির দেওয়া নিয়োগপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।

## ডিআই-এর বেতন বন্ধ

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : মৃত্যুর পরেও বঞ্চিত? আদালতের নির্দেশে বেতন বন্ধ হতে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ডিআইয়ের। জীবিত থাকাকালীন অবসরের প্রাপ্য চেয়ে মামলা করেছিলেন এক শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে অবসরকালীন সুযোগসুবিধা দিতে শিক্ষা দপ্তরকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তাঁর মন্তব্য, 'একজন শিক্ষক তাঁর সারা জীবন সরকারি কাজে যুক্ত রয়েছেন। অথচ তার পরেও অবসরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকেও সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। আদালত এটা মেনে নেবে না।' আবেদনকারী সুযোগসুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত বেতন পাবেন না ডিআই।

# সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভার পরিকল্পনা

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : রাজ্যের আসন্ন সফরে সিঙ্গুরে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি রাজ্যে রেল সহ বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে আসার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেই সফরেই সিঙ্গুর থেকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে শিল্প বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

১৭ জানুয়ারি মালদায় একটি জনসভা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। দলীয় জনসভা করার আগে একটি হাওড়াগামী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন ও একটি কামাখ্যাগামী ট্রেনের উদ্বোধন করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। মালদা থেকেই বন্দে ভারতের (স্লিপার কোচ) উদ্বোধনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ হতে চলেছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। তবে শুধু উত্তরবঙ্গই নয়, পরের দিনেই দক্ষিণবঙ্গের হুগলির সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সভা নিয়েও উত্তেজনা তুঙ্গে। যদিও সিঙ্গুরের সভা নিয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করেনি দল। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আগামী ১৭ ও ১৮ দু-দিন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে। বাকি কর্মসূচির বিষয় ঠিক সময়ে জানানো হবে।'

রাজ্যে বর্তমান সরকারের ভ্রান্ত শিল্প নীতির জন্যেই রাজ্যের কর্মসংস্থানে এই অবস্থা। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হচ্ছে। কর্মসংস্থান ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আগাগোড়াই এই সমালোচনা করেছে বিজেপি। রাজ্যে বিজেপির সরকার এলে টাটার মতো শিল্পপতিদের রেড কার্পেট অভ্যর্থনা দিয়ে রাজ্যে নিয়ে এসে শিল্পায়নের দরজা খোলা হবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরেই শমীকও বলেছিলেন, ৩৪ বছরের বাম আমলের খরা কাটিয়ে মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার বামেদের মতোই রাজ্য থেকে শিল্পকে তাড়িয়েছে।

মঙ্গলবার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা সভা থেকে শমীক বলেন, 'প্রতি বছর বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের নামে যেসব বিনিয়োগের কথা বলা হয়, সেগুলি নতুন কিছু নয়। রিলায়েন্স জিও-র মতো কোম্পানি বা অন্যান্য টেলিকম সংস্থা যারা ইতিমধ্যেই রাজ্যে রয়েছে তারা ব্যবসার প্রসারের জন্যে বাড়তি কিছু বিনিয়োগ করছে। এটা নতুন কোনও বিনিয়োগ নয়। এর সঙ্গে রাজ্যের শিল্পায়নের কোনও বার্তা নেই। রাজ্যের জমি নীতিতে এবং শিল্পবান্ধব পরিবেশ না থাকলে রাজ্যে শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করতে আসবেন না। আমরা শিল্পপতিদের বলছি অপেক্ষা করুন আর কয়েকটা মাস বিজেপি ক্ষমতায় এলে আপনাদের আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।'

'২৬-এর নির্বাচনে সরকার গড়তে হলে শুধু মেরুকরণের অস্ত্রে যে কাজ হবে না, তা বুঝেই রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে কর্মসংস্থান নিয়ে আশা জাগাতে সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে বার্তা দিতে চায় বিজেপি।

## প্রবল শীতে সকালের স্কুলে ছুটির দাবি

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি** : যেভাবে তাপমাত্রার পারদ নামছে, তাতে চিন্তা বাড়ছে স্কুলপড়ুয়াদের। বিশেষত সকালের প্রাথমিক স্কুলগুলির পড়ুয়াদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার সময় রীতিমতো ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে অভিভাবকদের। স্কুলে কমছে উপস্থিতির সংখ্যাও। শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকারের কাছে স্কুলের ছুটি ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছেন শিক্ষকদের একাংশ। তবে অপর অংশের মত, চলতি মাসে যেহেতু সরকারি ছুটির সংখ্যা বেশি এবং শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ব্যস্ততা তুঙ্গে, তাই এই মুহূর্তে ছুটি দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

নবান্ন সূত্রে খবর, ছুটি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত তারা এখনও নেয়নি। তবে শিক্ষকমহলের দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার কোচবিহারের হাড়িভাঙা জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক সৌরভ মণ্ডল জানিয়েছেন, ৯৮ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৬-৭ জনের বেশি স্কুলে আসছে না। বীরভূমের পছিয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুখেন মণ্ডলের কথায়, তাঁদের স্কুলে উপস্থিতির হার গত তিনদিন ধরে অর্ধেকেরও নীচে নেমে এসেছে। তবে উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ভাস্কর ঘোষ ও অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর তরফে চন্দন মাইতি এই সময় ছুটি ঘোষণার তীব্র বিরোধী। এখন দেখার, নবান্ন ছুটিতে সবুজসংকেত দেয় কি না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৯ সংখ্যা, বুধবার, ২২ পৌষ ১৪৩২

# দিগন্তে নব্য স্বেচ্ছাচার

ঔপনিবেশিক শাসন বোধহয় আর অতীত নয়। ভবিষ্যৎও। দিগন্তে অশনিসংকেত। ভেনেজুয়েলা পুরো কবজা হয়নি এখনও। কিন্তু আমেরিকার লোল ঝরছে ফিনল্যান্ডের জন্য। নজর আছে কলম্বিয়া, কিউবা বা মেক্সিকোর দিকে। দেশগুলির সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে। আন্তর্জাতিক সমন্বয়, সহাবস্থানের স্বীকৃত প্রথাগুলি যেন উধাও। নির্দ্বিধায় সেসবকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচারের প্রবণতা অনেকদিন থেকে বিশ্বের নতুন ট্রেন্ড। নতুন প্রবণতা যেন নব্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা।

ভেনেজুয়েলা মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকবে- কথাটা বলার স্পর্ধা এখন দেখানো যাচ্ছে বিশ্বে। দেখিয়ে পারও পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের ক্ষমতা শেষপর্যন্ত উদ্বেগ বা নিন্দা প্রকাশের বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ২০০ বছরের বেশি ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে চরম দুঃসহ অবস্থায় কাটিয়েছে ভারত। কিন্তু এই নব্য উপনিবেশবাদী ছকের সামান্য নিন্দা করার সাহস হল না দেশটার। শুধু পরিস্থিতি নজরে আছে বলে দায় সারল।

অন্য দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা অপছন্দের শাসককে সরাতে গোয়েন্দা তৎপরতা আজকাল বিশ্বে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতে অস্থিরতা তৈরির জন্য পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সক্রিয়তা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু ভেনেজুয়েলায় যা ঘটল, তা বিশ্বজুড়ে সমস্ত নিয়মনীতি জলাঞ্জলি দেওয়ার নামান্তর। ক্ষমতা আছে বলেই অন্য দেশের খোদ রাষ্ট্রপ্রধানকে তুলে নিয়ে যাওয়া নব্য উপনিবেশবাদের স্পষ্ট ইঙ্গিত। সেই রাষ্ট্রপ্রধানের দেশটির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করার নগ্ন প্রয়াস।

নিকোলাস মাদুরোকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো জঘন্য কাণ্ডের পরেও অন্য দেশকে এমন পরিণতির জন্য তৈরি থাকতে বলছে আমেরিকা। যদিও মার্কিন জনগণের সব অংশ তাঁদের দেশের প্রেসিডেন্টের এই অবিমৃশ্যকারিতার সঙ্গে একমত নয়। বরং আমেরিকাজুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। পুরোনো ঔপনিবেশিক আমলে যে প্রবণতা ছিল না। নব্য উপনিবেশবাদীরা তাই নিজের দেশের মানুষের মতামতকেও গ্রাহ্য করছে না। জনগণের ভোটে জিতে, তাদেরই উপেক্ষা করার এটা আরেক ধরন।

কতটা দুঃসাহস থাকলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতে পারেন যে, আমেরিকার ভূ-প্রাকৃতিক নিরাপত্তার কারণে ফিনল্যান্ডকে দরকার। একটা স্বাধীন দেশের প্রতি এই হুমকি আন্তর্জাতিক কূটনীতির পাশাপাশি বিশ্ব মানবতার প্রতি চরম আঘাত। ট্রাম্প যে দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন, তা অন্য দেশকে শায়েস্তা করার কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। এখনকার ভূ-রাজনীতিতে যার প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় উপমহাদেশেও।

বিশ্বে উদারনৈতিকতা ও গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে সুখ্যাতি ছিল আমেরিকার। সেই দেশটাও দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। সেই ইতিহাস ভুলে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঔপনিবেশিক শাসক হয়ে উঠতে চাইছেন। মনে করার কারণ নেই যে, ব্যক্তি ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিফলন এসব। বাস্তবে বিশ্বে একটি শক্তি এখন এভাবেই যথেচ্ছাচারের পথে এগোচ্ছে। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের হামলা, এমনকি ত্রাণ পর্যন্ত পৌঁছে না দেওয়ার মতো কর্মকাণ্ড ঘটতে পারে তো সেই শক্তির জন্যই।

রাশিয়ার লাগাতার হামলায় বিপর্যস্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি পর্যন্ত মাদুরোর কায়দায় ভ্লাদিমির পুতিনের দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমেরিকার শাসককে উসকাচ্ছেন। রাষ্ট্রপ্রধান অপহৃত হলেও ভেনেজুয়েলা এখনও আমেরিকার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি। স্বাধীনভাবে দেশ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছে। কিন্তু আমেরিকাকে অবিলম্বে নিরস্ত করা না গেলে এককভাবে ভেনেজুয়েলা কতক্ষণ অনড় থাকতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

হতেই পারে যে, কোনও দেশের শাসক অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, কিন্তু তাঁকে অপসারণের প্রক্রিয়ার শুধু সেদেশের জনগণের। অন্য দেশের হস্তক্ষেপ ঘটলে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। এটা স্পষ্ট, আমেরিকা বা ইজরায়েল কিংবা রাশিয়া যা-ই করুক, তাদের নিরস্ত করার ক্ষমতা বা সদিচ্ছা রাষ্ট্রসংঘের নেই। নব্য উপনিবেশবাদী এই ভাবনাকে আটকাতে এখন জরুরি ভূখণ্ড নির্বিশেষে বিশ্বজনমত গঠন। বিশ্ব মানবতা জেগে উঠলেই শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাবনার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

## অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

# ভেনেজুয়েলার প্রভাবের সম্ভাবনা ভারতে

ভেনেজুয়েলায় বড় পট পরিবর্তন ভারতের সঙ্গে তার তেল-সম্পর্কের আমূল বদল ঘটিয়ে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন করতে পারে।

**দেবাশীষ সরকার**



শ্রীকান্তের মেজদা পড়াতে বসেছেন তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনেদের। নিজে বেশ কয়েকবার অকৃতকার্য হয়ে থাকলেও কমতি নেই তাঁর ছোটদের শাসনে। কে জল খাবে, কে থুতু ফেলবে—সবটাতেই তাঁর নজরদারি আর ভয়ংকর সব শাস্তিবিধান বজায় থাকে। মনে পড়ে যাচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই চরিত্রগুলো।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনে হয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তের দেশ ভেনেজুয়েলাকে শাস্তি দিতে হবে। শুধরোতে হবে। তাই উঠিয়ে এনেছেন একে তাকে নয়, সরাসরি সেই দেশের রাষ্ট্রপতিকে। পৃথিবীর আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক রক্ষার যে রীতিনীতি তৈরি হয়েছে বহু শতাব্দী ধরে, তার ওপরে এটি এক চরম আঘাত। কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের চিন্তা বা সারা পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের সমালোচনা আমেরিকার মহান রাষ্ট্রপতিকে ছুঁতে পেরেছে কি না, তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

দ্বিপাক্ষিক এই ঘটনার ফলশ্রুতি কিন্তু নিতান্তই দ্বিপাক্ষিক নয়। বিরাট মেজাজি, কঠোর নিয়মানুবর্তী রাজরাজড়া সদৃশ মেজদার নজরের নীচে, সেই পড়ার ঘরের সরাসরি ছাত্র না হলেও আরও অনেক নলখাগড়ার জীবনে নাড়া দেবে মেজদার এই চরিত্রশুদ্ধির শিক্ষাদানের উন্মত্ত আস্ফালন। ভারত এই নাড়া খাওয়াদের মধ্যে একজন।

### ভেনেজুয়েলার গুরুত্ব যেখানে

গোটা পৃথিবীর মানবসভ্যতার সবকিছু চালাতে আজ যে পরিমাণ জ্বালানি লাগে, তার ভারতীয় মুদ্রায় দাম ৯০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টাকার বেশি। ৯-এর পরে ১৪টা শূন্য বা ৯শো লক্ষ কোটি টাকা। এই সংখ্যাটা ভারতের এক বছরের বাজেট উপার্জনের প্রায় ২৭ গুণ। এই মোট জ্বালানির ৩৪ শতাংশ আসে মাটির নীচের তেল থেকে, আর ২৪ শতাংশ আসে মাটির তলার গ্যাস থেকে। যে দেশের নিজের তেল আছে, বা যে দেশ অন্য তেলওয়ালা দেশকে নিজের কবজায় রাখতে পারবে, সে-ই রাজা। সে-ই হবে মেজদা। আর যার মাটিতে তেল আছে, সে হবে মেজদার শাসনের লক্ষ্যবস্তু।

এখানেই এসে পড়ে ভেনেজুয়েলা। ২০১৯ সালের ওয়ার্ল্ড এনার্জি রিপোর্ট বা বিশ্ব শক্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমুদ্রপারের আর আমেরিকার কাছাকাছি এই দেশটার নিশ্চিত তেলের ভাণ্ডার হল ৩০,৩০০ কোটি ব্যারেল। এটি পৃথিবীর সবচাইতে বড় তেল ভাণ্ডার। সৌদি আরবের তেল ভাণ্ডার ২৯,৭০০ কোটি ব্যারেলের থেকে প্রায় ২ শতাংশ বেশি। তাহলে তেল নিয়ে আমরা যতটা আরবের নাম শুনি, ততটা ভেনেজুয়েলার কথা ওঠে না কেন? কারণ এই দেশটার তেল আরবের তেলের তুলনায় অনেক বেশি ভারী আর তাতে গন্ধক বা সালফারের পরিমাণ তুলনায় বেশি। তাই পরিশোধন করতে বিশেষ ধরনের উচ্চমানের পরিশোধনাগার লাগে যা খুব কম দেশের কাছে আছে। তাই তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংগঠন 'ওপেক'-এর মোট রপ্তানির মাত্র ৩.৫ শতাংশ আসে ভেনেজুয়েলার থেকে। এর বেশিরভাগ যায় চিনে। আর এই প্রসঙ্গে এখানেই ভারতের গুরুত্ব।



- এআই

### ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে?

আমেরিকা আর চিনের পরে ভারতের কাছেই আছে ভেনেজুয়েলার তেল পরিশোধনের প্রযুক্তি। এ দেশের রিলায়েন্স কোম্পানি বরাত পেয়েছে প্রতিদিন ৪ লক্ষ ব্যারেল করে ভেনেজুয়েলার তেল আমদানি করবার, আর তাকে জামনগর আর এসারের শোধনাগারে শোধন করবার। ২০০৫ সালে, শতাংশ উৎপাদন নিজেরা নেওয়ার অধিকার পায়। তিনটি ভারতীয় কোম্পানি এখানকার মোট উৎপাদনের ১৮ শতাংশের অধিকারী। শুধু এটিই নয়; জ্বালানি খরচের নিরিখে ভারত গোটা পৃথিবীতে এখন তৃতীয়। এই জ্বালানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হল তেল। ভারতের এই বিপুল তেল খরচ বেড়ে চলেছে পৃথিবীর গড় বৃদ্ধির হারের থেকে অনেক বেশি গতিতে।

**রিলায়েন্স কোম্পানি প্রতিদিন ৪ লক্ষ ব্যারেল করে ভেনেজুয়েলার তেল আমদানি আর জামনগর ও এসারের শোধনাগারে শোধনের বরাত পেয়েছে। ২০২৪ সালে ভারত প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার জেনেরিক ওষুধ রপ্তানি করেছে ওই দেশে। আমেরিকার চাপে ২০১৯-'২০ সালে ভেনেজুয়েলা থেকে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম আমদানি তলানিতে ঠেকলেও, ২০২৪ সালে প্রায় নয় গুণ বেড়েছিল। ভেনেজুয়েলা কাণ্ড এসবের ওপরই প্রভাব ফেলতে পারে।**

ভারত আর ভেনেজুয়েলা এক চুক্তির মাধ্যমে আমাদের ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেডকে (ওভিএল) তেল ও গ্যাস খোঁজার বরাত দেয়। এই ওভিএল আর ভেনেজুয়েলার সরকারি তেল কোম্পানি পিডিভিএসএ ২০০৮ সালে হাত মিলিয়ে এক নতুন কোম্পানি বানায় 'পেট্রোলেরা ইন্ডোভেনেজুয়েলানা এসএ' নামে। এর ৪০ শতাংশ মালিকানা ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেডের। এই কোম্পানি ভেনেজুয়েলার 'সান ক্রিস্টোবাল' এবং 'অরিনোকো' তেল ভাণ্ডার খুঁজে বের করে আর সেখান থেকে তেল তুলে আনবার ব্যবস্থা করে। স্বাভাবিকভাবেই, এই কর্মযজ্ঞে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও প্রচুর খরচ হয়েছে। ওই দেশ থেকে সুবিধাজনক শর্তে তেল এনেই এই খরচ ওঠাতে হবে আমাদের। এদিকে ২০১০ সালে ওভিএল, অয়েল ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান অয়েল সহ স্পেনের রেপসল আর মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস একযোগে ভেনেজুয়েলার কারাবোবো তেল ক্ষেত্রের ৪০

২০৩৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মোট তেলের চাহিদা বৃদ্ধির ৩৫ শতাংশ আসবে একা ভারত থেকে। আমরা এখন গোটা বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকার তেল আর গ্যাস আমদানি করি। এর মধ্যে ভেনেজুয়েলা থেকে আমদানি খুব বেশি নয়। ২০১৯ থেকে আমেরিকার নানা চাপের প্রেক্ষিতে ভারত এই আমদানি কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের জন্য তেলের চাহিদা বৃদ্ধি যেহেতু এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই ভেনেজুয়েলার মতো অনেক তেল-সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে তেল-সম্পর্ক ও তেল-কূটনীতি সুনিশ্চিত রাখাটা আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভেনেজুয়েলায় যে কোনও বড় পট পরিবর্তন ভারতের সঙ্গে তার তেল-সম্পর্কের আমূল বদল ঘটিয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন করে তুলতে পারে।

### তেল ছাড়াও অন্যান্য

তেলের বাইরে আর এক বিষয় হল ওষুধ। ভেনেজুয়েলা স্বাস্থ্যরক্ষায় ভারতের ওপরে গভীরভাবে নির্ভর করে। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ভারত প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার জেনেরিক ওষুধ রপ্তানি করেছে ওই দেশে। অন্য নানা ধরনের চিকিৎসাসামগ্রী যেমন রক্ত সম্পর্কিত বস্তু, ইমপ্ল্যান্ট ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে যায় সেখানে। এছাড়া অ্যালুমিনিয়াম হল আর একটি জিনিস ভারত-ভেনেজুয়েলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ভারত পৃথিবীতে অ্যালুমিনিয়ামের অন্যতম বড় ক্রেতা। এর বেশিরভাগ আসে ভাঙরি হিসেবে। কারণ প্রায় সব দেশেই পুরোনো ভাঙা অ্যালুমিনিয়াম রপ্তানিতে করের চাপ অনেক কম। বিদেশের অ্যালুমিনিয়ামের নানা ভাঙা বস্তু ও যন্ত্রাংশ এ দেশে আমদানি হয় অনেক বেশি পরিমাণে। চিন থেকে সবচাইতে বেশি পুরোনো অ্যালুমিনিয়াম এলেও ভেনেজুয়েলা আমাদের অন্যতম উৎস। আমেরিকার চাপে ২০১৯-'২০ সালে সেখান থেকে আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের আমদানি তলানিতে ঠেকলেও, তা ২০২৪ সালে প্রায় ৯ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। কারণ অবশ্যই ছিল সুবিধাজনক আমদানি শর্ত। এই তালিকায় তামাও আছে। বিদ্যুৎ বা ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলা ভারতের কাছে তামা ভীষণ দরকারি ধাতু। ভেনেজুয়েলা ভারতের জন্য তামা কেনার এক অন্যতম জায়গা।

### মহান আশ্বাসন

ক'দিন আগের ভেনেজুয়েলা কাণ্ডের পরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা গোটা তেল পরিকাঠামো আবার গড়তে চলেছি, যাতে অনেক বিলিয়ন ডলার খরচ হবে।' তার সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন, 'আমরা এক এমন ব্যবস্থা করতে চলেছি যাতে তেল যেভাবে বয়ে যাওয়া উচিত সেইভাবেই বইবে।' তাই তো; মেজদাই তো বিচার করবেন সারা পৃথিবীতে কার কীভাবে কোন দিকে বয়ে যাওয়া উচিত, আর কোনটা উচিত না। তাতে কার কী হল তা কে দেখে?

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৯৬৭**



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ইরফান খান।



**১৯৭৯**

অভিনেত্রী বিপাশা বসুর জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত



আমার ছয় সন্তান আছে। দাড়িও সাদা হয়ে গিয়েছে। একজন বলছেন প্রত্যেকের চারটি করে সন্তান হওয়া উচিত। চারটি কেন? আটটি সন্তানের জন্ম দিন। কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে। সকলেই আরও সন্তানের কথা বলছেন। আমি আপনাদের ২০টি সন্তান নিতে চ্যালেঞ্জ করছি। শুরু করুন।

-আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

## ভাইরাল/১



পুলিশের স্টিকার লাগানো গাড়িতে দুই চোর কোটার একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল। দরজার বদলে তারা এগজস্ট ফ্যানের ফুটো গলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। একজন ঘুলঘুলিতে আটকে পড়ে। পুলিশ এসে চোরকে উদ্ধার করে।

## ভাইরাল/২



বিহারের এক স্টেশনে চেন টেনে ট্রেন থামান একজন। জিআরপি কর্মীরা দৌড়ে আসেন। যা দেখলেন তাতে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ! ট্রেন থামিয়ে খালি গায়ে স্টেশনের জলের পাইপ দিয়ে স্নান করছেন ওই ব্যক্তি। সমালোচনার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

জনমন জনমত

# খেলায় জাতিবিদ্বেষ কাম্য নয়

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি খেলাধুলো রাজনীতির ঊর্ধ্বে। অথচ সম্প্রতি প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পারছি, বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাফিজুর রহমানকে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা আইপিএল খেলায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

শাহরুখ খানের কেকেআর মুস্তাফিজুরকে নির্বাচিত করায় সমাজের একাংশ থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এই কারণে ফিল্মি দুনিয়ার বাদশাহকে দেশদ্রোহী উপাধি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি শাহরুখ একজন দেশবিরোধী ব্যক্তি বলে প্রচার করা হচ্ছে, যেন দেশপ্রেম দেখানোর একমাত্র পীঠস্থান খেলার মাঠ। আর অগণিত জননেতা যারা দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা দেশের সম্পদ লুট করছে তারা আজ সবাই দেশপ্রেমী। যেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত হয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তাদের বিরুদ্ধে বয়কট করার জিগির তোলার শিরদাঁড়া নেই।

এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের নীতিগত পার্থক্য থাকতেই পারে বা আছে কিন্তু তার জন্য আমরা সেই দেশকে বয়কট করার কথা বলি না। সেই আশির দশক থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতিকল্পে অনেক ভারতীয় খেলোয়াড় যাতায়াত করতেন। আজ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ক্রিকেট যেখানে পৌঁছেছে তার জন্য এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই খেলাধুলোকে খেলার মতো করেই দেখা বা গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক বিরোধিতা না থাকাই উচিত।

**সুদীপ্ত লাহিড়ী, শিলিগুড়ি।**

# খেলোয়াড়ের ওপর বিধিনিষেধ কেন?

সম্প্রতি কেকেআরের খেলোয়াড় মুস্তাফিজুর রহমানকে বিসিসিআই-এর নির্দেশে বাদ দেওয়া হয়েছে। খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে কোনও বিরোধও নেই। আইপিএলে বিদেশি খেলোয়াড় খেলানোর আইনি বৈধতা রয়েছে। ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে প্রচুর টাকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য যথারীতি চলেছে। এমনকি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ভারত থেকে বাংলাদেশে অনেক ছাত্রছাত্রী ডাক্তারি পড়ার জন্য যায়। আবার বাংলাদেশ থেকেও ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা পড়ার জন্য এসে থাকে। তখন কোনও অসুবিধা হয় না। তাহলে ক্রীড়াক্ষেত্রে একজন মাত্র খেলোয়াড়ের ওপর বিধিনিষেধ কেন? পালটা ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশও ভারতে বিশ্বকাপ খেলার জন্য তাদের দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আইপিএলের কোনও সম্প্রচার বাংলাদেশে দেখানোর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতা উচিত নয়।

**রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# আরাবল্লিকে দেখেও নীরব তরাই-ডুয়ার্স

তরাই-ডুয়ার্স বেল্ট এক জীবন্ত 'সবুজ সেতু'। অথচ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি অরণ্য বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেছে এখানেই।

**জয়ন্ত চক্রবর্তী**



আশা ও নিরাশার দোলাচলে কেটে যায় আমাদের প্রতিটি ক্যালেন্ডার বছর। কিছু স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে এগিয়ে যায় প্রবহমান জীবন। হয়তো আগামীতে এই বিপুল বিস্মৃতির মাঝেই স্মৃতির তালিকায় জ্বলজ্বল করবে বিগত বছরে আরাবল্লির লাইফলাইনজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচারণা। এ যেন ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষার তাগিদে এক অনন্য প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির সে অর্থে কোনও সরলরৈখিক সম্পর্ক নেই। নেই জমি হারানোর ভয়, নেই ব্যক্তিগত রুজিরুটির প্রশ্ন। বরং প্রতিবাদের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে পরিবেশ সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি প্রবল দায়বদ্ধতা। এখানেই অতীতের 'চিপকো' কিংবা 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের সঙ্গে 'দ্য গ্রেট আরাবল্লি মার্চ'-এর মৌলিক পার্থক্য।

আরাবল্লি পর্বতমালা শুধুমাত্র একটি প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক কাঠামো নয়; এটি উত্তর ভারতের পরিবেশগত ভারসাম্যের এক নীরব রক্ষাকবচ। রাজস্থান থেকে হরিয়ানা ও দিল্লি-এনসিআর পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বতমালা মরুভূমির বিস্তার রোধ করে, ভূগর্ভস্থ জলকে নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পেতে সহায়তা করে এবং তাপমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহকে সহনীয় সীমার মধ্যে রাখতে সাহায্য করে। অথচ অবৈধ খনন, নিয়ন্ত্রণহীন নগরায়ণ ও প্রশাসনিক উদাসীনতায় এই প্রাকৃতিক ঢাল আজ ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে— আমরা উত্তরবঙ্গবাসী কি এমন একটি আন্দোলন দেখে নিজেদের পরিবেশগত বাস্তবতার দিকে তাকাতে শিখেছি?



পূর্ব হিমালয় ও সমভূমির মাঝখানে অবস্থিত তরাই-ডুয়ার্স বেল্ট তো আসলে এক জীবন্ত 'সবুজ সেতু'। অথচ গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ (জিএফডব্লিউ)-এর তথ্য বলছে, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কৃষিজমির সম্প্রসারণ, বেআইনি চা বাগান এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি অরণ্য বিচ্ছিন্নকরণ ঘটেছে এই তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলেই। গত দুই দশকে আলিপুরদুয়ারে প্রায় ৮৭০০ হেক্টর বনভূমি বিলুপ্ত হয়েছে; জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ে যথাক্রমে ২৮০০ এবং ২১০০ হেক্টর। এর ফলে ঘন বন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে খোলা বনে— যা জীববৈচিত্র্যের জন্য এক অশনিসংকেত।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নদী ব্যবস্থার গভীর সংকট। শিলিগুড়ি শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদী আজ নগর বর্জ্য ও নিকাশি ব্যবস্থার চাপে কার্যত নর্দমায় পরিণত হওয়ার মুখে। অন্যদিকে, বক্সা বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জয়ন্তী নদীতে দীর্ঘদিন ড্রেজিং না হওয়ায় নদীতল উঁচু হয়ে উঠেছে; ফলে বর্ষায় সামান্য বৃষ্টিতেই দু'কূল প্লাবিত হয়ে বিপন্নতার শিকার হচ্ছে 'বক্সা টাইগার রিজার্ভ'-এর মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম জীববৈচিত্র্যের হটস্পট। অবৈধ বালি ও পাথর উত্তোলনের ফলে বালাসন ও রায়ডাক নদীও হারিয়ে ফেলেছে তাদের স্বাভাবিক স্রোতচরিত্র।

তিস্তা, তোর্ষা ও জলঢাকার প্রবাহ আজ পাহাড়ি জলাধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতিভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ের জলাধার থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অরণ্য ধ্বংসের ফলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। সমভূমির বৃষ্টির জলের প্রায় সম্পূর্ণটাই পৌঁছে যায় নদীগর্ভে। তাই তো সামান্য ভারী বৃষ্টিতেই উত্তরবঙ্গ প্লাবিত হচ্ছে। সঙ্গে ক্ষীণ ধারার নদীগুলির আকস্মিক হড়পা তো আছেই।

অথচ এই সবকিছুর মাঝেই আমাদের এক অদ্ভুত নীরবতা কাজ করে। বিপর্যয়কে আমরা কেবল 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' হিসেবেই মেনে নিতে শিখেছি, নীতিগত অপরাধ হিসেবে নয়। এই প্রেক্ষাপটেই 'দ্য গ্রেট আরাবল্লি মার্চ'-এর তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন একই সঙ্গে সংগঠিত এবং অসংগঠিত— তবু এর লক্ষ্য স্পষ্ট, ভাষা সচেতন এবং দাবি নির্দিষ্ট। আমরা উত্তরবঙ্গবাসী কি পারি না এমনই এক সচেতন, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তুলতে?

*(লেখক শিক্ষক। দিনহাটার বাসিন্দা)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি :** ২। সূর্যমুখী ফুলের আরেক নাম ৫। সুযোগ ৬। হাত দিয়ে চুরির কাজে দক্ষতা ৮। অলংকারাদি তৈরি করার মজুরি ৯। চিত্ত, বর্তমানে অপ্রচলিত ওজনের মাপবিশেষ ১১। ঝগড়া ১৩। অন্দরমহল ১৪। কপাট ঝুলাবার জন্য হাঁসের মতো দেখতে লোহার বস্তু।

১। ইষ্টদেবতার নামকীর্তন ২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৩। বড় থালাবিশেষ ৪। অমঙ্গল, অশুভ উক্তির খণ্ডনসূচক ৬। নাশ ৭। ঠিকানা ৮। লেবুজাতীয় বড় ফলবিশেষ ৯। ছানার তৈরি সন্দেশজাতীয় মিঠাইবিশেষ, ভূষিত করা ১০। মিহি ও নরম সুতিবস্ত্রবিশেষ ১১। ব্যাঘাত বা বাধা ১২। ভয় ১৩। লাঙল, অবস্থা।

**সমাধান ■ ৪৩৩৭**

**পাশাপাশি :** ১। বরকত ৩। বাহার ৫। অগড়বাগড় ৬। বিশাখা ৭। সিকিম ৯। আচকাআচকি ১২। করকা ১৩। মালদার।

**উপর-নীচ :** ১। বনবিবি ২। তড়াগ ৩। বাহবা ৪। রগড় ৫। আখা ৭। সিকি ৮। মরমর ৯। আরেক ১০। কালিকা ১১। চন্দ্রিমা।

## বিন্দুবিসর্গ

# ‘আমি যুদ্ধবন্দি, আমায় অপহরণ করা হয়েছে’

## নিউ ইয়র্কের আদালতে দাবি মাদুরোর

**নিউ ইয়র্ক, ৬ জানুয়ারি :** কারাকাসের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস থেকে নিউ ইয়র্কের আদালত কক্ষ। মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় বদলে গিয়েছে নিকোলাস মাদুরোর জীবনের চিত্রনাট্য। সোমবার যখন ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাচ্যুত দাপুটে প্রেসিডেন্টকে মার্কিন বিচারকের সামনে হাজির করা হল, তখন তাঁর চোখেমুখে পরাজয়ের গ্লানি নেই, বরং ছিল একরোখা জেদ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সটান নিজেকে ‘যুদ্ধবন্দি’ হিসেবে ঘোষণা করে আমেরিকার বিচারব্যবস্থার উদ্দেশেই যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। মাদুরোর দাবির জেরে তাঁর বিরুদ্ধে আনা ট্রাম্প সরকারের মাদক চোরাচালানের অভিযোগই যেন পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে।

সোমবার আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, এটি কোনও আইনি গ্রেপ্তারি নয়, বরং এক পরিকল্পিত ‘অপহরণ’। মাদুরোর কথায়, ‘আমি সাধারণ আসামি নই, আমি ভেনেজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট এবং এক জন যুদ্ধবন্দি।’ আন্তর্জাতিক আইনের মারপ্যাঁচে নিজেকে ‘যুদ্ধবন্দি’ হিসেবে দাবি করে তিনি আসলে জেনেভা কনভেনশনের রক্ষাকবচ পেতে চাইছেন, যা তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ ফৌজদারি বিচারকে অসম্ভব করে তুলতে পারে। এদিন তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস।

আমেরিকার সরকারি আইনজীবীরা দীর্ঘ চার্জশিটে জানিয়েছে, গত দু-দশক ধরে মাদুরো ও তাঁর পরিবার ভেনেজুয়েলাকে আন্তর্জাতিক কোকেন পাচারের ‘হাব’-এ পরিণত করেছেন। এই মাদক সাম্রাজ্যের জালে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস এবং পুত্র নিকোলাসের নামও। কলম্বিয়ার সশস্ত্র গোষ্ঠী থেকে শুরু করে মেক্সিকোর কুখ্যাত সিনালোয়া কার্টেল, সবার সঙ্গেই না কি মাদুরোর কোটি কোটি ডলারের গোপন



নিউ ইয়র্কে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় শিকলবন্দি মাদুরো।

লেনদেন ছিল। অভিযোগ, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তিনি মাদক মাফিয়াদের নিরাপত্তা দিতেন।

আদালত কক্ষের গুমোট পরিবেশে বিচারক আলভিন হেলারস্টাইন অবশ্য মাদুরোর এই ‘যুদ্ধবন্দি’ আবেদনে আপাতত কান দিতে রাজি হননি। তিনি স্পষ্ট

> আমি সাধারণ আসামি নই, আমি ভেনেজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট এবং একজন যুদ্ধবন্দি।
>
> নিকোলাস মাদুরো

জানিয়ে দিয়েছেন, মামলাটি সাধারণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মাদুরোর এই অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে ওয়াশিংটনের অস্বস্তি বাড়াতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে পানামার শাসক ম্যানুয়েল নরিয়েগার পতনের পর ল্যাটিন আমেরিকার কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের এমন নাটকীয় পরিণতি দেখা যায়নি। ব্রুকলিনের অন্ধকার সেলে বন্দি মাদুরোর এই লড়াই শেষপর্যন্ত কোন আইনি বাঁক নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

এদিকে ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। রাজধানী কারাকাসে মঙ্গলবার রাতভর গোলাগুলি ও ড্রোন লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণের শব্দ শোনা গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, সুষ্ঠু ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত ভেনেজুয়েলা ‘পরিচালনা’ করবে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার নোবেল জয়ী বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে দেশে ফেরার কথা ঘোষণা করেছেন। মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তা স্টিফেন মিলার অবশ্য সরাসরি মাচাদোকে ক্ষমতায় বসানোর দাবি খারিজ করে দিয়েছেন।

আমেরিকার সামরিক অভিযানকে আন্তর্জাতিক আইনের ‘ভয়াবহ লঙ্ঘন’ হিসেবে উল্লেখ করেছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার শাখা। মঙ্গলবার জেনেভায় সংস্থার মুখপাত্র রভিনা শামদাসানি বলেন, ‘এই অভিযান আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক নীতিকে অবজ্ঞা করেছে। একতরফা সামরিক হস্তক্ষেপ ভেনেজুয়েলার মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির বদলে আরও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেবে।’

## এবার ট্রাম্পের চোখ ইরান, গ্রিনল্যান্ডে

**ওয়াশিংটন, ৬ জানুয়ারি :** একদিকে গণবিক্ষোভে উত্তাল পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান, অন্যদিকে ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের নজিরবিহীন দাবি আন্তর্জাতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সোমবার যখন মাদুরোকে নিউ ইয়র্কের আদালতে হাজির করা হচ্ছিল, ঠিক তখনই ওয়াশিংটনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

মোল্লাতন্ত্রের নিপাত যাক-ইরানে গত এক সপ্তাহ ধরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৭টিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, পুলিশের গুলিতে এখনও পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৪ জন শিশুও রয়েছে। ১২০০-র বেশি বিক্ষোভকারীকে বন্দি। এর মধ্যে একটি ব্রিটিশ পত্রিকা দাবি করেছে, বিক্ষোভ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সপরিবার মস্কোয় আশ্রয় নেওয়ার গোপন পরিকল্পনা বা ‘প্ল্যান-বি’ তৈরি রেখেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরান সরকার যদি বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ না করে, তবে আমেরিকা তাঁদের হয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে তৈরি। ভেনেজুয়েলায় মাদুরোকে গ্রেপ্তারির পর ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে তেহরানে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের আগাম সংকেত হিসেবে দেখছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদও ইতিমধ্যে বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে বার্তা দেওয়ায় পশ্চিম এশিয়ার সমীকরণ আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

ইরান সংকটের পাশাপাশি ট্রাম্পের নজর এখন সুদূর উত্তরের বরফাবৃত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের দিকেও। ডেনমার্কের এই অঞ্চলটি কবজা করতে মরিয়া ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার সরাসরি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, ‘আমেরিকার নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ড দখল করা জরুরি।’ এই মন্তব্যের পর ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেত্তে ফ্রেডেরিকসেন পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও ন্যাটো সদস্য দেশের ওপর হামলা হলে আমেরিকার সঙ্গে সবরকম কূটনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া হবে।



ঠান্ডায় কাবু... মঙ্গলবার রাজস্থানের ভরতপুরে।

## যোগী রাজ্যে বাদ প্রায় তিন কোটি ভোটার

**লখনউ, ৬ জানুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে এসআইআর করা হচ্ছে বলে বারবার সুর চড়িয়েছেন বিজেপি নেতারা। অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের তাড়ানোর কথাও শোনা গিয়েছে তাঁদের মুখে। কিন্তু শেষমেশ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ব্যাপারে তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গকে বহু দূরে ফেলে দিল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশই কি অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে? এসআইআর পর মঙ্গলবার যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাদ গিয়েছে ২.৮ কোটি নাম। এর মধ্যে নথিভুক্ত ঠিকানা থেকে স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা সর্বাধিক, ২.১ কোটি। মারা গিয়েছেন এমন ভোটারের সংখ্যা ৪৬.২ লক্ষ। ডুপ্লিকেট ভোটারের সংখ্যা ২৫.৪ লক্ষ। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক নভদীপ রিনওয়া জানিয়েছেন, এসআইআরের আগে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫.৪ কোটি। এসআইআরের পর খসড়া

**এসআইআর**

তালিকায় নাম রয়েছে ১২.৫ কোটি ভোটারের। রিনওয়া জানিয়েছেন, খসড়ায় যাঁদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে ৮.৫ শতাংশ ভোটারের ম্যাপিং করা যায়নি। তাঁরা মঙ্গলবার থেকেই নোটিশ পাবেন। চূড়ান্ত তালিকায় যাতে তাঁদের নাম থাকে তার জন্য তাঁদের যে কোনও একটি নথি দেখাতে হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে শুনানি। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৬ মার্চ।

বিজেপির অস্বস্তির আরও একটি কারণ, যেখান থেকে সবথেকে বেশি নাম বাদ গিয়েছে সেগুলি বিজেপির দুর্গ বলে পরিচিত। সংখ্যালঘু এলাকায় নাম বাদ গিয়েছে কম। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের কটাক্ষ, উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি বিধানসভায় গড়ে ৬০ হাজার করে ভোট কমছে বিজেপির। যা বাদ পড়েছে তার বেশিরভাগই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিজের পকেট ভোট। সবথেকে বেশি নাম বাদ পড়েছে লখনউয়ে। সেখানে বাদ পড়েছে ৩০.০৫ শতাংশের নাম। তারপর রয়েছে যথাক্রমে গাজিয়াবাদ, বলরামপুর, কানপুর নগর এবং মিরাট। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের এসআইআর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তামিলনাড়ুতে বাদ গিয়েছে ৯৭.৩ লক্ষ এবং গুজরাটে ৭৩.৭ লক্ষ। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। দলের প্রদেশ সভাপতি অজয় রাই বলেন, ‘তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যে এসআইআরের জন্য মাত্র একমাস সময় দেওয়া হয়েছে তা অযৌক্তিক। কেরলের মতো ছোট রাজ্যকে একমাস সময় দেওয়া হয়েছিল। ২০০২-০৩ সালের মতো উত্তরপ্রদেশকে এবারও অন্তত ৫-৬ মাস সময় দেওয়া উচিত ছিল।’



## প্রয়াত কালমাডি

**পুনে, ৬ জানুয়ারি :** দীর্ঘ রোগভোগের পর মঙ্গলবার ভোরে প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি-খ্যাত সুরেশ কালমাডি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি পুনের দীননাথ মঙ্গেশকার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। এদিন বিকালেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন এই আধিকারিক ১৯৭৭ সালে যুব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। একাধিকবার রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদ হয়েছিলেন। তবে তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে। ১৯৯৬-২০১২ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ২০০০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত এশিয়ান অ্যাথলিটস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন সুরেশ কালমাডি। ২০১০ সালে দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজনে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। আঙুল ওঠে কালমাডির দিকে। ২০১১ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তারপরই কালমাডিকে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়। ১০ মাস তিহার জেলে বন্দি ছিলেন তিনি।

## খতম গ্যাংস্টার

**লখনউ, ৬ জানুয়ারি :** পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হল উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেড়ি গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত গ্যাংস্টারের। নিহত তালিব ওরফে আজম খানের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, ডাকাতি, গাড়িচুরি সহ ১৭টি অপরাধের মামলা রয়েছে। তার মাথার দাম ছিল ১ লক্ষ টাকা।

গত বছর ১৫ ডিসেম্বর সকালে টিউশন যাওয়ার পথে দুই নাবালিকাকে আখের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে তালিব এবং তার দুই সঙ্গী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিন অভিযুক্তকে ধরতে লখিমপুর খেড়ির দিয়ারা সেতুর কাছে জড়ো হয় পুলিশবাহিনী। দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে জখম হয় তালিব। পালিয়ে যায় সলমন ও মুখতার। তালিবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার।

# হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ, দোকানিকে খুন বাংলাদেশে

**ঢাকা, ৬ জানুয়ারি :** সংসদ নির্বাচনের দিন যত কাছে আসছে, ততই যেন সংখ্যালঘু হিন্দুদের বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। খুন, ধর্ষণ, মারধর, অত্যাচার কিছুই বাদ যাচ্ছে না। প্রতিদিন হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বাড়বাড়ন্তে অসন্তুষ্ট ভারত। সোমবার নরসিংদি জেলার শিবপুর উপজেলার সন্ধ্যারচর এলাকার একটি মুদিখানা দোকানের মালিক শরৎমণি চক্রবর্তীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়।

শরৎমণির আগে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার আরুয়া গ্রামের বরফকল ব্যবসায়ী ও একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে প্রথমে গুলি তারপর নলি কেটে খুন করা হয়। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের নদীপাড়া এলাকায় এক হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করে গাছে বেঁধে মারধরের ঘটনা ঘটে। তাঁর মাথার চুলও কেটে দেওয়া হয়। ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ জন হিন্দুকে খুনের ঘটনা সামনে এল।

২০২৪ সালে শেখ হাসিনার পতন ও দেশান্তরী হওয়ার পর থেকেই পদ্মাপারে অস্থিরতা চরমে উঠেছে। প্রায় প্রতিদিনই হিন্দুদের জান-মালের ওপর হামলা চলছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভারতবিদ্বেষ। এই পরিস্থিতিতে ভোটের ময়দানেও সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নির্বাচনি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামি বার্তা দিচ্ছে, প্রাণে বাঁচতে গেলে হিন্দুরা যেন (দাঁড়িপাল্লা) জামায়াতের নির্বাচনি প্রতীকে ভোট দেন। অপরদিকে বিএনপি-র হুংকার, জামায়াতেকে ভোট দিলেও সুবিধা হবে না বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের। তাই দাঁড়িপাল্লার বদলে তাঁরা যেন ধানের শিষকে (বিএনপি-র নির্বাচনি প্রতীক) ভোট দেন। আবার বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ময়দানে সেগুলি রাজনৈতিক ইস্যু করছে বিজেপি। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভোট রাজনীতির ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছেন।

এদিকে ভারতের তরফে বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, এই ঘটনাগুলিকে শুধুমাত্র অতিরঞ্জিত সংবাদ বা রাজনৈতিক হিংসা বলে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

এই অবস্থার মধ্যে হাদির ইনকিলাব মঞ্চ মঙ্গলবার ঢাকায় একটি মিছিল বের করেছিল। তাতে হাদি হত্যার বিচারের পাশাপাশি



- ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ জন হিন্দুকে নৃশংসভাবে খুন
- ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের নদীপাড়া এলাকায় এক হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ
- বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয়দের ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের দাবি ইনকিলাব মঞ্চের
- হাদি হত্যাকাণ্ডে ১৭ জনের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট

বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয়দের ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের দাবিও তোলা হয়েছে। তাদের দাবি, হাদির ঘাতকরা ভারতের আশ্রয়ে রয়েছে। তাদের ফিরিয়ে আনতে ঢাকার উচিত আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হওয়া। ভারত অবশ্য আগেই ওই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল। এদিন শাহবাগে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মার্চ ফর জাস্টিস বেরোয়। হাদি হত্যার তদন্ত ঢিমে তালে এগোচ্ছে বলেও ক্ষোভপ্রকাশ করেন তাঁরা।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ পুলিশের তরফে হাদি হত্যাকাণ্ডে ১৭ জনের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট দাখিল করেছে। বলা হয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে অধুনা নিষিদ্ধ আওয়ামি লিগের হয়ে ওই হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে।

## হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া

**নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি :** নিঃশ্বাস নিতে কষ্টের কারণে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হল কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে। সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে ভর্তি করা হয়। তাঁকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। হাসপাতালের চেয়ারম্যান অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন, প্রবল ঠান্ডা ও দিল্লির দূষণের কারণে সোনিয়া গান্ধির ফুসফুসজনিত সমস্যা সামান্য বেড়েছে। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। গত মাসেই ৮০তে পা দিয়েছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন। গত বছর জুন মাসেও পেটে সংক্রমণের কারণে সোনিয়া গান্ধিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

## আট রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি

**নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি :** হাড়কাঁপানো শীতে জবুথবু গোটা উত্তর ভারত। পাহাড়ি এলাকাগুলিতে রেকর্ড তুষারপাত আর সমতলে হাড় হিম করা উত্তুরে হাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন। মৌসম ভবন ইতিমধ্যে পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ সহ আটটি রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে। সোমবার উত্তরাখণ্ডের মুনসয়ারিতে পারদ নেমেছে হিমাঙ্কের ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে, যা এই মরশুমের শীতলতম দিন। কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রীতেও তাপমাত্রা যথাক্রমে হিমাঙ্কের ২৩ এবং ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রয়েছে। গুলমার্গ ও হিমাচলের লাহুল-স্পিতিতে বইছে প্রবল তুষারঝড়। পাহাড়ের এই কনকনে ঠান্ডার রেশ এসে পড়েছে সমতলে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গিন যে, কুয়াশা ও তীব্র শীতের দাপটে যথাক্রমে ২০টি এবং ২৪টি জেলায় স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে টানা তিন দিন তাপমাত্রা শূন্যের নীচে। মধ্যপ্রদেশের নওগাঁওয়ে পারদ ঠেকেছে মাত্র ১ ডিগ্রিতে। ঘন কুয়াশার কারণে ভোপাল ও খাজুরাহোতে দৃশ্যমানতা ২০ মিটারের নীচে নেমে আসায় যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। বিহারের ৩০টি জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।



ক্যামেরায় বন্দি... মঙ্গলবার তিরুবনন্তপুরমে।

# ফের অশান্ত নেপাল

**রক্সৌল, ৬ জানুয়ারি :** সামাজিক মাধ্যমে একটি বিতর্কিত ভিডিও ঘিরে উত্তাল নেপালের ধনুশা ও পারসা জেলা। রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে পারসার বীরগঞ্জ। অশান্তির আঁচ রুখতে ভারত-নেপাল সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে সশস্ত্র সীমা বল (SSB)। সিল করে দেওয়া হয়েছে বিহারের রক্সৌল সংলগ্ন ভারত-নেপাল সীমান্ত। জরুরি পরিষেবা ছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য সব বন্ধ ।

সূত্রের খবর, ধনুশা জেলার দুই তরুণ টিকটকে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। অভিযোগ, তাতে বিশেষ ধর্মের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য ছিল। ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে হতেই বিপত্তি। স্থানীয়রা অবশ্য দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাতে উত্তেজনা কমেনি। অভিযোগ, ভাঙচুর চলেছে একটি উপাসনালয়ে। এরপর দু’গোষ্ঠীই রাজপথে নামে। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ হয় বীরগঞ্জ শহর সংলগ্ন এলাকায়।

বিক্ষোভের আঁচে বীরগঞ্জ অগ্নিগর্ভ। মারমুখী জনতা পুলিশের ওপর পাথর ছোড়ে। ভাঙচুর চালায় স্থানীয় থানায়। পরিস্থিতি সামালাতে পুলিশ ডজন খানেক কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। পারসা জেলা প্রশাসন বীরগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফিউ জারি করে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, কার্ফিউ চলাকালীন নিয়ম ভাঙলে ‘দেখা মাত্র গুলি’ করা হবে।

নেপালের সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার আঁচ বিহার বা উত্তরবঙ্গে যাতে না পড়ে, সেজন্য এসএসবি মৈত্রী সেতু সহ একাধিক সীমান্ত এলাকায় টহল কয়েকগুণ বাড়িয়েছে সেনা। মোতায়েন করা হয়েছে ডগ স্কোয়াড। নেপালে কর্মরত ভারতীয়রা প্রাণভয়ে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। বীরগঞ্জের পরিস্থিতি থমথমে। নেপাল প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সামাজিক মাধ্যমে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

## তথ্য পাচারে ধৃত ২

**চণ্ডীগড়, ৬ জানুয়ারি :** পাকিস্তানে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে পঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক। গত এক বছর ধরে বিভিন্ন মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল সে। প্রাথমিক অনুমান, সেনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করা হয়েছে। পহলগাম হামলার সঙ্গে ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা।

অন্যদিকে, হরিয়ানার আম্বালা থেকে ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক তরুণকে। ধৃতের নাম সুনীল। পুলিশ জানিয়েছে, হানিট্র্যাপের ফাঁদে পড়েছিলেন সুনীল। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সরঞ্জাম তৈরির কোম্পানিতে কাজ করায় বিমান ঘাঁটিতে প্রবেশের অধিকার ছিল তাঁর। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তাঁর কাছ থেকে তথ্য হাতানো হত।

## প্রশ্ন হাইকোর্টের

**মাদুরাই, ৬ জানুয়ারি :** পাহাড়ের চূড়ায় প্রদীপ জ্বললেই কি আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়? নাকি এর পিছনে রয়েছে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারকে এমনই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। মাদুরাইয়ের তিরুপারাঙ্কুন্দ্রম পাহাড়ের চূড়ায় একটি প্রাচীন পাথরের স্তম্ভে ‘কার্তিগাই দীপম’ (কার্তিক পূর্ণিমার প্রদীপ) জ্বালানোর অনুমতি দিয়ে বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, প্রদীপ জ্বালালে শান্তিভঙ্গ হয়, প্রশাসনের এমন যুক্তি শুধু হাস্যকর নয়, বরং অবিশ্বাস্য।

মঙ্গলবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের বিচারপতি জি জয়চন্দ্রন এবং বিচারপতি কেকে রামকৃষ্ণনের ডিভিশন বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এর আগে আদালতের একক বেঞ্চও প্রদীপ জ্বালানোর পক্ষে রায় দিয়েছিল, যাকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছিল এমকে স্ট্যালিন সরকার। এদিন সেই আবেদন খারিজ করে আদালত।

মামলার শুনানিতে তামিলনাড়ু সরকার, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় দরগা কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ওই স্তম্ভটি একটি দরগার খুব কাছে অবস্থিত। সেখানে প্রদীপ জ্বালালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে এবং দীর্ঘদিনের প্রথা লঙ্ঘিত হবে। এই যুক্তি শুনে আদালত তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে দেবস্থানমের প্রতিনিধিরা একটি স্তম্ভে প্রদীপ জ্বাললে জনজীবনে শান্তি বিঘ্নিত হবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। শান্তি তখনই বিঘ্নিত হতে পারে, যদি রাষ্ট্র নিজে তার পৃষ্ঠপোষকতা করে। আমরা আশা করি, কোনও সরকারই নিজস্ব রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে এই পর্যায়ে নামবে না।’

# খালিদের জামিন খারিজে উত্তাল জেএনইউ

**নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি :** দশ বছর আগে ২০১৬ সালে বাম ছাত্র রাজনীতির অন্যতম ঘাঁটি জেএনইউ বা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ‘দেশদ্রোহী’ স্লোগান বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, ২০২৬-এর শুরুতে যেন সেই একই চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি দেখল দেশ। সোমবার রাতে জেএনইউ ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে ওঠা কিছু উসকানিমূলক ও বিতর্কিত স্লোগানকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতি ফের উত্তাল।

তবে এবারের এই স্লোগান কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামের জামিন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেওয়ার পরই এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ২০১৬ সালের বিতর্কেও অন্যতম মুখ ছিলেন উমর খালিদ। স্লোগান দেওয়ার ঘটনায় এফআইআর করতে চেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে বসন্তকুঞ্জ থানার স্টেশন হাউস অফিসারকে চিঠি লিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক।

গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই স্লোগান দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে, ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’ বা ‘আরবান নকশাল’রা আজও ক্যাম্পাসে সক্রিয়। অন্যদিকে, কংগ্রেস ও বামপন্থীরা সরাসরি স্লোগানের ভাষা সমর্থন না করলেও একে ‘গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ’ হিসেবে দেখছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, সামনেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন বা বাজেটের আগে এই ধরনের ইস্যুকে সামনে এনে সরকারবিরোধী হাওয়াকে অন্য পথে ঘোরানোর চেষ্টা চলছে।

এদিকে বারবার জামিনের আর্জি নাকচ হওয়া কারাবন্দি ছাত্র উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামের উদ্দেশে জানকি নায়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক অধ্যাপিকা যে খোলা চিঠি



লিখেছেন তা যেন একদশকের জমে থাকা রাজনৈতিক যন্ত্রণার দলিল। তিনি লিখেছেন, ‘মুক্তির আলোয় আবারও আমাদের মাঝে ফিরে এসো।’ এই একটি বাক্যই দিল্লির কনকনে ঠান্ডাতেও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। উমর ও শার্জিলের প্রতি তাঁর এই সংহতি শুধু ব্যক্তিগত স্নেহ নয়, বরং এক গভীর রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

ওই শিক্ষিকার মতে, ক্যাম্পাস আজও তাঁদের অভাব অনুভব করে। সেমিনারকক্ষ থেকে ক্যান্টিন— সর্বত্রই যেন এক অদ্ভুত শূন্যতা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বার্তাটি এমন এক সময়ে এল যখন সুপ্রিম কোর্ট একাধিকবার উমর ও শার্জিলের জামিন খারিজ করেছে।

সরকারের চোখে যাঁরা ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি’, তাঁদের প্রতি একজন শিক্ষকের এই প্রকাশ্য সমর্থন সরাসরি প্রশাসনের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিকে একপ্রকার নৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। গত দশ বছরে জেএনইউ অনেকটাই বদলে গিয়েছে।

কঠোর নজরদারি আর সিসিটিভি ক্যামেরার ভিড়ে সেখানে ছাত্র রাজনীতি এখন অনেকটা কোণঠাসা। কিন্তু এই শিক্ষকের বার্তা প্রমাণ করে দিল, কারান্তরালে থাকা ছাত্রদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের সহানুভূতি আজও ম্লান হয়নি।

# ফের জুটি বাঁধছেন ঋতুপর্ণা-প্রসেনজিৎ

টালিগঞ্জে তেমনই খবর। সম্প্রতি বিজয়নগরের হীরে ছবির ডাবিংয়ে গিয়ে প্রসেনজিতের সঙ্গে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের দেখা হয়। সেখানেই দুজনের আগামী ছবি নিয়ে কথা হয়। এর মধ্যে মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি ঘুরতে থাকে। তার মধ্যে একটি ছবিতে দেখা যায় কৌশিক ও প্রসেনজিৎ গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। তাতে আবার ভিডিও কলে যোগ দিয়েছেন ঋতুপর্ণাও। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনজনকেই। ফলে দুজনের একসঙ্গে ছবি করার জল্পনা আরও জল-হাওয়া পেল। দুজনই কৌশিকের ছবি অযোগ্যতে শেষবার একসঙ্গে পর্দায় এসেছিলেন।

পরিচালকের সঙ্গে ঋতু-প্রসেনজিতের এতগুলো ছবি দেখার পর মনে করা হচ্ছে, কৌশিকেরই আগামী ছবিতে দুজন আবার আসবেন। ঋতুপর্ণা-প্রসেনজিৎ টালিগঞ্জের অন্যতম সফল এক জুটি। অজস্র হিট ছবি তাঁরা করেছেন। মাঝে অনেকদিনের বিচ্ছেদ পর্ব। আবার শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের জুটির ছবি প্রাক্তনে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন। ছবি হিটও হয়। পরে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণ, অযোগ্যতে তাঁদের দেখা যায়। প্রসেনজিৎ ওয়েডস ঋতুপর্ণাতেও ক্যামেও করেছিলেন তাঁরা। আবার কৌশিকের ছবি দিয়েই তাঁরা একসঙ্গে ফিরছেন।

# বাংলা সিনেমার জন্য নতুন ছক ভাবছেন দেব

পরিচালক শিবপ্রসাদ আর নন্দিতা ভেলকিটা দেখিয়েছিলেন। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা জুটিকে ফিরিয়ে এনে দুর্দান্ত একটা ধামাকা দিয়েছিলেন। সে সময় 'প্রাক্তন' যা রোজগার করে, বাংলার বক্স অফিস বহুদিন আর তেমন রোজগার চোখে দেখেনি।

রানা সরকার অবশ্য তেমন কিছু করেননি, ২০১৫ সালে শুটিং হওয়া একটা ছবিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এতদিন পরে সমস্ত সংকট আর জট কাটিয়ে সামনে এসেছিল 'ধূমকেতু'। দেব আর শুভশ্রী তখন ঠিক করে নিয়েছেন যে, তাঁদের পথটা আলাদা হবে। তাঁরা আর একসঙ্গে ছবি করবেন না। প্রেম ভেঙে চুরমার। যে যার কেরিয়ারে, আর সংসারে আবার গুছিয়ে বসেছেন। এমন সময় ধূমকেতুর মতো আবারও ছন্দপতন। কিংবা নতুন ছন্দের শুরু। তারপর থেকে তো বস্তাপচা, মরচে পড়া সেই কবেকার ইমোশনগুলো সামনে টেনে এনে লাগাতার মার্কেটিংয়ের চেষ্টা। এবং এও সত্যি, দারুণভাবেই ক্লিক করে গেল ছবিটা। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণাকে নিয়ে এর পরেও ছবি হয়েছে। তবে 'প্রাক্তন'কে ছুঁতে পারেনি সে সব ছবি।

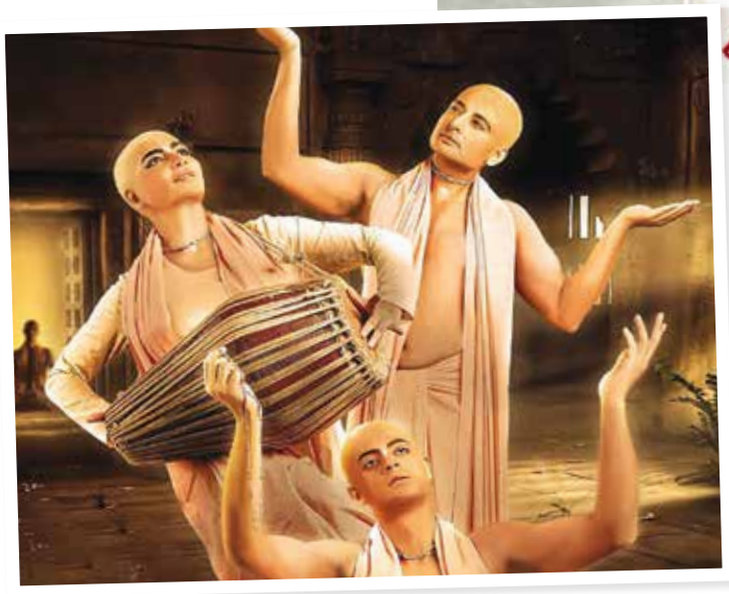

দেব আর শুভশ্রীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। দেব যখন 'ধূমকেতু'র জন্যে শুভশ্রীর মুখে 'লাবণ্য কম', 'দুই সন্তানের মা'—এমন নানান গলতি দেখতে পাচ্ছেন, আর একের পর এক তাঁদের পালটা তরজা জমে উঠছে, ঠিক তখনই দৈব সহায় হয়ে গেল। দেবের 'প্রজাপতি ২' আর শুভশ্রীর 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

দুজনের আবার টক্কর শুরু। দুটো ছবির মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হতেও দেরি হল না। মিডিয়াতেও দুটো ছবি, মানে দুজনের শত্রুতা আবার ফলাও করে ছাপা হতে লাগল।

আর ঠিক সেই শত্রুতার আবহেই আগামী পুজোতে নিজের জায়গা ফের পাকা করে ফেললেন দেব। শুভশ্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধে ছবি আসবে, এই ঘোষণাটা আগেই হয়েছে। কিন্তু তার একটা প্রেক্ষাপটও আছে। সম্প্রতি ইম্পাতে প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতাদের জমাট মিটিং বসেছিল। সেখানে দেব বনাম বাংলা সিনেমা— অবস্থাটা এমন দাঁড়াল। কারণ দেব চাইছেন না যে, স্ক্রিনিং কমিটি থাক। বাকিরা চাইছেন। দেব একা একপাশে সরে যাচ্ছেন। দেব চাইছেন, নতুনরাও প্রাইম ডেট পান। বাকিরা বলছেন, দেব তাহলে নিজের একটা ডেট ছাড়ুন।

এবার তাহলে দেবের দেখানোর পালা। মানে উত্তর দেওয়ার। সেই উত্তরটাই তিনি দেবেন, আসছে পুজোয়। শুভশ্রীকে পাশে নিয়ে আবারও বাংলার হারিয়ে যাওয়া জুটি সংস্কৃতিটা ফেরাতে চেষ্টা করছেন নিশ্চয়ই। যদি পারেন, তাহলে ছক্কা হাঁকাবেন। কারণ ভক্তরা একেবারে উন্মুখ। এটাও ঠিক, দেব পারলে সেটা কিন্তু বাংলা সিনেমার সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্টও হয়ে দাঁড়াবে।

## অস্কারে হোমবাউন্ড চূড়ান্ত হওয়ার পথে

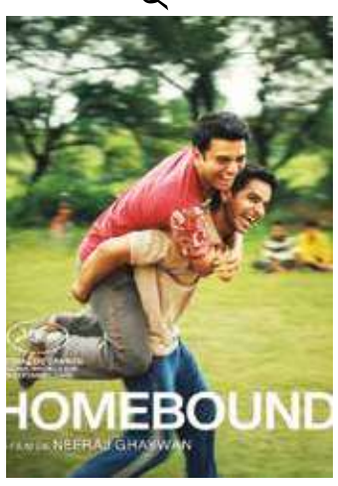


২০২৬ সালের অস্কারে ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি 'হোমবাউন্ড' প্রথম ১৫ জনের তালিকায় এসেছে। চূড়ান্ত মনোনয়ন হবে ২২ জানুয়ারি। অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস প্রথম ১৫টি শর্ট লিস্টেড ছবির তালিকা প্রকাশ করেছে। আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ব্রাজিল, ইরাক, জার্মানি, জাপান, জর্ডন, নরওয়ে, প্যালেস্তাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, সুইজরল্যান্ড, তাইওয়ান, তিউনিশিয়ার ছবির মধ্যে হোমটাউন আছে। ছবিটি আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ সাড়া ফেলেছে। কান, টরেন্টো, মেলবোর্নে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। শোহেব ও চন্দন, দুই বন্ধু। ছোট থেকে স্বপ্ন দেখেছে পুলিশ হওয়ার। তারপরই নানা ঘটনা, দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে তারা যায়, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সেই স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারে কিনা তাই নিয়েই ছবি। ছবিতে আছেন ইশান খট্টর, বিশাল জেটওয়া, জাহ্নবী কাপুর প্রমুখ।

## সাদা-কালো প্রেমে বনি, স্বস্তিকা

ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল ছবির গান 'আমি' বার বার মুক্তি পেল। সাদা-কালো যুগের পোশাক, মেকআপ, আর সেই স্বাদের গানে নায়ক-নায়িকা বনি সেনগুপ্ত ও স্বস্তিকা দত্তর প্রেম এই ছবির জন্য দর্শকদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল। ছবির পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায়। প্রযোজক উইন্ডোজ। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রথমবার এই ধারার ছবি করছেন। কাজল চট্টোপাধ্যায় ও অর্ণব দত্তর গাওয়া এই গানের সহজ সুর অতীতের সেই সহজ প্রেমের দিনগুলোয় নিয়ে যায়। ছবিতে মিমি চক্রবর্তী, সোহম মজুমদার, শ্রুতি দাস, রজত গঙ্গোপাধ্যায়, অনামিকা সহা প্রমুখকে দেখা যাবে।

## ছয় ডিগ্রিতে রাতে দার্জিলিং ম্যালে অঙ্কুশ, ঐন্দ্রিলা

যখন কনকনে ঠান্ডায় মানুষ লেপের ভিতরে চলে যেতে চাইছে, তখন অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা অন্য পরিকল্পনা করেছেন। দার্জিলিং ম্যালে রাতে 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' ছবির টিম নিয়ে শীতকে ছুঁয়ে দেখলেন ওঁরা। ৯ জানুয়ারি ছবি মুক্তি পাবে। তারই প্রচার চলছে জোর কদমে। সেই প্রচারের অঙ্গ গানও। টিমের সঙ্গে ছিলেন শিলাজিৎ ও দুর্নিবার সাহা। তাঁদের গানে জমে যাচ্ছে অনুষ্ঠান, ভিড় করছেন মানুষ। উত্তরবঙ্গ সফর করছে ছবির টিম। অনুষ্ঠানের পর সেই রাতে হোটেলে না ফিরে সবাই ম্যালে ঘুরলেন। সে রাতের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী হল শিলাজিতের হাতযশে। কখনও ঐন্দ্রিলা হাসছেন, কথা বলছেন, কখনও অঙ্কুশের হি হি কাঁপুনি—সবই ক্যামেরায় এসেছে। প্রচার হোক, বা নেহাত মজা—টিমের বন্ডিং কিন্তু অটুট।

## ইক্কিস, পাকিস্তানিরা বিশ্বাসঘাতক বিজ্ঞপ্তিতে বিরক্ত

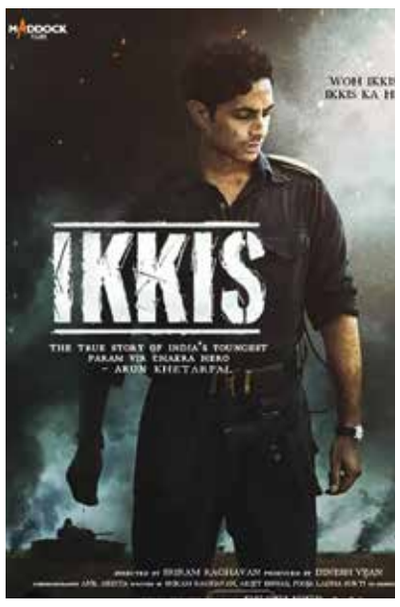


ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ সেনানায়ক অরুণ ক্ষেত্রপালের বায়োপিক ইক্কিস মুক্তি পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে অরুণ শহিদ হন। মরণোত্তর পরমবীর চক্র পেয়েছিলেন তিনি। এই যুদ্ধে পাক ব্রিগেডিয়ার কে এম নিসার শহিদ অরুণের বাবা মদনলালকে লাহোরে তাঁর জন্মভিটে দেখাতে নিয়ে যান। অরুণ কোথায় কীভাবে বীরের মতো শহিদ হন, তাও দেখান। দু-দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে এবং নিসারের মানবিক দিকটি তুলে ধরতে ইক্কিস ছবিতে 'ডিসক্লেমার' দেওয়া হয়েছে, 'এই এম নিসার নিঃসন্দেহে মহানুভব। তবে আমাদের প্রতিবেশী দেশ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমাদের জওয়ান ও নিরীহ নাগরিকদের সঙ্গে বারবার নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করেছে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের সব সময় সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে হবে।'

এই 'ডিসক্লেমার' থেকেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। একদল মানুষ পাকিস্তানীদের বিশ্বাসঘাতক বলায় আপত্তি করেছে। এখন পাকিস্তান বিরোধী এই ডিসক্লেমারের জন্য ইসলাম রাষ্ট্রে ইক্কিস নিষিদ্ধ না হয়ে যায়! ঠিক যে কারণে ধুরন্ধর ওইসব দেশে দেখা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, ইক্কিস ছবিতে মদনলাল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র, অরুণের চরিত্রে অগস্ত্য নন্দা।

## একনজরে সেরা

### কার্তিকের প্রেম

গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছিলেন কার্তিক আরিয়ান। সঙ্গে এক মহিলার ছবি—দুজনের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড, পোজ, বীচ এক। ফলে জল্পনা শুরু—কার্তিক কি প্রেম করছেন? জানা গিয়েছে ইনি করিনা কুবিলিয়ত, গ্রিসের বাসিন্দা। কলেজে পড়েন, বয়স ১৮। এই কারণে ৩৫-এর কার্তিকের সমালোচনা হলে তিনি করিনাকে 'আনফলো' করে দিয়েছেন।

### দূষণে হিনা

মুম্বইয়ে দূষণের মাত্রা এতটাই যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তা বেশ ক্ষতিকর। ইনস্টাগ্রামে এর স্ক্রিনশট শেয়ার করে অভিনেত্রী হিনা খান লিখেছেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বারবার কাশি হচ্ছে। দূষণের কারণে বাইরে বেরোনো এবং কাজ করা প্রায় বন্ধ করে দিতে হয়েছে।' উল্লেখ্য, হিনার ক্যানসার হয়েছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা।

### পরিকল্পনা নেই

লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ছবিতে মহাপ্রভুর চরিত্র করে দর্শকের নজর কেড়েছেন দিব্যজ্যোতি দত্ত। নতুন কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সিনেমা, টিভি, ওটিটি, সব জায়গায় কাজের প্রস্তাব পেয়েছি। সবার কাছে সময় চেয়েছি।' ছোটপর্দায় ফেরা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'কী করব, তা এখনও ঠিক করিনি।' প্রসঙ্গত, মহুয়া রায়চৌধুরির বায়োপিকও তিনি করছেন না।

### ওদের জন্য

পথকুকুর ও বিড়ালদের জন্য শ্রীলেখা মিত্র ও তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা নিতে বলছেন অন্যদের। শ্রীলেখার কথায়, 'রাস্তায় বস্তা, জামা বা বিছানার ব্যবস্থা করেছি।' তথাগতর বক্তব্য, 'পাখিদের জন্য পিচবোর্ডের ঘর করে দিন। পুরনো চট, কম্বল, কার্পেট রাস্তায় বিছিয়ে দিন। খেতে দিন। রাতে গ্যারাজে থাকতে দিন। গাড়ি বার করার আগে হর্ন দিন, যাতে ওরা চাপা না পড়ে। শীতে ওদেরও কষ্ট হয়।'

### নাড়ুর জন্য ইমন

গায়িকা ইমন চক্রবর্তীর গাড়ি চালান নাড়ু। তিনি সম্প্রতি কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন। উপহার হিসেবে তাঁকে প্লেনে চড়ালেন ইমন। নাড়ু বলেছেন, এয়ারপোর্টে আগে বাইরে থেকে ঘুরে চলে এসেছি। প্লেনে ওঠার পর নীচে তাকিয়ে দেখলাম, একরাশ মেঘ জমেছে। বাগডোগরায় নেমে আলিপুরদুয়ারে যাব। ইমন বলেছেন, আশীর্বাদ করুন ও যেন মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করতে পারে।

# রণবীরের সঙ্গে রম-কম, হাসলেন দীপিকা

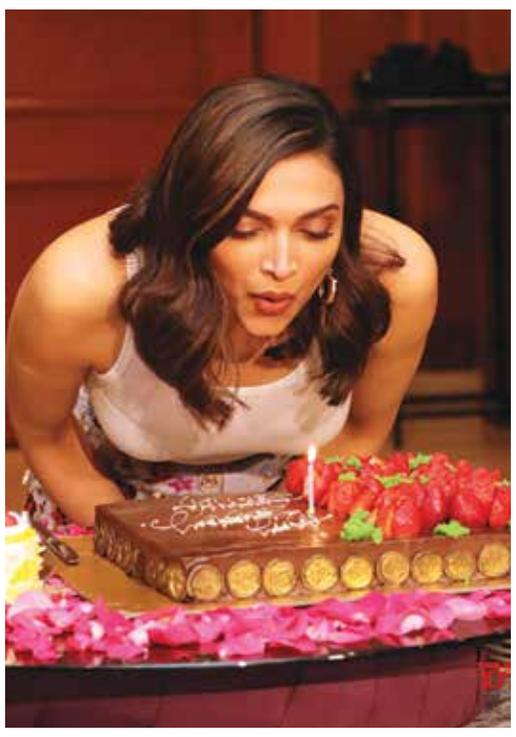

একদিন আগে ৪০ বছরে পা দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। তার আগে প্রি-বার্থডে পার্টি আয়োজন করেছিলেন তিনি। সেখানে ফ্যানদের সঙ্গে বেশ খোলামেলা কথা বলেন। উঠে আসে, তাঁর রম-কম ধারার ছবির প্রতি দুর্বলতা, রণবীর সিং এবং রণবীর কাপুরের প্রসঙ্গও। এক অনুরাগীর প্রশ্নের উত্তরে দীপিকা বলেন, 'আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি আমি রম-কম ছবিতে কাজ করব। এই ধারার ছবি আমার খুব পছন্দের—অভিনেত্রী এবং দর্শক দুভাবেই।' কে নায়ক হবেন এমন ছবিতে? শাহরুখ খানের নাম এল, রণবীর সিংয়ের নাম আসায় তীব্র চিৎকার ও হাততালিতে ঘর প্রায় ফেটে পড়ল। রণবীর কাপুরের নাম যখন এল, দীপিকার মুখে তখন নরম হাসি। অনুরাগীরা তাঁকে বলেছেন ওটিটি নয়, তিনি বড়পর্দার জন্যই তৈরি। ছবি প্রযোজনা করার বিষয়ে বলেছেন, 'আমি এবং আমার টিম ক্রমাগত প্রেমের গল্প, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখছি, পড়ছি, কিন্তু মনে হয়, অন্য অনেক প্রযোজক এইসব বিষয়ে এখন ভালো কাজ করছেন।' হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়নি, তবে রণবীর কাপুরের সঙ্গে তাঁর একটি রোমান্টিক ছবির কথা বেশ কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল। ছবিটি রাজ কাপুরের ছবি চোরি চোরি থেকে নেওয়া।

## ছোট্ট তারা

ফালাকাটা সুভাষপল্লির একটি বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ইনায়েত আহম্মেদ। অঙ্ক প্রতিযোগিতায় পাঁচ রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সে।

*নৃত্যের তালে তালে (উপরে)। ডুয়ার্স উৎসবে। জমে উঠেছে মেলা (নীচে)। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

### ডুয়ার্স উৎসবের

## আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মঙ্গলবার ডুয়ার্স উৎসবের শিশু কিশোর মঞ্চে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পথশিশুদের আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়েছে।

## লোকনৃত্য

ডুয়ার্স উৎসবের মূল মঞ্চে মঙ্গলবার সকালে একক লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জন প্রতিযোগী এখানে অংশ নিয়েছিলেন।

## সংবর্ধনা

ডুয়ার্স উৎসবে বসা একটি খাবারের স্টলের উদ্যোগে মঙ্গলবার সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়। ৫০ থেকে ৬০ জন সাফাইকর্মীকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

## রকমারি চা

এই শীতে এক কাপ চা খেতে কার না ভালো লাগে। তবে শুধু লাল চা বা দুধ চা নয়, এবছর ডুয়ার্স উৎসবের প্রাঙ্গণে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন স্বাদের চা। তন্দুরি চা, মশলা চা, কেশর চা আরও কত কী। উৎসব প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে অনেকে এই চায়ের স্টলে একবার করে ঢুঁ মারছেন।

## ম্যাপ আঁকা

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে ভারতের ম্যাপ আঁকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। প্রথম দিন ১৮ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। ১০ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হবে।

*তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

### একদিকে উৎসব, অন্যদিকে আন্দোলন

# নিন্দার ঝড় শহরজুড়ে

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** একদিকে প্যারেড গ্রাউন্ডে ডুয়ার্স উৎসব, আর আরেকদিকে জেলা প্রশাসনিক ভবনকে রেখে ডুয়ার্সকন্যার সামনে চলছে শ্রমিকদের আন্দোলন। মেরিকো টি কোম্পানির বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা বকেয়া মজুরির দাবিতে সোমবার থেকে আন্দোলন করছেন।

জেলা সদরে এরকম লাগাতার আন্দোলন আগে দেখা যায়নি বলে দাবি সকলের। শীতের রাতে একদিকে অনেকেই ঘরবন্দি অবস্থায়। অনেকেই আবার ডুয়ার্স উৎসবে শামিল হচ্ছেন। আর শ্রমিকদের আন্দোলন চলছেই। এই নিয়ে জেলা শহরে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিভিন্ন মোড়ের আড্ডা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই চর্চা উঠে আসছে।

মঙ্গলবার এই নিয়ে আলিপুরদুয়ারের সমাজকর্মী তথা অধ্যাপক অভিজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'একদিকে অনুষ্ঠান দেখছি, আর আরেকদিকে শ্রমিকদের আন্দোলন দেখছি। এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে না।'

শহরের বিশিষ্টজনদের বক্তব্য, যে শীতে মানুষের ঘর থেকে বেরোনোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে খোলা আকাশের নীচে এই রকম আন্দোলন চলছে। প্রশাসন নির্বিকার। তাদের উচিত রাতে শ্রমিকদের থাকার জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া। অনেকের ধারণা, প্রশাসন হয়তো শ্রমিকদের সেই বিশ্বাসটাই অর্জন করতে পারছে না। অভিজিৎ সরকারের প্রশ্ন, 'কোথায় জনপ্রতিনিধিরা? তাঁদের তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।'

প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন আলিপুরদুয়ার প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত দাসও। তাঁর মতে, পুরো বিষয়টি অমানবিক। বললেন, 'মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত। ডুয়ার্স উৎসব তো আগেই শুরু হয়েছে। সেটা তো বন্ধ করা যায় না। তবে উৎসবের পাশে যেন আন্দোলন না হয় সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত। শ্রমিকদের বুঝিয়ে আন্দোলন তোলা দরকার। শীতে বিপদ হতে পারে অনেকের।'

শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিচ্ছেন ওই শ্রমিকদের কয়েকদিন আগের আন্দোলনের কথা। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন চা বাগানে সমস্যা রয়েছে। সেগুলো আগে মেটানো হচ্ছে না কেন সেটা ভাবা দরকার। শ্রমিকদের সমস্যা আগে মিটে গেলে তো আন্দোলন এতদূর আসত না। আন্দোলনের পিছনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ থাকে। সেটাও দেখা দরকার।'

ডুয়ার্স উৎসবের পাশেই এই আন্দোলন হওয়া নিয়ে তিনি আবার বলছেন, 'ডুয়ার্স উৎসব এই সময়ই হয়। এবারও হচ্ছে। এটা দেখতে খারাপ লাগছে যে, শ্রমিকদের আন্দোলনও এই সময়ই হচ্ছে।'

*ডুয়ার্সকন্যার সামনে চা শ্রমিকরা। মঙ্গলবার।*

এই শৈতপ্রবাহের মধ্যে যে শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন সেটা বেদনার বলে মত প্রাবন্ধিক পরিমল দে'রও। তিনি আবার বলছেন, 'ডুয়ার্সের মানুষ আন্দোলন করছে আবার ডুয়ার্স উৎসব চলছে। দুটো এক বিষয় নয়। তবে বিষয়টা দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে।' তাঁর মতে, 'উৎসব তো আগেই শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন যাতে না হয়, সেটা কেন্দ্র ও রাজ্যের উদ্যোগ নিয়ে দেখার দরকার ছিল।'

### সংক্রমণের আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দারা

# হাসপাতালের জলে ভাসছে বাড়ি

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** হাসপাতালের নালার জলে জলমগ্ন এলাকা। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়া এলাকায় একটি বাড়ির উপর দিয়ে নালার জল যাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নালার কাজ শুরু হতেই এই সমস্যার সূত্রপাত। বিশেষ করে হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর ভেঙে গিয়েই সংলগ্ন বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। হাসপাতালের নালার জল থাকায় রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন অনেকেই। বিষয়টি পুরসভা, স্থানীয় কাউন্সিলার সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবগত করেও সমস্যা মেটেনি বলে অভিযোগ।

রীতেশ ভৌমিক নামে এক স্থানীয়র কথায়, 'প্রায় এক মাস ধরে বাড়িতে হাসপাতালের নালার জল বয়ে যাচ্ছে। এর ফলে রোগজীবাণুর প্রভাব মারাত্মকভাবে হতে পারে। মাসখানেক আগে হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়ায় বাড়িতে জল ঢুকছে। বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, জেলা হাসপাতালে সাফাইকর্মীদের একটি পুরোনো কোয়ার্টারের জলের ট্যাংকের ত্রুটির জন্য অতিরিক্ত জলের অপচয় হয়। এদিকে, নালার কাজ শুরু হতেই সেই জল উপচে পড়ছে। সংলগ্ন এলাকার একটি প্রাচীরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখান দিয়েই জল স্থানীয়দের বাড়িতে ঢুকছে।

অনেকেরই আশঙ্কা, ট্যাংকের জল নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ধসে পড়তে পারে হাসপাতাল সাফাইকর্মীদের কোয়ার্টারের দেওয়াল।

স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগের পর সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সহ স্থানীয় কাউন্সিলার। ঠিকাকর্মীদের বিষয়টি নজরে আনা হয়েছে। বিশেষ করে পুরোনো কোয়ার্টারে ট্যাংক মেরামত করা সম্ভব না হওয়াতে সমস্যা রয়ে গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। নালার কাজের জন্য অনেক জায়গাতে জল জমছে। তবে দ্রুত সেই সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দ জয়সওয়ালকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। কাউন্সিলার বলেন, 'বিষয়টি দেখা হয়েছে। সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, বর্ষাকালে হাসপাতাল চত্বরে এক পশলা বৃষ্টিতেই নালার জল উপচে পড়ার অভিযোগ। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে নালার কাজ শুরু হয়েছে। নতুন নালার কাজ করতে গিয়ে একাধিক জায়গাতে জল আটকে পড়ছে। রাস্তা ও রাস্তা সংলগ্ন বাড়িতে সেই জল প্রবেশ করছে। তবে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মিলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে।

■ হাসপাতালপাড়া এলাকায় একটি বাড়ির উপর দিয়ে নালার জল যাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে

■ মাসখানেক আগে হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়ায় বাড়িতে জল ঢুকছে

■ বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি

**অভিযোগ পাওয়ার পরেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। নালার কাজের জন্য অনেক জায়গাতে জল জমছে। তবে দ্রুত সেই সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।**

**পরিতোষ মণ্ডল**
হাসপাতাল সুপার

## মা ক্যান্টিনের টেন্ডার

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বরে প্রস্তাবিত স্থায়ী মা ক্যান্টিন নির্মাণের কাজ আরও এক ধাপ এগিয়েছে। এই কাজের জন্য মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে টেন্ডার খোলা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে আধুনিক পরিকাঠামোয় স্থায়ী মা ক্যান্টিন গড়ে তোলা হবে। এখানে একসঙ্গে অন্তত ৬০ জন বসে খাবার খেতে পারবেন। রান্নার জন্য থাকবে পৃথক ব্যবস্থা। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাস থেকেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। এই ক্যান্টিন চালু হলে জেলা হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজন এবং দরিদ্র মানুষ উপকৃত হবেন।

### জরুরি তথ্য

## মজুত রক্ত

**মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি**

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ৩ |
| বি পজিটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ১০ |
| এবি পজিটিভ | - | ৪ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

# মেলায় হারালে ভরসা চাইল্ড কার্ড

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** বড় কোনও মেলা বা অনুষ্ঠানে ঘুরতে গিয়ে অনেক সময় ছোট বাচ্চারা তাদের অভিভাবকদের হাত ছেড়ে দেয়। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে তারা হারিয়েও যায়। তবে ডুয়ার্স উৎসবে ঘুরতে গিয়ে যদি কোনও বাচ্চা হারিয়ে যায়, তাহলে যাতে তাদের সহজে খুঁজে পাওয়া যায় সেজন্য অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। তারা চাইল্ড কার্ড বানিয়েছে।

উৎসব প্রাঙ্গণে ঢোকার সময় প্রতিটি খুদেকে এই কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডের মধ্যে বাচ্চাটির নাম, তার অভিভাবকের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর লেখা হচ্ছে। সেই কার্ডটি তার জামার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘুরতে এসে যদি কোনও বাচ্চা হারিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সেই বাচ্চাটিকে যাতে সহজে তার অভিভাবকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাই এই উদ্যোগ। শিশুর গায়ে থাকা ওই পরিচয়পত্র দেখে সহজে তার বাড়ির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। মঙ্গলবার বছর চারেকের আদ্রিক সাহাকে সঙ্গে নিয়ে ডুয়ার্স উৎসবে ঘুরতে এসেছিলেন তার মা পামেলি সাহা। আদ্রিকের জামায় এই কার্ড লাগানো ছিল। সেই কার্ডের বিষয়ে তার মা জানান, কোনও কারণে ভিড়ের মধ্যে যদি বাচ্চা হারিয়ে যায় তখন এই কার্ডের সাহায্যে তাকে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগের জন্য তিনি পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শান্তিনগরের অনিমেষ কুণ্ডু তাঁর পরিবার নিয়ে এদিন মেলায় এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর মেয়ে ও ভাইঝি ছিল। দুজনের গায়ে এই চাইল্ড কার্ড লাগানো থাকায় অনেকটা স্বচ্ছন্দে মেলায় ঘুরতে পারছেন বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, 'প্রতিবার ডুয়ার্স উৎসবে ঘুরতে এসে শুনি মাইকিং হচ্ছে যে, কোনও বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছে। এবছর এখনও পর্যন্ত তিনদিন উৎসবে এসেছি। কিন্তু এধরনের কোনও মাইকিং আমি শুনিনি।'

**প্রায় প্রতিটি ছোট শিশুর জামায় এই চাইল্ড কার্ড লাগানো রয়েছে। এই উদ্যোগে অভিভাবকদের সুবিধা হবে।**

**অনিমেষ কুণ্ডু**
শান্তিনগরের বাসিন্দা

## ছয় মাসের সাম্মানিক বকেয়া দাবি

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** ছয় মাসের সাম্মানিক বকেয়া। এছাড়াও ভ্যাকাসিনেশন সহ সেন্সাসের টাকা মেলেনি। মঙ্গলবার সেই বকেয়া টাকা আদায়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের তরফে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি দেবেন্দ্র দাস বলেন, 'ছয় মাসের ইনসেনটিভ সহ বিভিন্ন টিকাকরণের অর্থ দেওয়া হচ্ছে না। টিকাকরণের টাকা ২০২২ সাল থেকে দেওয়া হয়নি। অন্যান্য জেলা সেই টাকা পেলেও আমরা কেন পাচ্ছি না?'

প্রাণীসম্পদ বিকাশকর্মীদের মাসিক ইনসেনটিভ পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা। ছয় মাসের সেই টাকা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বেশি। এছাড়া একটি ভ্যাকাসিনেশনের জন্য পাঁচ টাকা ধার্য রয়েছে। একেকজন কর্মী চার থেকে পাঁচ হাজারের বেশি ভ্যাকাসিনেশন করেছেন। তিন বছরে বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া রয়েছে।

প্রাণীসম্পদ দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'এদিন বিকালে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চার মাসের ইনসেনটিভের টাকা পাঠানো হয়েছে। ভ্যাকাসিনেশন ও সেন্সাসের পর্যাপ্ত টাকা আসেনি। যে পরিমাণ টাকা এসেছে শতাংশ অনুসারে শীঘ্রই তাদের প্রদান করা হবে।'

# ভবঘুরেদের জন্য ভবন নেই আলিপুরদুয়ারে

### হাড়কাঁপানো শীতে রাস্তাই আশ্রয়

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** শীতের রাত নামলেই আলিপুরদুয়ার শহরের আলো ঝলমলে রাস্তার আড়ালে এক অন্য আলিপুরদুয়ার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্লাইওভারের নীচে, বন্ধ দোকানের সামনে, বাসস্ট্যান্ডের পাশে কুয়াশার চাদরের ভেতর নিঃশব্দে বসে থাকেন কিছু মানুষ—যাঁদের কোনও ঠিকানা নেই, কোনও নথিভুক্ত পরিচয়ও নেই। শহরের ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে তাঁরা যেন অদৃশ্য। অথচ এই শহরেই প্রতিদিন তাঁদের সবার সঙ্গে সহাবস্থান।

এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ডের সামনে এমনই এক মানুষকে মাসের পর মাস ধরে দেখছেন স্থানীয়রা। নাম কেউ জানেন না, সবাই ডাকেন 'মধু' বলে। সারাদিন ঘোরাঘুরি, আবার কখনও চুপচাপ বসে থাকা—কারও সঙ্গে কথা নেই, প্রশ্নের উত্তর নেই। খাবার চাইতেও দেখা যায় না তাঁকে। তবু মানবিকতার শেষ চেষ্টাটুকু করেন স্থানীয় দোকানদাররা। প্রদীপ মোদক, কৌশিক গোস্বামী এই দোকানদাররা জানান, উনি কিছু বলেন না। কোথা থেকে এসেছেন জানি না। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, তারপর এখানেই। আমরা খাবার দিই। শীতে কেউ কেউ কম্বল দিয়ে গিয়েছে।

মধু একা নন। শহরের চৌপথি এলাকা, বাসস্ট্যান্ড এলাকা, রেলওয়ে স্টেশনের এলাকাগুলোতে বিভিন্ন দোকানের বারান্দা, শেডের নীচে কিংবা খোলা আকাশের তলায় ছড়িয়ে রয়েছেন আরও অন্তত জনা তিরিশেক ভবঘুরে। কেউ সারাদিন পড়ে থাকেন, কেউ আবার ঘুরে ঘুরে খাবার বা সামান্য টাকা জোগাড় করেন। তাঁদের নাম অজানা, অতীত অজানা। শহরের চোখে তাঁরা সমস্যার কারণ—অনেক দোকানদার তাঁদের তাড়িয়ে দেন, অভিযোগ ওঠে ময়লা করার। এটাই তাঁদের প্রতিদিনের বাস্তবতা—আজ এখানে, কাল অন্যখানে।

কিছু জায়গায় তাঁরা নিজেরাই ত্রিপল টাঙিয়ে ছোট্ট আশ্রয় বানিয়েছেন। প্যারেড গ্রাউন্ডের পেছনের অংশে এমন দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু এই ত্রিপল শীত আটকাতে পারে না, বৃষ্টিও নয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেই, রাতে নিরাপত্তা নেই। তবু এটাই তাঁদের শেষ ভরসা।

আরও উদ্বেগের—এই ভবঘুরেদের অনেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন। কেউ ভালো করে কথা বলতে গেলে হঠাৎ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। ফলে সাধারণ মানুষ ভয় পান, দূরত্ব বজায় রাখেন। মাঝেমধ্যে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শীতের পোশাক দেওয়া হয়, কিন্তু তা কেবল সাময়িক সহানুভূতি। স্থায়ী সমাধান কোথায়?

প্রশ্নটা এখানেই এসে দাঁড়ায়—আলিপুরদুয়ার শহরে কেন নেই ভবঘুরেদের জন্য সরকারি আশ্রয়? রাজ্যের একাধিক জেলায় যেখানে এই ধরনের ভবন রয়েছে, সেখানে আলিপুরদুয়ার আজও বঞ্চিত। পার্শ্ববর্তী কোচবিহারে প্রায় এক দশক আগে ভবঘুরেদের জন্য ভবন তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। রাজ্যে এই মুহূর্তে বড় সমস্যা অর্থসংকট। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা না পাওয়ায় অনেক কাজ থমকে যাচ্ছে। তাই সবচেয়ে জরুরি কাজগুলোতেই অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে ওদের কথা ভেবে কিছু করার চেষ্টা থাকবে।'

প্রশ্ন ওঠে মানবিক বিপর্যয় কি 'কম জরুরি' কাজের তালিকায় পড়ে না? শীতের রাতে রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষদের জন্য আশ্রয় কি বিলাসিতা? বছরের পর বছর ধরে কোনও পরিকল্পনা না থাকা কি ব্যর্থতা নয়?

## ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ার পুর প্রেক্ষাগৃহে বুধবার ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর ও আলিপুরদুয়ার পুরসভার যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা এখানে অংশ নেবেন।

# ঠান্ডায় ভিড় পিঠেপুলির স্টলে

**সায়ন দে**

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** শীতের আমেজকে সঙ্গী করেই আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে চলছে ২০তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব। ইতিমধ্যেই পেরিয়েছে সেই উৎসবের বেশ কয়েকটি দিন। উৎসব প্রাঙ্গণের সুবিশাল মাঠে একদিকে যেমন বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি স্টল, খাবারের দোকান রয়েছে তেমনি মাঠের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে প্রতিবারের মতো বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কমবেশি ২০টি স্টল। সেখানে যেমন শহর ও গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেদের দোকান সাজিয়ে বসেছেন। তেমনই সেসব দোকানে এগরোল, মোমো, চাউমিন, ঘুগনির পাশাপাশি নজর কেড়েছে সেখানে থাকা বিভিন্ন সুস্বাদু পিঠেপুলির সম্ভার। প্রতিদিনই বিভিন্ন দোকানের পাশাপাশি সেই পিঠের টানে তাদের স্টলগুলিতে ছুটে আসছে মানুষ। রত্না সরকার, জ্যোৎস্না পাল, চিনু সরকার, কল্যাণী দে, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, চায়না আইচদের মতো বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সেইসব পিঠে তৈরি করছেন সেখানে। এছাড়াও তাঁদের সেই স্টলে রয়েছে গুড় ও ক্ষীরের পাটিসাপটা, মালপোয়া, কলাই ডাল ও মুগডালের পুলি, সাদা পিঠে থেকে রসবড়া, পাকল পিঠে, ভাজাপুলি, চুষির পায়েস সহ নানা ধরনের পিঠেপুলি। প্রত্যেকটির দাম ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। মঙ্গলবার সেখানে পিঠে খেতে এসেছিলেন সমীর মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী। তাঁদের কথায়, ভালোই লাগছে খেতে। পিঠের মাস তো এসেই পড়েছে। তবে খেতে স্বাদ হলেও দাম আগের বারের তুলনায় একটু বেশি মনে হচ্ছে।

**পাটিসাপটায় নজর।** *ডুয়ার্স উৎসবে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

অন্যদিকে, এই দাম বৃদ্ধির কথা স্বীকার করার পাশাপাশি আক্ষেপের কথাও ধরা পড়েছে সেই স্টলের মহিলাদের কথায়। অধিকাংশই বলছেন, 'সব জিনিসের দামই আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে। সঙ্গে জায়গার ভাড়াও আছে। তার ওপর আমাদের এই স্টলগুলি প্রতিবারই একেবারে আড়ালে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এবছর শিল্পী তালিকায় তেমন চমক না থাকায় অন্যবারের তুলনায় মানুষের মেলায় আসার ক্ষেত্রে আগ্রহ কম রয়েছে। যা বিক্রি হচ্ছে সব সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে। আমরা অধিকাংশই ২০০৫ সাল থেকে এখানে স্টল দিয়ে আসছি। টুকটাক বিক্রি হচ্ছে। স্পেশাল কোনওকিছুর চাহিদা না থাকলেও সব পিঠেই খাচ্ছেন অনেকে। মেলা ঘুরতে আসা স্বপ্না দাস নামে এক বধূর কথায়, 'ক্ষীরের পাটিসাপটাটা খুব ভালো খেতে, রসবড়াও টেস্ট করলাম। আমি প্রতিবছরই পিঠে খাওয়ার জন্য একবার হলেও এই মেলায় আসি।'

# সারাদিন বিদ্যুৎহীন ইটাহার

## অভিষেক আসবেন, তাই প্রস্তুতি তুঙ্গে

**রণবীর দেব অধিকারী**

**ইটাহার, ৬ জানুয়ারি :** তিনি আসবেন বলে রাস্তা সারাই হল। তিনি আসবেন বলে জঞ্জাল সাফাই হল। আর তিনি আসবেন বলেই সকাল থেকে সন্ধ্যা বিদ্যুৎহীন হয়ে রইল সদর ইটাহার। তাও একদিন নয়, পরপর তিনদিন।

রাজ্যের শাসকদলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘিরে ইটাহারজুড়ে যেন শুরু হয়েছে মহা কর্মযজ্ঞ। বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছেন 'দক্ষযজ্ঞ'।

যে রাস্তা দিয়ে অভিষেকের কনভয় যাবে, সেই রাস্তায় সমস্ত বিদ্যুতের তার সরিয়ে আরও উঁচু করে একপাশ দিয়ে টানার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। এই কাজের জন্য রবিবার থেকে মঙ্গলবার, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর ইটাহারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। তাতে চরম ভোগান্তির শিকার হন বাসিন্দারা। ভোগান্তির জেরে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল মজুমদার বলেন, 'একে অসহ্য কনকনে ঠান্ডা। রোদের দেখা সেভাবে মিলছেই না। তার ওপর সারাদিন বিদ্যুৎ নেই। ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ইনভার্টার না থাকায় দিনেরবেলাও ঘরে ইমার্জেন্সি বাতি জ্বেলে কাজ করতে হচ্ছে।'


*অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগে রাস্তা সারাই করা হচ্ছে। মঙ্গলবার।*

স্থানীয়দের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা সাফিকুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'ইটাহারে ইলেক্ট্রিকের কালো দিন চলছে।'

অন্যদিকে, হাইস্কুল মাঠে হেলিপ্যাড হওয়ার কারণে স্কুলের নির্ধারিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা নিয়েও ছাত্র সংগঠন এবিভিপি থেকে শুরু করে সাধারণ প্রাক্তন ছাত্ররাও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে অভিষেকের আগমন ঘিরে আমজনতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়াজুড়েই দেখা যাচ্ছে।

পুলিশ প্রশাসন ও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বালুরঘাট থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এসে ইটাহার হাইস্কুল মাঠের হেলিপ্যাডে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে অবতরণ করবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে গাড়িতে চেপে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছে, ক্যারাভ্যানে উঠে প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা রোড শো করে পৌঁছাবেন ইটাহার চৌরাস্তার মোড়ে। সেখানে গাড়ির ওপর থেকেই জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। অভিষেকের এই কর্মসূচিকে সফল করতে পুলিশ প্রশাসন ও দলীয় স্তরের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। রোড শোয়ের রুট সহ গোটা ইটাহার



- বুধবার ইটাহার হাইস্কুল মাঠের হেলিপ্যাডে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে অবতরণ করবেন অভিষেক
- গাড়িতে চেপে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছাবেন
- ক্যারাভ্যানে উঠে প্রায় ৪০০ মিটার রাস্তা রোড শো করে পৌঁছাবেন ইটাহার চৌরাস্তা মোড়ে

কার্যত মুড়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ও অভিষেকের ছবি সংবলিত ছোট-বড় নানা মাপের হোর্ডিং ও পোস্টারে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিষেকের হেলিকপ্টার অবতরণের আগে থেকেই জাতীয় সড়ক ও চাঁচল-হিলি সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। জাতীয় সড়কের ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেতার ভাষণ চলার কথা। তাই ভাষণ চলাকালীন জাতীয় সড়কের একটি লেন পুরোপুরি বন্ধ রাখা হতে পারে। ওই সময়ে আপ ও ডাউনের গাড়ি চলাচল করবে পূর্ব দিকের একটি লেন দিয়েই। এর জন্য উত্তরে গোটলু মোড়ে ও দক্ষিণে সুলিয়াপাড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের সমস্ত গাড়ি একটি লেনে ডাইভার্ট করে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু একটি লেন খোলা থাকলেও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে ব্যাপক যানজট হওয়ার আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ।

তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হুসেনের দাবি, 'যুবদের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনতে লক্ষাধিক মানুষের সুনামি হবে ইটাহারে।' ফলে ভিড়ের ঠেলায় জাতীয় সড়কে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে হাইস্কুল মাঠ থেকে শুরু করে রোড শোয়ের রুট ও চৌরাস্তা মোড় সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তারা। বুধবার সাংসদের নিরাপত্তা ও জনতার ভিড় সামলাতে প্রায় হাফ ডজন আইপিএস, প্রায় দেড় ডজন ইনস্পেকটর সহ সহস্রাধিক পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন।

## এলআইসি-র নতুন প্ল্যান

**উত্তরবঙ্গ ব্যুরো**

**৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার নতুন প্ল্যান নিয়ে এল ভারতীয় জীবনবিমা নিগম বা এলআইসি। এদিন মুম্বইয়ে এক কিস্তি প্রিমিয়ামের এই বিশেষ জীবনবিমার সূচনা করেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও আর দোরাইস্বামী। এলআইসি-র তরফে জানানো হয়েছে, ৩০ থেকে ৬৫ বছর বয়সিদের কথা মাথায় রেখে এই নতুন প্ল্যান আনা হয়েছে। প্রতিশ্রুত ন্যূনতম নিশ্চিত অর্থ ৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, সর্বাধিক নিশ্চিত অর্থের পরিমাণ ব্যক্তি বিশেষে এলআইসি-র সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে। এছাড়া উপভোক্তা রেগুলার ইনকাম বেনিফিট বা ফ্লেক্সি ইনকাম বেনিফিটের বিকল্পের মধ্যে বেছে নিতে পারবেন। এই বিষয়ে বিশদে জানতে www.licindia.in -এ লগ অন করা যেতে পারে। এছাড়া আগামী ১২ জানুয়ারি, সোমবার থেকে অফলাইনে এজেন্টের মারফতেও পলিসিটি কিনতে পারবেন গ্রাহকরা।

## আজ বিডিওর সুপ্রিম শুনানি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি :** উত্তর ২৪ পরগনার দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার অপহরণ ও খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে নাম জড়িয়েছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করার পর এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রশান্ত। বুধবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি হতে পারে।

এই মামলায় আগাম জামিনের আর্জি জানিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও সেই আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। একই সঙ্গে তাঁকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশও দেওয়া হয়। হাইকোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পালটা আবেদন করেন প্রশান্ত বর্মণ। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য সরকারের তরফে সময় চাওয়া হয়। রাজ্যের আইনজীবীরা জানান, বুধবার বা বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানি হতে পারে। সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানায় সুপ্রিম কোর্ট। এদিন প্রশান্ত বর্মণের হয়ে সওয়াল করতে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী মুকুল রোহতগি।

কলকাতা হাইকোর্ট আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করার পর থেকে কার্যত নিখোঁজ রয়েছেন বিতর্কিত বিডিও। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

## বন্দে ভারতের স্টপের দাবি

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** আলিপুরদুয়ারে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের স্টপের দাবি কংগ্রেসের। সোমবার স্মারকলিপি জমা দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-এর কাছে দাবি জানানো হয়। কংগ্রেসের তরফে শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'বন্দে ভারতের স্টপ ছাড়াও আলিপুরদুয়ার শহরের চারটি গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রসিং-এর যানজট সমস্যা দূর করতে রেলওয়ে ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।'

## পৃথিবীর পাঠশালা

### রোমানিয়ায় আসছে ড্র্যাকুলা ল্যান্ড



ডিজনিল্যান্ড তো অনেক হল, এবার গা-ছমছমে অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি হন। রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার ড্র্যাকুলার দেশে তৈরি হচ্ছে এক বিশাল থিম পার্ক। রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের কাছেই নাকি গড়ে উঠবে এই ১ বিলিয়ন ডলারের মেগা প্রোজেক্ট। নাম দেওয়া হচ্ছে 'ড্র্যাকুলা ল্যান্ড'। পরিকল্পনামাফিক, ২০২৭ সাল নাগাদ এই পার্কের দরজা খোলার কথা। কী নেই সেখানে? ট্রানসিলভানিয়া থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়ান লন্ডন— সবই উঠে আসবে থিম পার্কের অন্দরে। থাকবে রোমহর্ষক রোলার কোস্টার, ভূতুড়ে রাইড এবং বিশাল অ্যাকোয়া পার্ক। এখানেই শেষ নয়, শোনা যাচ্ছে এই পার্কে নাকি নিজস্ব ক্রিপ্টোকারেন্সিও চালু হবে। পর্যটকদের থাকার জন্য তৈরি হচ্ছে বারোশো রুমের তিনটি থিম হোটেল। ব্রাম স্টোকারের উপন্যাসের সেই হাড়হিম করা পরিবেশ যদি বাস্তবে উপভোগ করতে চান, তবে পাসপোর্ট রেডি রাখুন। তবে সাবধান, এই পার্কে গেলে ঘাড়ের দিকে খেয়াল রাখতে ভুলবেন না যেন!



### বন্ধু নিয়ে ফেরা যুদ্ধ

যুদ্ধে গেলে সাধারণত সৈন্য কমে, কিন্তু লিচেনস্টাইন-এর সেনাবাহিনী এক আশ্চর্য ইতিহাস গড়েছিল। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময় লিচেনস্টাইন তাদের ৮০ জন সৈন্যকে সীমান্তে পাঠিয়েছিল। কোনও যুদ্ধ না করেই তারা ফিরে আসে। মজার ব্যাপার হল, ফেরার সময় তাদের সঙ্গে একজন অতিরিক্ত মানুষ ছিল! তারা মোট ৮১ জন ফিরেছিল। আসলে, যুদ্ধক্ষেত্রে এক ইতালীয় সৈন্যের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং সে-ও তাদের সঙ্গে লিচেনস্টাইনে চলে আসে। ইতিহাসে এটিই সম্ভবত একমাত্র যুদ্ধযাত্রা, যেখানে সেনাবাহিনী কোনও ক্ষতি ছাড়াই বরং একজন 'বন্ধু' নিয়ে ফিরেছিল।



### ডেটে গিয়ে গণভোজের বিল

ব্লাইন্ড ডেটে গিয়ে সুন্দরী প্রেমিকার সঙ্গে রোমান্টিক ডিনারের স্বপ্ন দেখেছিলেন বেচারা তরুণ। পকেটে টাকাও ছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু রেস্তোরাঁয় প্রেমিকা একা আসেননি, সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তেইশজন আত্মীয়কে! চিনের এই ঘটনায় চোখ কপালে উঠেছিল নেটিজেনদের। প্রেমিকা ভেবেছিলেন, হবু বরের উদারতার পরীক্ষা নেবেন। তাই বাড়ির বাচ্চা থেকে বুড়ো— সবাইকে নিয়ে এসে দামি মদ আর খাবার অর্ডার দিয়ে প্রায় আড়াই লাখ টাকার বিল বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু পাত্রটি বোকা নন। এতগুলো লোকের খাওয়ার বহর দেখে তিনি চুপিসারে রেস্তোরাঁ থেকে সটকে পড়েন। খাওয়া শেষে বিল মেটানোর সময় প্রেমিকার তো মাথায় হাত! পাত্র পালিয়েছে, আর অগত্যা সেই বিশাল বিল মেটাতে হল প্রেমিকা ও তাঁর পরিবারকেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসির রোল।

### বৌয়ের জন্য আস্ত দ্বীপ

বৌ বিকিনি পরতে ভালোবাসেন, কিন্তু পাবলিক বিচে লোকের ভিড় বা বাঁকা নজর তাঁর নাপসন্দ। তাই বলে কি শখ অপূর্ণ থাকবে? মোটেই না। দুবাইয়ের এক কোটিপতি ব্যবসায়ী তাই সোজা একটা আস্ত দ্বীপই কিনে ফেললেন গিন্নিকে উপহার হিসেবে দিতে। দাম পড়ল প্রায় চারশো কোটি টাকা! সৌদি আল নাদাক নামের ওই ইনফ্লুয়েন্সার বধূ নিজেই ইনস্টাগ্রামে এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী চান তিনি যেন সম্পূর্ণ নিরাপদে এবং স্বাধীনভাবে নিজের মতো থাকতে পারেন। দ্বীপটি এশিয়ার কোনও এক জায়গায় অবস্থিত, তবে গোপনীয়তা রক্ষায় সঠিক অবস্থান জানানো হয়নি। দম্পতির দাবি, এই দ্বীপ তাঁদের ভালোবাসা আর সুরক্ষার প্রতীক। যদিও আমজনতা ব্যাপারটাকে দেখছেন অর্থের চরম অপচয় হিসেবে। কেউ কেউ আবার বলছেন, ভালোবাসার প্রমাণ দিতে আজকাল বোধহয় চাঁদ-তারা পেড়ে আনার চেয়ে দ্বীপ কেনাই বেশি ট্রেন্ডিং। তবে খবরটি কতটা সত্যি আর কতটা রিলস বানানোর মশলা, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।



## দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্ত বহাল

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্ত বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী তদন্ত চালিয়ে যাবে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। মঙ্গলবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, এই মামলায় এনআইএ তদন্ত করছে। তাই এখনই হস্তক্ষেপ করা যাবে না। রাজ্যের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য।

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ২০১৮ সালের এই ঘটনায় রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুই প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে পুলিশি সংঘর্ষ এবং তাঁদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। সিবিআই তদন্তের দাবি করে তাঁদের পরিবার। ২০২৩ সালের ১০ মে হাইকোর্টের একক বেঞ্চ এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী তদন্ত করছে এনআইএ। পালটা রাজ্য এই নির্দেশের বিরোধিতায় ডিভিশন বেঞ্চে যায়। দীর্ঘ শুনানির পর এই কাণ্ডে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের পথই প্রশস্ত রইল। এদিন হাইকোর্টে এনআইএ তরফের আইনজীবী অরুণ কুমার মাইতি তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পুনরায় জমা দেন। আদালতে তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এফএসএল রিপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে। তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় যে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে, তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এনআইএ। সওয়াল জবাব শেষে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তদন্ত রাখা হয়েছে। একক বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রইল।

## ভুখা শ্রমিকদের

*প্রথম পাতার পর*

সাওলার কথায়, 'গতকাল থেকে এই জায়গায় রয়েছি। যতক্ষণ না সমস্যা মিটছে ততক্ষণ যাব না। আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আমাদের কষ্ট রয়েছে। তবে এই জায়গায় বসে আরও কষ্ট হচ্ছে এটা দেখে যে আমাদের পাশেই একটা বড় উৎসব হচ্ছে। ওই উৎসবের আনন্দ তিরের মতো বিঁধছে।' পাকা মেঝের ওপর পাতা প্লাস্টিকের চাদরে বসেছিলেন ওই চা বাগানের আরেক শ্রমিক সীমা ওরাওঁ। ক্লান্ত চোখে মোবাইল দেখছেন। পাশে কয়েকজন বসে মাইকে বক্তব্য শুনছিলেন। কয়েকজন ক্লান্তিতে সেখানে শুয়ে পড়েছেন। সীমার কথায়, 'আমরা ডুয়ার্সের বাসিন্দা। ডুয়ার্সকন্যার সামনে ধর্নায় রয়েছি। আর আমাদের পাশেই ডুয়ার্স উৎসব হচ্ছে। ডুয়ার্স যেখানে অসুস্থ, যেখানে ডুয়ার্সের বাসিন্দারা কষ্টে রয়েছে সেখানে ডুয়ার্সের নামে উৎসব। উৎসবের ওখান থেকে কেউ খোঁজও নিলেন না।' জলপাইগুড়ির বামনডাঙ্গা চা বাগানের শ্রমিক সুশীলা ওরাওঁ, রাজুলা ওরাওঁয়ের একই কথা।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটির কাছে এই আন্দোলন বাস্তবিকই মাথাব্যথার কারণ। আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁরাও সমব্যথী বলে জানাচ্ছেন ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সদস্যরা।

প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢোকার এক নম্বর গেটের পাশেই আন্দোলন হচ্ছে। ওই জায়গায় প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢোকার চেকিং পয়েন্ট করা হয়। এছাড়া গাড়িও ঢোকে ওই গেট দিয়েই। এদিন এই নিয়ে উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'গেট আটকে যাওয়ায় উৎসবের সমস্যা হচ্ছে। তবে শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা সমব্যথী। শ্রমিকদের সমস্যা মিটে যাক সেটা আমারও চাই। এই দাবি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছেও রাখা হয়েছে।' ডুয়ার্স উৎসবে এবছরই প্রথম সাদরি সংগীতশিল্পীদের আনা হয়েছে মূল মঞ্চে অনুষ্ঠানের জন্য। ঘটনাচক্রে এদিনই মূল মঞ্চে সেই অনুষ্ঠান ছিল। একদিকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য যখন মঞ্চে অনুষ্ঠান চলছে তখন তার কিছু দূরেই আদিবাসী শ্রমিকরা চিৎকার করে নিজেদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার দাবি করছিলেন। শীতের কুয়াশায় উৎসবের আলোটা খুব ম্লান দেখাচ্ছিল তখন।

## পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু উপাচার্য না থাকার পরও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারই আমাদের আগের বকেয়া মিটিয়েছেন। এখন হঠাৎ করে কী হল তা বোধগম্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে। চুক্তি মেনেই কাজ করছি। তারপরও মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদের সংস্থাকে নানাভাবে বদনাম করার চেষ্টা করেছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্ববান আধিকারিকের এমন আচরণে আমি মর্মাহত।' ভাস্করকে ফোন করা হলেও তিনি অবশ্য ফোন ধরেননি। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের বক্তব্য, 'সংস্থার এমডি-কে কাজ চালানোর জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। উনি ভেবে জানাবেন বলেই আমাদের জানিয়েছেন।' তবে এমডি'র অভিযোগ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি স্বপন। এসএসসি বা ইউজিসি'র পরীক্ষা পরিচালনা বা অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের বেতন সমস্যা সমাধান, ভাস্কর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বারবার প্রকাশ্যে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যর্থতা। এবার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রশ্নেও সামনে এল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা।


শীত বনাম জীবনধারণ।। *শ্রীনগরে মঙ্গলবার। -পিটিআই*

## নেপালের কৃষিজমিতে হাতির দেহ

**বাগডোগরা ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার সকালে একটি হাতির মৃতদেহ পাওয়া যায় নেপালের কৃষিজমিতে। তবে নেপালে পূর্ণবয়স্ক ওই মর্দা মাকনাটির মৃত্যু ঠিক কী কারণে হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। বিদ্যুতের তারে শক লেগে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। যদিও ভারতের পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির দাবি, নেপালে ওই হাতিটিকে খুন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পূর্ব নেপালের ঝাপা জেলার বুদ্ধ শান্তি ৩ নম্বর মেচিনগরে কৃষিজমিতে হাতিটির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ব নেপালের ঝাপা জেলায় একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি হাতির মৃত্যু হয়েছিল ধানখেতের মধ্যে বিদ্যুতের তারে শক লেগে। এদিন যে হাতিটির মৃত্যু হয়, সেটির দেহও কৃষিজমিতে পাওয়া গিয়েছে। এটির শরীরেও বিদ্যুতের তারে শক লাগার মতো ক্ষত ছিল। ঠিক এখান থেকেই ভারতের পশুপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা আশঙ্কা করছেন, মর্দা মাকনাটিকে খুনই করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'বছরের শুরুতেই দুধিয়ায় বালাসন সেতুর নীচে একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপরে আজ নেপালে হাতির দেহ পাওয়া গেল। নতুন বছরে পরপর দুটি মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

## বিপদ ম্যালিং বাঁশে

*প্রথম পাতার পর*

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ ওই বাঁশ গাছগুলি নেওড়ার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং অন্যান্য গাছকে সরিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দখল নিতে শুরু করেছে। তাতেই প্রমাদ গুনছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, ম্যালিং একবার কোথাও জাঁকিয়ে বসলে মাটির সমস্ত রসদ শুষে নেয় এবং সেখানে অন্য কোনও গাছের চারা জন্মানোর সুযোগ দেয় না। নেওড়াভ্যালির জীববৈচিত্র্যের জন্য এটি এক মহাবিপদ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শুধু নেওড়া নয়, বন দপ্তরের তথ্য বলছে সিঞ্চল এবং সিঙ্গালিলা বনাঞ্চলেও বিপদের কারণ হয়ে উঠছে ম্যালিং বাঁশ। সিঞ্চলে অবস্থা এমন হয়েছে যে, বাধ্য হয়ে সম্প্রতি ২০ একর জমিতে ম্যালিং বাঁশবন কেটে সেখানে স্থানীয় প্রজাতির চারা লাগিয়েছে বন দপ্তর।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভির কথায়, 'ম্যালিং বাঁশ নিয়ে আমরা সত্যিই উদ্বেগে আছি। কীভাবে সমস্যা মেটানো যায় তার পরিকল্পনা চলছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজন অনুসারে বাঁশ কেটে স্থানীয় প্রজাতির গাছ লাগানো হচ্ছে। আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করেছি। অনুমোদনের জন্য তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। টাকা পেলেই কাজ শুরু করা হবে।' উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) উজ্জ্বল ঘোষের উদ্যোগেই প্রথম নেওড়াভ্যালিতে শুরু হয়েছিল জীববৈচিত্র্য নিরীক্ষণ শিবির। তাঁর বক্তব্য, 'জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের জন্য ম্যালিং বাঁশ সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে এখন বিষয়টি নিয়ে আর অবহেলা করা যাবে না। ম্যালিং বাইরের প্রজাতি নয়। কেন বাড়ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে ক্ষতি করছে, কীভাবে সমস্যা মেটানো যেতে পারে এসব নিয়ে আরও গবেষণা, পর্যালোচনা জরুরি। আর জরুরি দ্রুত পদক্ষেপ করা।'

২০১৮ থেকে ২০২১-এর মধ্যে রাজ্য বন্যপ্রাণ বিভাগের উদ্যোগে নেওড়ার বিভিন্ন উচ্চতায় মোট নয়টি এলাকায় জীববৈচিত্র্য নিরীক্ষণের কাজ হয়েছে। তাতে এক ডজনেরও বেশি দেশের নামকরা উদ্ভিদ ও প্রাণী গবেষক, বন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক, প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থার কর্তারা যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই নেওড়ায় ম্যালিং-এর বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন। নেওড়ার সবক'টি জীববৈচিত্র্য নিরীক্ষণ শিবিরের সদস্য হিসাবে ছিলেন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু। তাঁর কথা, 'এখনই ম্যালিং বাঁশের বিস্তার আটকাতে না পারলে উত্তরের তিন বনাঞ্চলে শুধু উদ্ভিদ নয়, প্রাণী, পতঙ্গরাও বড় সমস্যায় পড়বে।'

গবেষকরা বলছেন, নেওড়া উপত্যকার ২ থেকে ৩ হাজার মিটার উচ্চতায় ম্যালিং বাঁশের আদিনিবাস। পরিবেশবিজ্ঞানের ভাষায় এটি একাধারে অরণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আবার ক্ষেত্রবিশেষে এক চরম আগ্রাসী শক্তি। ম্যালিং বাঁশের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর ঘন বিন্যাস। কিন্তু কেন ম্যালিং বিপদের কারণ হচ্ছে? পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ম্যালিংয়ের অতিবিস্তার অরণ্যের স্বাভাবিক পুনর্জন্ম বা 'ন্যাচারাল রিজেনারেশন' প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। ম্যালিংয়ের ঘন জঙ্গল মাটির ওপরিভাগে এমন এক দুর্ভেদ্য চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে যে, বড় গাছের বীজ মাটিতে পৌঁছালেও অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আলো বা জায়গা পায় না। ফলে বনের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই বাঁশের শিকড় থেকে এমন কিছু রাসায়নিক নিঃসৃত হয় যা পার্শ্ববর্তী অন্য প্রজাতির উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। নেওড়া, সিঞ্চল ও সিঙ্গালিলায় এর ফলে একজাতীয় উদ্ভিদের রাজত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

একটি স্বাস্থ্যকর অরণ্য মানেই সেখানে বিভিন্ন স্তরের উদ্ভিদ থাকবে। ছোট ঘাস, গুল্ম, মাঝারি গাছ এবং দীর্ঘকায় মহীরুহ। কিন্তু ম্যালিংয়ের আগ্রাসনে অরণ্যের সেই বৈচিত্র্য নষ্ট হতে শুরু করেছে। এতে নষ্ট হচ্ছে মাটির গঠন। এই বাঁশের শিকড় মাটির গভীরে না গিয়ে ওপরিভাগেই জালের মতো ছড়িয়ে থাকে, যা পাহাড়ি ঢালে ধস নামার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বড় গাছের শিকড় যেভাবে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে, ম্যালিংয়ের পক্ষে তা সম্ভব নয়। বর্ষায় যখন মেঘভাঙা বৃষ্টি নামে, তখন এই বাঁশঝাড়ের তলার আলগা মাটি সহজেই ধুয়ে নেমে আসে, যা উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা কমিয়ে দিচ্ছে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হল বন্যপ্রাণের ওপর এর প্রভাব। নেওড়াভ্যালির রেড পান্ডা, কালো ভালুক বা ক্লাউডেড লেপার্ডের মতো প্রাণীরা বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থানের ওপর নির্ভরশীল। ম্যালিংয়ের রাজত্ব বাড়লে অরণ্যে ফলের গাছ বা ঔষধি লতাগুল্মের সংখ্যা কমবে। ফলে খাদ্যের অভাবে প্রাণীরা বাধ্য হয়ে জনবসতির দিকে চলে আসবে। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছেন গবেষকরা। নেওড়ার ভোটেখারকা এলাকায় 'অ্যানিমাল রুট' হিসাবে চিহ্নিত রাস্তাটির অনেক অংশ দখল করে ঘন ম্যালিং বাঁশের বন তৈরি হয়েছে। ফলে বন্যপ্রাণীদের চলাচলেও বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বনকর্তারা। ম্যালিংয়ের আগ্রাসন রুখে উত্তরের অরণ্যের আদিম গাম্ভীর্য রক্ষা করাই এখন চ্যালেঞ্জ বন দপ্তরের কাছে।

# কাঁটায় বিদ্ধ দুই ফুলই

*প্রথম পাতার পর*

কথায় কথায় সময় গড়ায়। শেষে ঘাটে নৌকা ভিড়ল। একে একে সবাই উঠে রওনাও দিলেন। নদী পেরোলে তবে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১, ২ ও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। কিন্তু এলাকার প্রাণকেন্দ্র তুফানগঞ্জ যেতে হলে এই নৌকা আর নদীই ভরসা। আরেকটি পথ আছে। তাহলে আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশা, কামাখ্যাগুড়ি হয়ে ৮০ কিমি ঘুরতে হয়।

তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তাই নির্বাচন এলেই ঘুরেফিরে আসে জালধোয়া ঘাটে সেতুর দাবি। রায়ডাক নদীর পাড়ের জালধোয়া নিয়ে সংবাদপত্রে যে কত শব্দ খরচ হয়েছে বা টিভিতে কত ছবি দেখানো হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আশ্বাসেরও কমতি থাকে না কখনও। শুধু সেতুটা স্বপ্নেই থেকে যায়। তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায় একবার বিধানসভায় দাবিটি তুলেছিলেন বটে। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

জালধোয়া সেতু আদায়ে না আছে আন্দোলন, না আছে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা। সাংসদ হওয়ার পর এলাকা থেকে নির্বাচিত মনোজ টিগ্গা শেষ কবে তুফানগঞ্জে এসেছিলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা মনেই করতে পারেন না। মালতী ও মনোজ- দুজনই বিজেপির। তবে গত নির্বাচন পর্যন্ত তুফানগঞ্জ ছিল তৃণমূলেরই দখলে। ফলে যে যায় লঙ্কায়- শব্দবন্ধনীটি তুফানগঞ্জের ঘরে ঘরে ঘোরে।

বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়কে অবশ্য এলাকায় দেখা যায় না, এমন বদনাম নেই। তবে স্থানীয়দের কথায়, শুধু ঘুরেই বেড়ান। উন্নয়ন ও কর্মী-সমর্থকদের পাশে থাকার সুনাম তেমন নেই। সব জায়গার মতো তুফানগঞ্জেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে। বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগও আছে অনেক।

বিজেপিতেই চর্চা হয়, বিধায়ক হওয়ার পর প্রথম এক-দেড় বছর এধরনের পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মোকাবিলা করলেও এখন মালতীর সেই তৎপরতায় ভাটা পড়েছে। অথচ তুফানগঞ্জে ধর্মীয় সমীকরণে ভোটে সুবিধা হয় বিজেপির। হিন্দু ভোট এই কেন্দ্রে বেশি। কর্মী-সমর্থকের অভাব নেই। সমস্যা হল সাংগঠনিক দুর্বলতা। কর্মীদের পরিচালনা ও সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো দক্ষ লোক নেই।

উপরি কাঁটা গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূলের রোগ সংক্রামিত পদ্ম শিবিরেও। জেলা পরিষদে দলের সদস্য সুশান্ত রাভা ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছেন, তুফানগঞ্জজুড়ে দলীয় কাজে তাঁকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু একসময়ের প্রভাবশালী উৎপল দাসের প্রভাব কমেছে। তৃণমূল এবার তুফানগঞ্জের জমি পুনরুদ্ধারে কার্যত আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে। এজন্য শুধু সাংগঠনিক নয়, সরকারে দলের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রশাসনিক রদবদলও করিয়ে ফেলেছে।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ছাট ফলিমারি, পূর্ব ফলিমারি, ছিট বড়লাউকুঠির মতো সংকোশ ও রায়ডাক নদী দিয়ে ঘেরা দুর্গম এলাকাগুলি মূলত অসমের উপর নির্ভরশীল। বছরখানেক আগে এখানে সরকার থেকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হওয়ায় বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বাড়তি সুবিধা হয়েছে। এসআইআর নিয়েও অ্যাডভান্টেজ শাসকদলই। কেউ সমস্যায় পড়লেও তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। যেখানে পিছিয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত তৃণমূলও। এই বিধানসভা এলাকায় দলের দুটি গোষ্ঠী। একটির নেতা তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের সভাপতি নিরঞ্জন সরকার। যিনি দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ। আরেক গোষ্ঠীর নেতা জেলা পরিষদের সদস্য চৈতি বর্মন বড়ুয়া। তিনি তৃণমূলের আদি নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ। তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেনকে সরিয়ে দেওয়াতেও কিছু ক্ষোভ রয়েছে।

তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের পুরোটা ও তুফানগঞ্জ শহর রয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তুফানগঞ্জ বিধানসভার পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছিল বিজেপি। পরে দুটির দখল ঘাসফুলের কাছে গিয়েছে। শালবাড়ি-১, ২ ও বারোকোদালি-১ কিন্তু এখনও বিজেপির দখলে।

এই বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যটনকেন্দ্র রসিকবিল পাখিরালয় ও মিনি জু কার্যত গোটা রাজ্যের আকর্ষণ। জু'র এনক্লোজারে এখন শীতে নাজেহাল চিতাবাঘও। তুফানগঞ্জের বাসিন্দারা যেন অনুন্নয়নের খাঁচায় বন্দি। রসিকবিল থেকে বেরোনোর পথে কয়েকজন পর্যটকের গলায় এই কেন্দ্র নিয়ে আক্ষেপ ফুটে উঠছিল। কত কী হতে পারত, তার তালিকা শোনা যাচ্ছিল। একজন বললেন, এগুলি হবে কি না, তা ভগবান থুড়ি নেতারাই জানেন!

ব্যর্থ শুভমান, প্রসিধের ৫ শিকার

# মাঠে ফিরেই মুম্বইকে জেতালেন শ্রেয়স



চোট সারিয়ে ফিরেই ঝলমলে ৮২ রানে উজ্জ্বল শ্রেয়স আইয়ার।

হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে প্রস্তুতি নিতে চলেছেন সূর্যকুমার যাদব। মাঠে এলেও খেললেন না শার্দূল।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনে ১১ রানে থামলেন শুভমান গিল।

**জয়পুর, ৬ জানুয়ারি :** প্রত্যাবর্তনেই স্বমেজাজে শ্রেয়স আইয়ার।

ফিটনেস পরীক্ষার মঞ্চে ব্যাট হাতেও দাপট। শুধু ফেরা নয়, দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করলেন। ৫৩ বলে ১০টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ৮২ করেন শ্রেয়স। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে শ্রেয়সের যে ইনিংসের সুবাদে হিমাচলপ্রদেশের হার্ডল টপকে যায় মুম্বই।

ঘন কুয়াশার কারণে ৩৩ ওভারের ম্যাচ। প্রথমে ব্যাটিং করে মুম্বই ৯ উইকেটে ২৯৯ রান তোলে। শ্রেয়স ছাড়া ভালো রান বলতে মুশির খানের ৫১ বলে ৭৩। ৮টি চার ও ৩টি ছক্কা মারেন সরফরাজ খানের ভাই। সরফরাজ (২১) নিজে অবশ্য ব্যর্থ। আসন্ন ওডিআই সিরিজের আগে ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য যশস্বী জয়সওয়ালের (১৫) ফর্ম চিন্তায় রাখবে গৌতম গম্ভীরদের। রান পাননি সূর্যকুমার যাদব (২৪), শিবম দুবেও (২০)।

জয়পুরে অনুষ্ঠিত ম্যাচের মূল আকর্ষণ শ্রেয়স অবশ্য হতাশ করেননি। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে চোট পেয়ে মাঠ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। তারপর লম্বা রিহ্যাব কাটিয়ে ফেরা। নিউজিল্যান্ড সিরিজে দলে থাকলেও ফিটনেস শর্ত জুড়ে দিয়েছেন অজিত আগরকাররা। এদিন চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে প্রায় ১৮ ওভার ক্রিজে কাটিয়ে সেই ফিটনেস পরীক্ষায় কার্যত উতরে গেলেন। বাড়তি প্রাপ্তি স্বমেজাজে ব্যাট ঘোরানো। সহ অধিনায়কের যে ফর্ম গম্ভীরদের স্বস্তিতে রাখবে।

৩০০ রানের জয়লক্ষ্যে ভালো লড়াই দেয় হিমাচলপ্রদেশও। পুখরাজ মান (৬৪), অঙ্কুশ বেইন্স (৫৩), মায়াঙ্ক ডাগারের (৬৪) হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে একসময় জয়ের অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তারা। কিন্তু শিবম দুবে (৬৮/৪), সাইরাজ পাতিলদের (৫০/২) বোলিংয়ে জয়লক্ষ্যের ৮ রানের আগে ২৯২-তে গুটিয়ে যায় হিমাচলপ্রদেশ। এদিনের ৬ ম্যাচে চতুর্থ জয়ে ২০ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বই গ্রুপ 'সি'র দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

গ্রুপের পর একটি ম্যাচে পাঞ্জাবের হয়ে খেলতে নেমে ব্যর্থ শুভমান গিল (১১)। পেট খারাপের কারণে বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন পিছিয়ে গিয়েছিল। অপেক্ষা শেষে আজ মাঠে ফিরলেও ভারতীয় ওডিআই দলের অধিনায়কের ইনিংস স্থায়ী হয় ১২ বল। গোয়ার বিরুদ্ধে ২১২ রানের সহজ লক্ষ্যে অবশ্য পৌঁছোতে অসুবিধা হয়নি শুভমানের দল পাঞ্জাবের। হারনুর সিং (৯৪) ও নমন ধীর (৬৮) বৈতরণি পার করে দেন। এর আগে গোয়ার হয়ে ওপেন করতে নেমে ফের ব্যর্থ অর্জুন তেন্ডুলকার (১)। পরে বল হাতেও উইকেটহীন থাকেন শচীন-পুত্র।

অপর এক ম্যাচে নয়া রেকর্ড দেবদত্ত পাডিক্কালের। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'এ'-র কর্ণাটক-রাজস্থান ম্যাচে ৯১ রান করেন দেবদত্ত। যার সুবাদে প্রথম ব্যাটার হিসেবে তিনটি আলাদা বিজয় হাজারে ট্রফির আসরে ৬০০-র বেশি রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১০০), দেবদত্ত ১৮৪ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়েন। যার সুবাদে কর্ণাটক ৭ উইকেটে করে ৩২৪। জবাবে ১৭৪ রানে গুটিয়ে যায় রাজস্থান। প্রসিধ কৃষ্ণা ৩৬ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন।

# সহজ ফরম্যাট বেছে নিয়েছেন বিরাট!

খোঁচা মঞ্জরেকারের

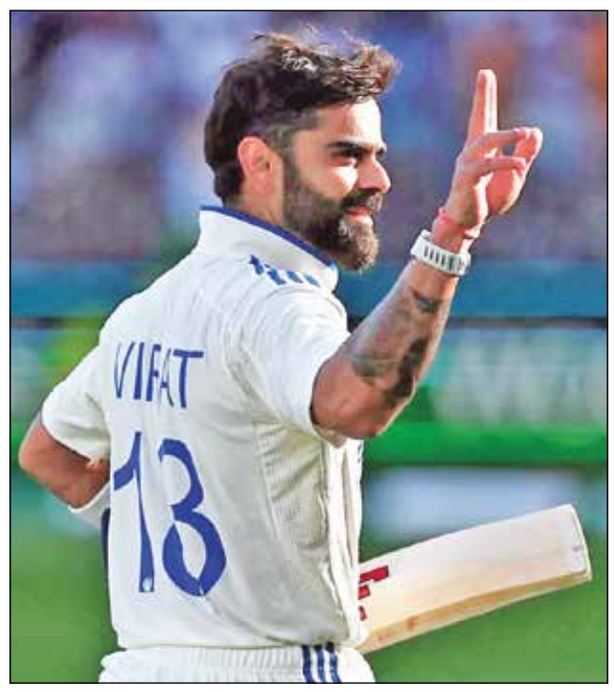



টেস্ট থেকে হঠাৎ অবসরে ভক্তদের অবাক করে দেন বিরাট কোহলি।

**মুম্বই, ৬ জানুয়ারি :** সিডনি টেস্টের দুইদিনে দুই মহাতারকার শতরান।

জো রুট, স্টিভেন স্মিথদের যে ব্যাটিং দাপটের মাঝে বিরাট কোহলির টেস্ট অবসর নিয়ে খোঁচা সঞ্জয় মঞ্জরেকারের। টেস্ট, টি২০-কে গুডবাই জানিয়েছেন বিরাট। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুধু টিকে ওডিআইয়ে। আর যা নিয়েই তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্রাক্তন ব্যাটারের। অভিযোগ, কঠিন দুই ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়ে বিরাট বেছে নিয়েছেন তুলনামূলক সহজ ওডিআই-কে!

> টেস্ট ক্রিকেটে নিজেকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে জো রুট, যা আমাকে বিরাট কোহলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিরাট ইতিমধ্যেই টেস্টকে বিদায় জানিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হল অবসরের আগে গত পাঁচ বছরে ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে ভুগেছে। কিন্তু ব্যর্থতার কারণ খুঁজে তা শুধরোনোর চেষ্টা করেনি। ভাবার চেষ্টা করেনি এই সময়ে ব্যাটিং গড় নামতে নামতে কেন ৩১-এ পৌঁছে গিয়েছে?
>
> -সঞ্জয় মঞ্জরেকার

রুটের স্বপ্নের দৌড়ের প্রসঙ্গ টেনে মঞ্জরেকার বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে নিজেকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে জো রুট, যা আমাকে বিরাট কোহলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিরাট ইতিমধ্যেই টেস্টকে বিদায় জানিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হল অবসরের আগে গত পাঁচ বছরে ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে ভুগেছে। কিন্তু ব্যর্থতার কারণ খুঁজে তা শুধরোনোর চেষ্টা করেনি। ভাবার চেষ্টা করেনি এই সময়ে ব্যাটিং গড় নামতে নামতে কেন ৩১-এ পৌঁছে গিয়েছে?'

বিশেষত, বিরাটের বাছাই করে অবসর নেওয়ার সঙ্গে সহমত নন মঞ্জরেকার। প্রাক্তন ব্যাটারের মতে, 'বিরাট যদি সমস্ত ফরম্যাট থেকে অবসর নিত বলার কিছু ছিল না। কিন্তু যেভাবে শুধু ওডিআই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আমাকে হতাশ করেছে। ওডিআই টপ অর্ডার ব্যাটারদের ফরম্যাট। আগেও বলেছি, সবথেকে সহজ ফরম্যাট ওডিআই। বিরাট সেটাই বেছে নিয়েছে।'

মঞ্জরেকারের মতে, টেস্ট ক্রিকেট যে কোনও ক্রিকেটারের জন্য সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। লাল বলের আন্তর্জাতিক ফরম্যাটেই খেলোয়াড়দের আসল পরীক্ষা। টি২০ ক্রিকেটে আলাদা চাপ থাকে। বিরাটের যা ফিটনেস সেখানে অনায়াসে টেস্ট চালিয়ে যেতে পারত। চাইলে এখনও ফিরতে পারে। সেই চেষ্টা করতেই পারে বিরাট কোহলি।

মুম্বই পৌঁছে গলফ খেলতে নেমে পড়লেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল।

# আমন-সিরাজের ধাক্কায় চাপে বাংলা

**হায়দরাবাদ-৩৫২/৫ বাংলা-২৪৫**
**(১০৭ রানে হার বাংলার)**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** ছবিটা বদলাল না নতুন বছরেও!

কিন্তু বদলের কথা ছিল কি?

রাজকোটে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে সন্ধ্যার দিকে দলের সার্বিক ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্নটা করতেই অসহায়ের মতো বলে দিলেন, 'বোলিং ঠিক মতো হয়নি। ব্যাটাররাও হতাশ করেছে। জানি না ছবিটা কবে বদলাবে।' আদৌ কি বদলাবে বাংলার ব্যর্থতার ধারা?

## লড়লেন একা শাহবাজ

দিন বদলায়। বছর ঘুরে যায়। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেটের বেহাল দশার পরিবর্তন হয় না। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতেও দলের ব্যর্থতার ধারা অব্যাহত। আজ নিরঞ্জন শা স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১০৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরে প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বে যাওয়ার পথটা যেমন কঠিন করে ফেলল বাংলা। ঠিক তেমনই দলের ব্যাটিং-বোলিংয়ের হতাশার ছবি অভিমন্যু ঈশ্বরণদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিল। জিততেই হবে এমন পরিস্থিতিতে আজ টসে জিতে হায়দরাবাদকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিল বাংলা। প্রথমে ব্যাটিং করে অখ্যাত ওপেনার আমন রাওয়ের অপরাজিত ২০০ রানে ভর করে ৩৫২/৫-এর বড় স্কোর করে তিলক ভার্মার দল। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ২৪৫ রানে শেষ বাংলার ইনিংস। ব্যাট হাতে একা লড়লেন শুধু শাহবাজ আহমেদ। তাঁর অপরাজিত ১০৮ রান দলকে ভরসা দিতে পারেনি।

অপরাজিত ২০০ রানের পথে হায়দরাবাদের আমন রাও।

আমন রাও। ঘরোয়া ক্রিকেটে নামটা একেবারেই পরিচিত নয়। দিনকয়েক আগে আইপিএল নিলামের আসরে হায়দরাবাদের ওপেনার আমনকে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। এহেন আমন আজ প্রমাণ করলেন রাজস্থান তাঁকে দলে নিয়ে খুব একটা ভুল করেনি। ১৫৪ বলে অপরাজিত ২০০ রানের ইনিংস। ১২টি বাউন্ডারি ও ১৩টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসের মন্ত্র একটাই, আগ্রাসন। সেই আগ্রাসনের সামনে পড়ে মহম্মদ সামি (৭০/৩), মুকেশ কুমার (৫৫/০), আকাশ দীপরা (৭৮/০) হারিয়ে ফেলেন তাঁদের ছন্দ। হায়দরাবাদের রান পৌঁছে যায় ৩৫২-র বড় স্কোরে। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই অভিমন্যু (১৫), সুদীপকুমার ঘরামি (০), সুমিত নাগদের (১০) উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলা। অনুষ্টুপ মজুমদার (৫৯), শাহবাজের সঙ্গে দলকে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি।

সৌজন্যে মহম্মদ সিরাজ (৫৮/৪)। দীর্ঘসময় পর রাজ্য দলের হয়ে বল হাতে মাঠে নেমে সিরাজ প্রমাণ করলেন, ঘরোয়া ক্রিকেটের আঙিনায় তাঁর স্কিল না দেখালেও চলত। আমন-সিরাজে বাংলা দখল করে হায়দরাবাদ অভিমন্যুদের এগিয়ে চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন। যদিও বাংলা দলের অন্দরে ম্যাচ হার নিয়ে অজুহাতের বন্যা বইছে। জানা গিয়েছে, সকালের দিকে মাঠে ভালোরকম শিশির ছিল। তাই দলের অনেকে টস জিতলে ব্যাটিং করতে চেয়েছিলেন। অথচ, সেটা হয়নি। বাংলা টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আর শুরুতেই করণ লালের সুবাদে ব্যক্তিগত ২৫ রানের মাথায় আমনের সহজ ক্যাচ ফসকে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় বাংলা।

ফিরে আসার পথটা আর পাওয়া যায়নি।

# হেরেই চলেছে সৌরভের দল

**সেঞ্চুরিয়ান, ৬ জানুয়ারি :** খারাপ সময় কাটছেই না। কোচ হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিষেকটাও একেবারেই ভালো হল না।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে চলতি এসএ টি২০ লিগে সৌরভের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস গতরাতে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে উড়ে গেল দশ উইকেটে। ইস্টার্ন কেপের দুই ওপেনার কুইন্টন ডি কক (৪১ বলে অপরাজিত ৭৯) ও জনি বেয়ারস্টো (৪৫ বলে অপরাজিত ৮৫) ঝড়ের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না কেশব মহারাজরা। কোচ সৌরভের দলের ব্যর্থতার বড় কারণ হয়ে উঠেছেন আন্দ্রে রাসেল। ব্যাটে-বলে একেবারেই ছন্দে নেই তিনি। প্রতিযোগিতায় সৌরভের দল প্রিটোরিয়া এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র একটিতে। বাকি তিন ম্যাচে হার। একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস করেছিল ১৭৬/৭। জবাবে ১৪.২ ওভারে বিনা উইকেটে ১৭৭ তুলে অনায়াসে ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ।

# দুই 'শিষ্যের' প্রশংসায় 'গুরু' যুবরাজ

**চণ্ডীগড়, ৬ জানুয়ারি :** তাঁরা দুইজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক্রিকেট শুরুর সময় ও এগিয়ে চলার পথটাও প্রায় একইরকম। কিন্তু তারপরও দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অন্যতম শুভমান গিল কিছুটা হলেও এগিয়ে গিয়েছিলেন অভিষেক শর্মার চেয়ে। দেশের হয়ে খেলার সুযোগ আগে পেয়েছিলেন শুভমান। বর্তমানে শুভমান টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের অধিনায়কও। পরবর্তী সময়ে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেকও। নামের প্রতি সুবিচারও করেছেন। বাকিটা এখন ভারতীয় ক্রিকেটে ইতিহাস।

> ওরা দুইজনই পরিশ্রমী। যখন যা পরামর্শ দিয়েছি, সবই করেছে ওরা। ব্যাটিং নিয়ে শুভমান, অভিষেকের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাজও করেছি।
>
> -যুবরাজ সিং

শুভমান-অভিষেকের এগিয়ে চলার পথটা যিনি সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছেন, তিনি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। ২০২০ সালে যখন গোটা দুনিয়া করোনায় আক্রান্ত, সেই সময় মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে একটি বিশেষ ক্রিকেট শিবির করেছিলেন যুবরাজ। সেই শিবিরেই অভিষেক-শুভমানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় যুবরাজের। পরবর্তী সময়ে শুভ-অভির ক্রিকেটদর্শন থেকে শুরু করে মানসিকতা, সব বদলে দেওয়ার নেপথ্যে যুবরাজ। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেনের সঙ্গে আজ এক অনলাইন ক্রিকেট আড্ডায় তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে ফের সরব হয়েছেন গুরু যুবরাজ। বলেছেন, 'করোনা শুরুর সময়ে পিসিএ স্টেডিয়ামে একটি শিবিরে প্রথম ওদের দুইজনের সঙ্গে কাজ শুরু করি আমি। তখন দেখেছিলাম, শুভমান সামান্য হলেও ওদের মধ্যে এগিয়ে ছিল। কারণ, তখন ভারতের জার্সি পরা হয়ে গিয়েছে ওর। তবে অভিষেকও পিছিয়ে ছিল না।'

সময়ের সঙ্গে শুভমান ও অভিষেক, দুইজনই এগিয়ে গিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার নিয়মিত সদস্য হয়ে উঠেছেন। যুবরাজের কথায়, 'ওরা দুইজনই পরিশ্রমী। যখন যা পরামর্শ দিয়েছি, সবই করেছে ওরা। ব্যাটিং নিয়ে শুভমান, অভিষেকের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাজও করেছি। আলাদাভাবে অভিষেকের প্রবল আগ্রাসী মানসিকতা টের পাওয়ার পর ওর জন্য নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা করে দিয়েছিলাম। ওকে বলেছিলাম, এক ওভারে সব ছক্কা না মেরে তিনটি বাউন্ডারি, তিনটি ছক্কা হাঁকানোর কথা ভাবতে।' যুবরাজের পরামর্শ ও পরিকল্পনা অন্ধের মতো অনুসরণ করেছিলেন অভিষেক। যার ফল, গুরু যুবরাজের সংস্পর্শে আসার চার বছরের মধ্যে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া। যুবরাজ বলছেন, 'আমি অভিষেককে নির্দিষ্ট একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এসে বলেছিলাম, যদি আমার কথা শোনো, তাহলে চার বছরের মধ্যে জাতীয় দলের হয়ে খেলবে। বাস্তবে ঠিক তাই হয়েছে।' সময়ের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বদলে যাওয়া ক্রিকেটে ক্রিকেটারদের মানসিকতাও বদলে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন যুবরাজ। তাঁর দুই শিষ্য তো বটেই, আধুনিক ক্রিকেটে বেশিরভাগই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার। বলেছেন, 'শুভমান-অভিষেকরা ১৫০ কিলোমিটার গতির বলও স্টেপআউট করে মারতে ভয় পায় না। আসলে ক্রিকেটারদের মানসিকতা অনেকটাই বদলে গিয়েছে এখন।'

অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাজিলা ইকওয়াপুটকে।

# কিকস্টার্টকে চূর্ণ করল ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল।

পঞ্চম ম্যাচে পাঁচ গোল। কিকস্টার্ট এফসি-কে চূর্ণ করে জয়যাত্রা অব্যাহত রাখল লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনী। ৫-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ফাজিলা ইকওয়াপুট। তবে দলের উদ্বেগও বাড়ল তাঁকে নিয়েই। এদিন ম্যাচের মাঝে মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন ফাজিলা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ফলে ৯ জানুয়ারি গোকুলাম কেরালা এফসি-র বিপক্ষে তাঁর খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গলের আগ্রাসী ফুটবলের সামনে দিশেহারা হয় পড়ে কিকস্টার্ট। লাল-হলুদের

## মাথায় চোট, হাসপাতালে ফাজিলা

গোল উৎসব শুরু ১৫ মিনিটে। লক্ষ্যভেদ ফাজিলার। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান রেস্টি নানজিরি। দ্বিতীয়ার্ধে পরপর দুই মিনিটে দুটি গোল করেন দুই বঙ্গ তনয়া সুলঞ্জনা রাউল ও অষ্টম ওরাওঁ। ৬০ ও ৬১ মিনিটে যথাক্রমে গোল করেন দুইজনে। এরপর ৭৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পঞ্চম গোলটি করেন ফাজিলা।

এরপরই মাথায় আঘাত পান ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের এই উগান্ডান স্ট্রাইকার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলে নেন অ্যান্থনি। ডাগআউটেই বেশ কিছুক্ষণ ফাজিলার চিকিৎসা চলে। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে ওই সময় ঝাপসা দেখছিলেন ফাজিলা। ফলে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। হাসপাতালে তাঁর সিটি স্ক্যান করা হয়। বুধবার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তারপরই বোঝা যাবে ৯ তারিখ গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নামতে পারবেন কি না। সূত্রের খবর এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত ফাজিলা। চোটও গুরুতর নয়।

# হেড-স্টিভের জোড়া শতরানে দাপট অজিদের

**ইংল্যান্ড-৩৮৪ অস্ট্রেলিয়া-৫১৮/৭**
**(তৃতীয় দিনের শেষে)**

**সিডনি, ৬ জানুয়ারি :** প্রথম দুইদিনে দাপট জো রুটের।

আজ স্টিভেন স্মিথের সেঞ্চুরি। দুই মহাতারকার দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ের মাঝে ট্রাভিস হেড ঝড়। চলতি সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনে দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিচ্ছে হেডের ১৬৬ বলে ১৬৩ রানের বিস্ফোরক যে ইনিংস। শুরুতে হেড-সুনামি, শেষে স্মিথের

## ডনকেও পিছনে ফেললেন স্মিথ

দৃষ্টিনন্দন ক্রিকেট-- দুইয়ের যোগফলে 'নিউ ইয়ার টেস্টে'র রাশ আপাতত অস্ট্রেলিয়ার হাতে।

রুটের শতরানে ভর করে প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রানে করে ইংল্যান্ড। যদিও ব্যাটিং সহায়ক সিডনি পিচে হেড-স্মিথের দাপটে কম পড়ে যায় থ্রি লায়ন্সের যে স্কোর। দ্বিতীয় দিন যখন বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়, ৯১ রানে অপরাজিত ছিলেন হেড। এদিন শুধু শতরানে থেমে থাকেননি। জ্যাকব বেথেলের বাঁহাতি স্পিনে যখন আউট হন, হেডের নামের পাশে ২৪টি চার ও ১টি ছক্কায় সাজানো ১৬৩।

১৬৬/২ স্কোর থেকে এদিন শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। হেডের সঙ্গী নৈশপ্রহরী মাইকেল নেসের (২৪) সহজে উইকেট দিতে রাজি ছিলেন না। নিট ফল, গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ঘণ্টা ক্রিজে কাটিয়ে দুইজনে মিলে ৭২ রানের জুটি গড়েন। হেড যখন ফেরেন অজিদের স্কোর ২৮৮/৪। এখান থেকে ক্যামেরন গ্রিন (৩৭), বিউ ওয়েবস্টারকে (অপরাজিত ৪২) নিয়ে স্মিথ দলকে পাঁচশো পার করিয়ে দেন। ৩৭তম টেস্ট শতরানে পিছনে ফেলেন রাহুল দ্রাবিড়কে। সর্বকালীন টেস্ট সেঞ্চুরির তালিকায় পৌঁছে যান ষষ্ঠ স্থানে। গড়েন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানের (সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৫০৮৫ রান) অজিদের রেকর্ডও। এতদিন যে রেকর্ডের মালিক ছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান (৫০২৮ রান, শুধু টেস্ট খেলেছিলেন)।

অ্যাসেজের ইতিহাসে সর্বাধিক রানের নিরিখে স্মিথের রেকর্ড ইনিংসে পিছনে পড়ে গেলেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটার জ্যাক হবস (৩৬৩৬ রান)।

আজকের অপরাজিত ১২৯ রানের সুবাদে অ্যাসেজে স্মিথের রান বর্তমানে ৩৬৮২। সামনে শুধু ডন ব্র্যাডম্যান (৫০২৮ রান)। প্যাট কামিন্সের অবর্তমানে দলের অধিনায়ক স্মিথের সঙ্গে দিনের শেষবেলায় যোগ্য সংগত গ্রিন ও ওয়েবস্টারের।

গ্রিনের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে ৭১ রান যোগ করেন স্মিথ। লিড বাড়িয়ে ওয়েবস্টারকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে ৮১ রান। ত্রয়ীর প্রচেষ্টার ফল ৫১৮/৭ স্কোরে পৌঁছে বড়সড়ো লিড অজিদের।

এখনও ক্রিজে স্মিথ-ওয়েবস্টার। জুটিটা যত লম্বা হবে চাপ বাড়বে ইংল্যান্ডের। অজিদের সাফল্যের দিনে আক্ষেপের জায়গা উসমান খোয়াজা।

ফেয়ারওয়েল টেস্ট। প্রিয় সিডনিতে বিদায়ি ম্যাচকে রঙিন করে রাখতে বড় একটা ইনিংস খেলার ইচ্ছে নিয়ে ব্যাট হাতে নামলেও তা পূরণ হয়নি। ব্রাইডন কার্সের বলে স্বপ্নভঙ্গ। ১৭ রানে থমকে যান খোয়াজা।

**নজরে পরিসংখ্যান**

**৩৬৮২** অ্যাসেজে স্টিভেন স্মিথের রান। যা সর্বাধিক রানের তালিকায় দুই নম্বরে রয়েছে। সামনে শুধু স্যর ডন ব্র্যাডম্যান (৫০২৮ রান)।

**৫০৮৫** ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সব ফরম্যাট মিলিয়ে স্টিভেন স্মিথের সংগ্রহ। যা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে সর্বাধিক। পেছনে ফেলে দিয়েছেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকেও (৫০২৮ রান)।

**৩** চলতি অ্যাসেজে ট্রাভিস হেডের শতরানের সংখ্যা। ওপেন করতে নেমে এক অ্যাসেজে তিন সেঞ্চুরিতে হেড ছুঁয়ে ফেললেন ম্যাথু হেডেন, অ্যালাস্টেয়ার কুক, মাইকেল ভন, মাইকেল স্লেটার ও বিল লরিকে।

বাউন্স সামলাতে উলটে পড়লেও শতরান করলেন স্টিভেন স্মিথ।

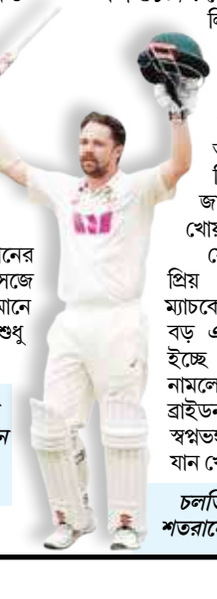



চলতি অ্যাসেজে তৃতীয় শতরানের পর ট্রাভিস হেড।

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

অরিঞ্জয় (পুঙ্কু সোনা) : তোমার পঞ্চম জন্মদিনে অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। - বাবা, মা, দাদু, ভাম্মা, কলকাতা দাদু ও দিম্মা।

শুভ জন্মদিন দেবস্মিতা। ঈশ্বরের কৃপায় এই শুভময় দিন তোমার জীবনে ফিরে আসুক শত শতবার। আমরা সর্বদা তোমার ভালো, সুস্থ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তোমার শুভকামনায় - **বিপ্লব ও খুশি**, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

# অবশেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে আইএসএল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** দীর্ঘ অপেক্ষার পর ফুটবল শুরু হওয়ার সোনালি রেখা!

এদিন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরুর তারিখ ঘোষণা হতে পারে, এই কথা সোমবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল। এদিন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য শিলমোহর দিলেন সেই খবরে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ কিছু পদাধিকারী ও ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়ে দেন, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এই মরশুমের আইএসএল। শুধু তাই নয়, শুরুতে আশঙ্কা থাকলেও ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়ে দেন ১৪ দলই অংশ নিতে চলেছে এবারের লিগে। মনসুখ মাণ্ডব্য বলেছেন, 'আদালত সংক্রান্ত নানা সমস্যার জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কিন্তু এদিন সরকার এবং এআইএফএফ একযোগে ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর লিগ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' লম্বা ৯ মাস বাদে অবশেষে দেশের শীর্ষ লিগ শুরু হওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে খুশি ফুটবল মহল। মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর লিগ থেকে সরে যায় এফএসডিএল। সেই জুলাই-অগাস্ট মাস থেকেই তৈরি হয়ে যায় অনিশ্চয়তা। বারবার আলোচনায় বসেও যার সমাধানসূত্র বার করা সম্ভব হয়নি। এরপর এআইএফএফ বিপণন সঙ্গী চেয়ে টেন্ডার ডাকলেও তাতে কোনও কোম্পানি সাড়া দেয়নি। যা নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন। ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাতেও সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। এরপর গত সপ্তাহ থেকেই ফেডারেশন চেষ্টা করছিল নিজেদের আর্থিক লগ্নি বাড়িয়ে লিগ শুরু করার। এদিন মন্ত্রীর সামনে ঠিক হয় মোট ১৪ কোটি টাকা লগ্নি করতে চলেছে ফেডারেশন। অবশেষে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে জট কেটে মাঠে বল গড়ানোর সবুজ সংকেত মিলল।

বহু ক্লাব নিজেদের সিনিয়ার দলের যাবতীয় অনুশীলন সহ কার্যাবলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে। এদিনের পর আবার শুরু করতে চলেছে সব ক্লাব। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল সহ ১০ ক্লাব আগেই খেলার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিল। বাকিরাও দল নামাবে বলে মন্ত্রী জানান। মোট ২৫ কোটি টাকার সেন্ট্রাল পুল তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে ১০ শতাংশ দেবে এআইএফএফ। কিন্তু এদিন কল্যাণ চৌবে বলেছেন, '১০ শতাংশ এআইএফএফ দিচ্ছে। ৩০ শতাংশ বিপণন সঙ্গীর দেওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু এই মুহূর্তে কেউ নেই। তাই সেটাও ফেডারেশনই দেবে। ফলে আমরা ১৪ কোটি দিচ্ছি আর আই লিগকে ৩.২ কোটি।' তিনি জানান, একটি গভর্নিং কাউন্সিল তৈরি করা হচ্ছে। যার হাতে লিগ চালানোর যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে। প্রসঙ্গত, আই লিগও ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হওয়ার কথা এদিন জানানো হয়। বিপণন সঙ্গী চেয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি বিজ্ঞাপন দেবে। যা জমা দেওয়ার শেষদিন রাখা হচ্ছে ২৫ জানুয়ারি। ব্রডকাস্টার ও বিপণন সঙ্গী নিশ্চিত করার শেষদিন থাকছে ৩১ জানুয়ারি। আর দীর্ঘমেয়াদী বিপণন সঙ্গীর জন্য টেন্ডার ডাকা হবে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে। আগে যদিও ফেডারেশন ঠিক করেছিল এবারের লিগের পুরোটাই গোয়াতে হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠিক হয় সব ক্লাবকেই হোম ম্যাচের সুযোগ দেওয়া হবে আর্থিক সমস্যা এড়াতে। এক লেগের লিগে কিছু ক্লাব ৬টা এবং কিছু সাতটা হোম ম্যাচ খেলবে। অবনমন নিয়েও আলোচনা হয় এদিন। আপাতত অবনমন থাকছে। তবে শীর্ষ আদালতের কাছে এবারের লিগকে ব্যতিক্রমী বলে আবেদন করা হবে বলে খবর। সবমিলিয়ে আপাতত স্বস্তি ভারতীয় ফুটবলে।

*কল্যাণ চৌবে ও ক্লাব প্রতিনিধিদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য।*

অবশেষে সুখবর। এতদিন ফুটবল বন্ধ ছিল, আমরা প্রত্যেকে চিন্তায় ছিলাম। এতে ভারতীয় ফুটবল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। শুনছি প্রতিটা ক্লাবই আইএসএলে অংশগ্রহণ করবে। যদি তা হয় তাহলে এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো খবর হতে পারে না।

-সৃঞ্জয় বসু,
সচিব, মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব

“ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম দিন থেকে বলে এসেছে লিগ হবেই। আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এর জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছি আমরা। এতদিন নিজেদের স্বার্থে অনেকে বিভিন্ন রকম দাবি করে এসেছে। যা কখনোই ফুটবলের জন্য ইতিবাচক ছিল না। আমি বলব কলকাতার তিন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডানকে সামনে রেখে ভারতের বাকি ক্লাবগুলোর উচিত তাদের অবলম্বন করা। এই বছর আইএসএল যেভাবে হচ্ছে আশা করি আগামী বছর আরও বড় পরিসরে হবে। -দেবব্রত সরকার, শীর্ষকর্তা, ইস্টবেঙ্গল

“ লিগ শুরুর দিন জানা গেল। এটা নিঃসন্দেহে ক্লাবগুলোর জন্য এবং সর্বোপরি ফুটবলপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর। তবে এই মুহূর্তে ভালো বিদেশি ফুটবলার পাওয়া ক্লাবগুলোর জন্য কঠিন কাজ। এছাড়া অংশগ্রহণের জন্য যে অর্থ ক্লাবগুলোর থেকে নেওয়া হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে তা আরও কিছুটা কম হলেই ভালো হত।
-মহম্মদ কামারুদ্দিন, কার্যনির্বাহী সভাপতি, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

“ এতদিন চেয়ে এসেছি দেশের ফুটবলটা শুরু হোক। লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছি আমরা। ভারতীয় ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে আইএসএল শুরুর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি ক্লাবগুলির কাছে কৃতজ্ঞ আমরা।
-মন্দার তামানে, সিইও, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

# ভারতে না খেলা ক্ষতি
## মানছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটারই

**মুম্বই, ৬ জানুয়ারি :** মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কের জল পৌঁছে গিয়েছে আইসিসি-তেও। বল এখন জয় শা-দের কোর্টে। ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ না খেলার বাংলাদেশের সিদ্ধান্তে জট ছাড়ানোর চ্যালেঞ্জ বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার ওপর। মঙ্গলবার যে লক্ষ্যে আইসিসি শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন জয় শা।

বৈঠকে কোনও ইতিবাচক রাস্তা বেরোল কি না, ছবিটা এখনও পরিষ্কার নয়। আইসিসি'র তরফেও কোনও প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। সূত্রের খবর, জট কাটাতে এবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)

**বিসিবির সঙ্গে বৈঠকে বসবে আইসিসি**

সঙ্গে সরাসরি বসতে চলেছে আইসিসি। যেখানে বিসিবি-কে ভারতে গ্রুপ লিগের ম্যাচ খেলার অনুরোধ জানানো হবে। মানলে ভালো, নাহলে জট ছাড়াতে প্ল্যান 'বি'-র পথে হাঁটতে হবে আইসিসি-কে।

৭ ফেব্রুয়ারি টি২০ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়বে। বাংলাদেশ গ্রুপ লিগের সব ম্যাচ খেলবে কলকাতা ও মুম্বইয়ে। রাতারাতি সূচি বদলে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়া সহজ হবে না। এহেন পরিস্থিতিতে বিসিবি-র সঙ্গে আলোচনার টেবিলেই সমস্যার হাল মেটাতে উদ্যোগী জয় শা অ্যান্ড কোং।

জয় শা-দের অনুরোধ আদৌ মানবে কি না বাংলাদেশ, বলা কঠিন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার পুরোদস্তুর ভারত-বিরোধিতার মেজাজে। বিসিবি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনওরকম কথা বলতে রাজি নয়। আলোচনা যা করার সরাসরি আইসিসি-র সঙ্গে হবে। এই অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ভারতে খেলতে রাজি করানো কঠিন। নাহলে পাকিস্তানের মতো শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে উঠবে বাংলাদেশ।

দুই প্রতিবেশী দেশের এহেন পরিস্থিতিতে মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তারকা রাজিন সালেহ। ২৪টি টেস্ট ও ৪৩টি ওডিআই খেলা রাজিনের যুক্তি, 'অতীতে মুশফিকুর রহিম, তাসকিন আহমেদ, সাকিব আল হাসান আইপিএলে খেলেছেন। এবার কোনও বাংলাদেশ প্লেয়ার নেই। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য যা বড় ধাক্কা। নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতিও।'

ক্রিকেট থেকে রাজনীতিকে সরিয়ে রাখার আবেদনও জানান। রাজিন বলেছেন, 'রাজনীতি পাশে সরিয়ে রেখে ক্রিকেট চালু রাখা উচিত। ভারতেও হিন্দু, মুসলমান রয়েছে। বাংলাদেশেও প্রচুর হিন্দু রয়েছে। আমার একাধিক হিন্দু বন্ধু রয়েছে। তাছাড়া ক্রিকেট আর রাজনীতি মেশানো উচিত নয়। বর্তমানে যা ঘটছে, আমি মর্মাহত। মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ টিমের জন্য যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ভারতের। আর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে কেন যাব না? অবশ্যই যাওয়া উচিত।'

পূর্বসূরি রাজিন সালে ক্রিকেটে জোর দিলেও বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। হতাশা স্বাভাবিক মুস্তাফিজুরের। আইপিএলে ৯.২ কোটি টাকার সর্বোচ্চ দর (বাংলাদেশি প্লেয়ার হিসেবে) পেয়েছিলেন। তৈরি হচ্ছিলেন টি২০ বিশ্বকাপের পর মেগা লিগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার জন্য। স্বপ্নভঙ্গ। হাতছাড়া বিশাল অঙ্কের অর্থ। সূত্রের খবর, এভাবে বাতিল হলেও ক্ষতিপূরণ পাবেন না মুস্তাফিজুর। আর্থিক কোনও দায় নেই নাইট রাইডার্সেরও।

এদিকে খবর, মুস্তাফিজুরকে 'রিলিজ' করার বিষয়টি নাকি জানতেনই না আইপিএলের বেশিরভাগ শীর্ষ আধিকারিক। মূলত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সর্বোচ্চ পদ থেকে এই নির্দেশ গিয়েছে। অন্ধকারে রাখা হয়েছিল আইপিএল আধিকারিকদের।

“ অতীতে মুশফিকুর রহিম, তাসকিন আহমেদ, সাকিব আল হাসান আইপিএলে খেলেছেন। এবার কোনও বাংলাদেশের প্লেয়ার নেই। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য যা বড় ধাক্কা। নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতিও।
-রাজিন সালে

## টাটা স্টিল দাবা শুরু আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** শীতের কলকাতায় দাবার আন্তর্জাতিক আসর। প্রতিবারের মতো এবারও টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতার আসর বসতে চলেছে আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে। শেষ হবে ১১ তারিখ। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ অংশ নেবেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের মতো তরুণদের সঙ্গে। প্রজ্ঞা ছাড়াও থাকছেন অর্জুন এরিগাইসি, বিদিত গুজরাটি, নিহাল সারিন, অরবিন্দ চিথাম্বরমরা। বিদেশিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওয়েসলে সো, উইয়ে ওআই, ভোলদার মুরজিন ও হান্স নেইমান।

এঁদের সকলকেই দেখা যাবে ওপেন সেকশনে। র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ ইভেন্ট থাকছে। শেষমুহূর্তে ডোম্মারাজু গুকেশের নাম তুলে নেওয়া টুর্নামেন্টের গ্ল্যামার কিছুটা হলেও কমিয়েছে। তবে আনন্দের মতো মেন্টরের বিপক্ষে অর্জুন, প্রজ্ঞারা কেমন খেলেন, সেদিকেই তাকিয়ে সবাই। মহিলা বিভাগে সবার নজর থাকবে দিব্যা দেশমুখের দিকে। এছাড়া থাকছেন আলেকসান্দ্রা গোয়কোচিনা, ক্যাটরিনা লাগনো, রমেশবাবু বৈশালী ও দ্রোণাভলি হরিকা, ভক্তিকা আগরওয়াল, রক্ষিতা রবি, নানা জাগলগলজ। কারিসা ইয়াপ এবং স্টাভরাউলা সোলাকিদো।

## স্টেডিয়াম গড়ছে ইন্টার কাশী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** বারাণসীতে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করছে ইন্টার কাশী। উত্তরপ্রদেশ সরকারের সহায়তায় সম্প্রতি ইন্টার কাশী ও স্থানীয় একটি কলেজের মধ্যে মউ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী স্টেডিয়াম তৈরির জন্য ওই কলেজটি তাদের মাঠ ইন্টার কাশীকে হস্তান্তরিত করবে। জানা গিয়েছে, বারাণসীর কেদারঘাট থেকে এক কিলোমিটারের দূরত্বে স্টেডিয়ামটি তৈরি হবে। তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে এই বছরের মধ্যেই। ভবিষ্যতে এই মাঠেই নিজেদের হোম ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে ইন্টার কাশীর। শুধু তাই নয়, চুক্তির বাস্তবায়ন হলে এটিই হবে উত্তরপ্রদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল স্টেডিয়াম।

**NOTICE INVITING TENDER**
Tender is hereby invited by undersigned vide NIT NO :- 04/KMG/GP/25-26, Date :- 05/01/2026 SL No from 1 to 29. Last date of Tender Paper dropping : 15.01.2026 up to 15.00 Hrs. Other details are available at the GP Office Notice Board.
Sd/-
Pradhan
Kumargram Gram Panchayat

## ৫ গোলে জয় ব্যারেটোর দলের

**বর্ধমান, ৬ জানুয়ারি :** বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) শুরুটা ভালো করলেও মাঝে ছন্দ হারিয়েছিল হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। সেই ধাক্কা সামলে মঙ্গলবার তারা ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল এফসি মেদিনীপুরকে। ১৬ মিনিটে প্রথম গোল কৌস্তভের। ২৬ মিনিটে ২-০ করেন পাওলো। ৬১ মিনিটে আজহারউদ্দিন মল্লিক স্কোরকার্ডে নাম তোলেন। ৭২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন কৌস্তভ। শেষলগ্নে শুভদীপের গোল ঘরের মাঠ অরবিন্দ স্টেডিয়ামে লজ্জায় ফেলে দেয় মেদিনীপুরকে। ৮ ম্যাচ খেলে হাওড়া-হুগলি ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে।




# টেস্টে আলাদা কোচের পক্ষে হরভজন!

**নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি :** ভারতীয় ক্রিকেটে এমন সংস্কৃতি নেই। কিন্তু সময় এলে, প্রয়োজন পড়লে এমন ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। লাল ও সাদা বলের ক্রিকেটে ভিন্ন কোচ হলে সমস্যার কিছু দেখছেন না হরভজন সিং। কিন্তু তার আগে ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে আলাদা কোচের সংস্কৃতি চালু করার কথা বলছেন তিনি। রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ভাজ্জি আজ বলেছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে আলাদা কোচ হলে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার আগে আমাদের দেশে এমন কিছু চালু করে দেখতে হবে। এই সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা একেবারেই পরিচিত নই।'

ঘরের মাঠে প্রথমে নিউজিল্যান্ড ও পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার লজ্জার সিরিজ হারের পর টেস্টে কোচ বদলের দাবি উঠেছে। গৌতম গম্ভীরকে সাদা বলের জন্য রেখে লাল বলের ক্রিকেটে ভিভিএস লক্ষ্মণকে দায়িত্বে আনার দাবিও উঠেছে। তার আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধারকে ভিন্ন ফরম্যাটে আলাদা কোচের দাবিতে একহাত নিয়েছিলেন ভারতীয় দলের কোচ। আজ গম্ভীরের একসময়ের সতীর্থ অনেকটা তেমনই ইঙ্গিত করেছেন। যদিও স্পষ্টভাবে কিছু না বলে হরভজন বলেছেন, 'ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া ও কাজ চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কোচ হিসেবে দলের সঙ্গে সারা বছর প্রচুর ট্র্যাভেল করতে হয়। কিন্তু মাঠে খেলার সুযোগ থাকে না। গম্ভীর বিষয়টা ভালোই জানে। জাতীয় দলে দীর্ঘসময় খেলেছে ও। কিন্তু কোচিংয়ের প্রয়োজনে যদি ভিন্ন ফরম্যাটে আলাদা কোচের দরকার হয়, তাহলে সেটাও ভাবা যেতে পারে।'

হরভজন একবারের জন্যও সরাসরি বলেননি যে তিনি টেস্টে আলাদা কোচ চান শুভমান গিলদের জন্য। কিন্তু তাঁর কথায় ভালোরকম ইঙ্গিত রয়েছে। ভাজ্জির এমন মন্তব্য নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে আলোচনাও শুরু হয়েছে।



## কোয়ার্টারে ডিএফইউসি



*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সাকিব। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়*

**বারবিশা, ৬ জানুয়ারি :** উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ডিএফইউসি নর্থবেঙ্গল ৩ উইকেটে হারিয়েছে অগ্নি বাহিনী একাদশকে। প্রথমে অগ্নি বাহিনী ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬২ রান করে। রবিসিং রাজপুত ৩৪ রান করেন। সাকিব ২৪ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে ডিএফইউসি ১৯.৫ ওভারে ৭ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। গেম চেঞ্জার সোনা ওঝা ৩৮ বলে ৫৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা সাকিবের অবদান ২৮ রান। রবিসিং ২১ রানে ৩ উইকেট নেন। বুধবার অষ্টম কোয়ার্টার ফাইনালে ডিএফইউসি-র প্রতিপক্ষ মেটেলি টাইটান।

## অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা দলে সুমিত

**জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি :** হরিয়ানার পানিপথে ১২-১৬ জানুয়ারি হতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় স্কুল ফুটবল। তার জন্য বাংলা দলে সুযোগ পেল ময়নাগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র তথা জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সুমিত দাস। সুমিতের ফুটবল শিক্ষায় হাতেখড়ি ময়নাগুড়ির কোচ পৃথ্বীশ রায়ের কাছে। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির টেকনিকাল ডিরেক্টর অতীন্দ্র বিকাশ রায়ের কাছে ফুটবল অনুশীলন শুরু সুমিতের। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সৌমিক মজুমদার বলেছেন, 'আশা করছি বাংলা দলে ও সাফল্য পাবে।'

# চ্যাম্পিয়ন ২০১১ ব্যাচ

**দেওয়ানহাট, ৬ জানুয়ারি :** ধুমপুর হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ২০১১ ব্যাচ। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে ২০১২-'১৩ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১২-'১৩ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৪ রান করে। সুদাম রায় নেন ২ উইকেট। ২০১১ জবাবে ৯.৪ ওভারে ৭ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ফাইনালের সেরা সুদামের অবদান ১৪ রান। ২০১২-'১৩ ব্যাচের রাজু চন্দ প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার ও অভিজিৎ বর্মন সেরা বোলার হয়েছেন। অভিজিৎ প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও পান। তার আগে এদিন প্রথম সেমিফাইনালে ২০১১ ব্যাচ ৮ উইকেটে হারায় ২০১৯ ব্যাচকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২০১২-'১৩ ব্যাচ ৯ উইকেটে জিতেছে ২০১৪ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ছবি : তুষার দেব



*খেতাব জয়ের পর ধুমপুর হাইস্কুলের ২০১১ ব্যাচ।*

## মাঠে সিবিলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি :** মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন কেভিন সিবিলে। দেশের সর্বোচ্চ লিগ ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় আইএসএলের একাধিক বিদেশিরা দল ছেড়েছেন। সম্প্রতি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল সিবিলেকে নিয়েও। তাঁর কাছে স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের একটি ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে এমন খবরও ভাসছিল ময়দানে। তবে সব জল্পনায় জল ঢেলে কলকাতায় এসে এদিন মাঠে নেমে পড়লেন তিনি। এদিকে, হামিদ আহদাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ইস্টবেঙ্গল। জানুয়ারির উইন্ডোতে আরও এক বিদেশি পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারে লাল-হলুদ। এদিন অনুশীলন শেষে সেই ইঙ্গিত দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ।

বিজ্ঞাপন

## ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা শুভজীৎ জানা - কে 07.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89H 05758 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ এখন নিরাপদ জেনে আমি গভির শান্তি অনুভব করছি। জীবনে অনেক সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার পর, এই মুহূর্তটি সত্যি তৃপ্তি নিয়ে এসেছে। এই আশীর্বাদের জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*ম্যাচের সেরা হয়ে সুমন বর্মন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

## সুমন, দীপকের শতরান

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে প্রথম এলিমিনেটরে আরএফএল একাদশ ৩০৯ রানে চূর্ণ করেছে শামুকতলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টাউন ক্লাব মাঠে আরএফএল টসে জিতে ৩২ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৭৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুমন বর্মন ১৩৯ ও দীপক কার্জি ১০৬ রান করেন। রাজদীপ দেবনাথ ৪৮ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে শামুকতলা ১৮.৩ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। সৌম্যদীপ দেবনাথ ১৭ রান করেন। ভরত নাগ ৪ রানে নেন ৩ উইকেট।

## ফাইনালে ভিএনসিএফএ

*ম্যাচের সেরা আকাশ দাস। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

**আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি :** বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভিএনসিএফএ। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে আশুতোষ ক্লাবকে। জংশনের বিবেকানন্দ খেলার মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা আকাশ দাস।

## শেষ আটে এমএসসিসি

**বারবিশা, ৬ জানুয়ারি :** বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এমপি রাজসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে এমএসসিসি ফরবেশগঞ্জ ৯৬ রানে হারিয়েছে ডিএসডব্লিউএ-কে। টসে হেরে এমএসসিসি ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। গেম চেঞ্জার যাদবেন্দ্র কুমার ৫৬ রান করেন। জবাবে ডিএসডব্লিউ ১৪.২ ওভারে ১০১ রানে সব উইকেট হারায়। ম্যাচের সেরা বিকাশের শিকার ৩২ রানে ৪ উইকেট। বুধবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে এমএসসিসি-র প্রতিপক্ষ নাগরাকাটা ওয়ারিয়র্স।

উত্তরের খেলা

*ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে বিকাশ। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়*